নাটক

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ;

প্রথমাভিনয়-রজনী, সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী-তিথি,

শনিবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮, রাত্রি ৭টা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬০, এপ্রিল ১৯৫৩

দ্বিতীয় সংস্করণ . বৈশাখ ১৩৬৩, এপ্রিল ১৯৫৬
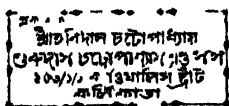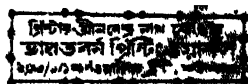
বাঙলার সাধারণ নাট্যশালা-প্রতিষ্ঠাতৃগণের

অন্যতম অগ্রণী

পূজনীয় মাতামহদেব

৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

উৎসর্গিত

সৌরীন্দ্র

পূর্ব্বকথা

গোড়ায় দু'একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। সতী সাবিত্রীর অমর প্রেমের কাহিনী লইয়া নাটক লেখায় প্রথম আমায় উৎসাহিত করেন আমার নাট্যরসিক বন্ধু শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ও পরম স্নেহভাজন সুর-শিল্পী শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র দে। দুই অঙ্ক লেখার পর নানা কার্য্যে রচনা বন্ধ থাকে।

তারপর গত জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি ষ্টার থিয়েটারের সুনিপুণ অধ্যক্ষ প্রবীণ নাট্যাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় নাটক লেখাব জন্য আমায় জোর তাগিদ দেন। তাঁরই অসীম আগ্রহে ও উৎসাহে ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে আবার এই নাটক লিখিতে বসি; এবং পাঁচদিনের মধ্যে রচনাটি শেষ করিয়া তাঁর হাতে দি। পরে কয়েকটি দৃশ্য-সংস্থানে কিছু-কিছু পরিবর্ত্তনাদি করি, তাঁরি পরামর্শে-উপদেশে। ইহার পর অভিনয়-শিক্ষা-ব্যাপারে তাঁকে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি, তার তুলনা নাই। এ-সব কারণে তাঁর কাছে চিরঋণী রহিলাম।

'সাবিত্রী'-চরিত্রের ব্যঞ্জনায় আর-একজন আমায় বহুবিধ পরামর্শে উপকৃত করিয়াছেন। তাঁর নিষেধ, তাই নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তবে তাঁর ঋণও পরিশোধ করিবার নয়!

মূল আখ্যান-ভাগে আমি মহাভারত অনুসরণ করিয়াছি। নূতনভাবে ব্যঞ্জনায় প্রবৃত্তও হইয়াছিলাম; কিন্তু পৌরাণিক আদর্শের ও চরিত্রের যে-ছবি আমাদের মনে যুগ-যুগ ধরিয়া দীপ্ত রেখায় অঙ্কিত আছে,

তথাকথিত শিল্প ও সৃষ্টির দোহাই দিয়া সে-সব উল্টাইয়া দিবার বা মূল চরিত্র ও গল্প যথেচ্ছ গড়িবার অধিকার নাট্যকারের আছে কি না, সে-সম্বন্ধে মনে সংশয় জাগে, তাই সে-সব ব্যাপার বাদ দিয়াছি। চরিত্রগুলির ব্যঞ্জনায় বৈদিক যুগ ও সে-যুগের রাজাদর্শ প্রভৃতি যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সে-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি—থিয়েটারী প্যাঁচের মোহে কশ্‌রতির প্রয়াস পাই নাই।

পরিশেষে ধন্যবাদ দি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তুলসীদাস লাহিড়ী, এম-এ, বি-এল মহাশয়কে ও পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ পঙ্কজকুমার মল্লিককে। সাবিত্রীর প্রথম গান ও পম্পা-তীরে 'আমার মিছে সব', এই গান দুটীতে শ্রীমান্ পঙ্কজকুমার এবং বাকীগুলিতে শ্রীযুক্ত তুলসীবাবু সুর যোজনা করিয়াছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নাই।

৮২।৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পরিচয়

পুরুষ

যম		
নারদ		
অশ্বপতি	...	মদ্রদেশের রাজা
দ্যুমৎসেন	...	শাল্বের ভূতপূর্ব্ব রাজা (এখন অন্ধ, বনবাসী)
সত্যবান	...	ঐ পুত্র
ইলাবর্ত্ত	...	মদ্ররাজের প্রবীণ অমাত্য
গালব	...	দ্যুমৎসেনের বয়স্য
চিত্ররথ	...	শাল্ব-সেনাপতি
শূলসেন	...	শাল্বের বর্ত্তমান রাজা
কুল্লুক	...	শূলসেনের অনুচর
ভিণ্ডিকেশ্বর	...	চোলরাজ
টিট্টিভ	...	দৈত্য
বিদুর	...	কাঠুরিয়া

পুরোহিত, মন্ত্রী, অমাত্যগণ, জ্যোতিষী, নাগরিকগণ, রাজ-অনুচরগণ, প্রহরীগণ, মালাকর, অঙ্গিরা, মণিভদ্র, ব্যাধগণ প্রভৃতি

নারী

জয়া		
শৈব্যা	...	দ্যুমৎসেনের পত্নী
মালবী	...	মদ্র-রাজমহিষী
সাবিত্রী	...	মদ্র-রাজকন্যা
পদ্মা, চিত্রা, বিহুলা প্রভৃতি	...	ঐ সঙ্গিনী
অদিতি	...	তাপসী
সুদাসী	...	বিদুরের পত্নী

তাপসীগণ, পরিচারিকা, মালিনী,

বনবালাগণ প্রভৃতি

স্বয়ংবরা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মদ্ররাজের উদ্যান। কাল—উষার প্রাক্কাল

[শৈল-শিখর-অন্তরালে আকাশে তরুণ অরুণের রক্তচ্ছটা। শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া সাবিত্রী সূর্য্যের পানে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া; পাশে পুষ্পপাত্রে রাশীকৃত ফুল]

সাবিত্রী। গান

নিত্য দিনের ঐ সে আকাশ
অরুণ-রাঙা আলোয় আলো!
দখিণ-হাওয়ার পরশ-তুলি
প্রাণে কি এ রঙ্‌ বুলালো!
বকুল-চাঁপার গন্ধে দোলে দোলে ছায়া,
পাখীর গানে আবেশ-ভরা বিভল মায়া;
বসন্ত তার বীণার সুরে
প্রাণ দুলালো গো, আমার মন ভুলালো!

গাহিতে গাহিতে সঙ্গিনীগণ প্রবেশ করিলেন

সঙ্গিনীগণ। গান

মোরা বলতে পারি মনের কথা
অধর-কোণে হাসি দেখে—
যেথা-সেথা বেড়াই ঘুরে,
সবার পানে নয়ন রেখে।
চাও যাহারে মনে-মনে,—
বলতে পারি, সে কোন্ বনে
বেড়ায় কিসের স্বপন রচি'
ফুলের রেণু গায়ে মেখে!

সাবিত্রী। ভোর হতে না হতেই তোদের রঙ্গ সুরু হলো?

পদ্মা। রঙ্গ নয়, সখি। তোমার মন-বনের কুরঙ্গ ধরবো বলে সুরের জাল নিয়ে মৃগয়ার আয়োজন কবচি।

চিত্রা। শেষ-রাত্রে আজ এমন চমৎকার স্বপ্ন দেখেচি!

বিজুলা। কি স্বপ্ন, লো? যে, চোর এসে তোর মন চুরি করে নিয়ে গেছে?

পদ্মা। হুঁঃ! আমার মন! সে-মন নিতে আবার চোর আসবে! তা নয়। স্বপ্ন দেখেচি, যেন সখীর প্রাণের দ্বারে অতিথ্ এসে দাঁড়িয়েচেন,—দাঁড়িয়ে সখীর হাতের মালা চাইছেন!

সাবিত্রী। বলিস্ কি চিত্রা! তাঁর সঙ্গে শুভদৃষ্টি তাহলে তোর হয়ে গেছে! বাঃ! তোরা শঙ্খধ্বনি কর্,—পদ্মা, বিজুলা···

চিত্রা। হেসে উড়োলে তো চলবে না। এ ভোরের স্বপ্ন—সত্য না হয়ে যায় না!

পদ্মা। কিন্তু পরকে নিয়ে স্বপ্ন—সে যে আপনাতে ফলে!

সাবিত্রী। তাই এমন হাসি-হাসি মুখ··দুই চোখে আনন্দ উথলে উঠেচে!···নব-বসন্তে চিত্রা একেবারে বিচিত্রা হয়ে দেখা দিয়েচে! বেশ, বেশ···(সুরে) এ বসন্ত, কোথা কান্ত? মন অশান্ত গভীর হে!··· তাঁরি চিন্তায় আকুল! তা, আশ্বস্ত হও সখি,—কান্তর জন্য মন অশান্ত হলে তিনি অচিরে নয়ন-পথের পথিক হন্···কাব্যে-নাটকে পড়েচিস্ তো!

চিত্রা। তা বললে তো শুনবো না। স্বপ্নে দেখলুম, তোমার কান্ত···

সাবিত্রী। সে স্বপন-কান্তকে তোরি হাতে দিলেম, চিত্রা···তুই নিশ্চিন্ত মনে বরমাল্য রচনা কর্।

পদ্মা। যা বলেচো! সত্যিকারের কান্ত কোথায়, তার সন্ধান নেই,—চিত্রা কোথা থেকে স্বপ্নের কান্ত নিয়ে এলো। স্বপ্নের কান্তে কি সখীর মন ভরে? সে যে আলো-বাতাসে মিলিয়ে যায়!

বিদুলা। ভারী আশ্চর্য্য কথা কিন্তু। ভাটের পর ভাট দেশ-দেশান্তরে চলেছে···তবু সখীর জন্য পাত্র কোথাও মেলে না!

চিত্রা। এমন রূপসী-ষোড়শী-রাজকন্যা!

পদ্মা। দেশে তরুণ রাজপুত্রের কি দুর্ভিক্ষ হলো!

সাবিত্রী। তাইতো দেখচি। তাহলে উপায়? বক্ষের বেদনায় চক্ষের জলে শুধু হায়-হায়?

চিত্রা। মুখেই পরিহাস,—মন কিন্তু এ বয়সে কি চায়···

সাবিত্রী। তোর মন তোকে গুঞ্জন-গানে পলে-পলে জানাচ্ছে—তুই তা খুব বুঝচিস্···না? বেছে বেছে স্বপ্নও দেখচিস্ মনের মত!···ওলো, সবার মন কি একই জিনিষ চায়? তা চাইলে, মানুষে-মানুষে প্রীতির

বাঁধন থাকতো না। পৃথিবী জুড়ে সুরাসুরের যুদ্ধ চলতো! কিন্তু ও কথা থাক্। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। পূজা সেরে নি···চ'। রাত্রে আবার 'বিষ্ণুলীলা'র অভিনয়—তার কত আয়োজন···সে কথা বুঝি মনে নেই?

পদ্মা। মনে আবার নেই! তুমি সাজবে লক্ষ্মী, আমি বিষ্ণু···

বিজুলা। আমরা নাটমঞ্চ দেখতে গেছলেম···তাই তো দেরী হলো।

চিত্রা। সুমিত্র চমৎকার মঞ্চ সাজিয়েচেন! বিশ্বের আরাধনায় সাগরের বুক থেকে অভয় নিয়ে লক্ষ্মী উঠবেন পদ্মের পাপড়িতে পা রেখে—তুলির রেখায় সাগরের সে-দৃশ্য যা এঁকেচেন···নীল জলে সাদা ঢেউয়ের মালা···দেখে মনে হচ্ছিল, ঝাঁপ খেয়ে পড়ি।

সাবিত্রী। এখন মন্দিরে চ,' পদ্মা। পূজার বেলা হয়ে যাচ্ছে। পূজা সারা হলে ঐ অতসী-কুঞ্জে এসে আমাদের নাচ-গানের মহলা দেবো। তুই আচার্য্যকে চুপি চুপি নিয়ে আসিস্, চিত্রা,—যদি কোথাও ভুল কি খুঁৎ থাকে, শুধরে দেবেন।

চিত্রা। বেশ বলেচো, সখি। মহারাজ-মহারাণী-পুরজন—সকলের সামনে অভিনয়। নিখুঁৎ না হলে লজ্জায় মরে যাবো।

সাবিত্রী। তাহলে, চ' এখন···

পদ্মা। চলো···　　[সকলের প্রস্থান

মালবীর প্রবেশ

মালবী। ঐ যাচ্ছে সাবিত্রী—আনন্দের প্রতিমা! নিশ্চিন্ত মনে খেলাধূলা করে বেড়ায়···আজো! কিছু জানে না।···কিন্তু কি দুশ্চিন্তা যে

আমার বুকে কাঁটার মত বাধচে, অহরহ! পাত্রের সন্ধানে মহারাজের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই!...বীর জ্ঞানী সব রাজপুত্র...সাবিত্রীর নাম শুনেই পাণি-গ্রহণে কুণ্ঠিত হয়!...এ কি রহস্য!...অথচ যার যেমন রূপ, তেমনি গুণ!...মা-ব্রহ্মাণী, সাবিত্রীকে পেয়ে আমাদের পুত্র-সাধ মিটেচে,—কিন্তু এ কি উদ্বেগে মন আকুল করে তুলেচো!

(গমনোদ্যতা)

পিছন-দিক হইতে ব্রহ্মচারিণী-বেশা জয়ার প্রবেশ

জয়া। মা......

মালবী। কে ডাকে! (চাহিয়া সবিস্ময়ে) কে মা, তুমি? সারা অঙ্গে বিদ্যুতের দীপ্তি! চোখের দৃষ্টিতে আশার ছটা...

জয়া। আমি মা, ভিখারিণী।

মালবী। এ তো ভিখারিণীর মূর্ত্তি নয়, মা। বৈকুণ্ঠ ছেড়ে দেবী-লক্ষ্মী আমার সামনে এসে উদয় হয়েচো! তোমার ঐ 'মা'-ডাকে আমার প্রাণে আশার বন্যা বয়ে এলো!

জয়া। এমন সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যেও তোমার মনে কিসের উদ্বেগ, মা?

মালবী। (নিশ্বাস ফেলিয়া) উদ্বেগের কারণ, আমার কন্যা সাবিত্রী।

জয়া। কেন মা? কন্যা দুরন্ত?

মালবী। এমন সুশীলা কন্যার কথা শাস্ত্র-পুরাণেও পড়িনি, মা!

জয়া। তবে কি সাবিত্রী কুশ্রী? কুৎসিত?

মালবী। সাবিত্রী কুশ্রী! আমি মা...তবু অসঙ্কোচে বলতে পারি, কন্যা আমার কাঞ্চনময়ী প্রতিমা!

জয়া। তবে ?

মালবী। সাবিত্রীর বিবাহের চিন্তায় আমরা মা, অহর্নিশি কাতর। দেশ-দেশান্তরে পাত্রের সন্ধান চলেছে—পাণিপ্রার্থী বর কোথাও মিলচে না। দেবী ব্রহ্মাণীর প্রসাদে সাবিত্রীকে পেয়েচি। সে-সাবিত্রীর জন্য মনে এতখানি উদ্বেগ বইতে হবে, তা কখনো ভাবিনি।

জয়া। (সহাস্যে) মা ব্রহ্মাণীর কৃপায় কন্যা পেয়েচো—তবু এ উদ্বেগ ! এ তো সম্ভব নয়, মা ! তোমরা দুঃখ পাবে বলে দেবী ব্রহ্মাণী কন্যা দেন নি !···কন্যা যখন দিয়েচেন, তখন সে কন্যার যোগ্য বরও তিনি পাঠিয়েচেন।

মালবী। মা···(বিস্মিত ভাব)

জয়া। বিস্মিত হয়ো না, মা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের।

মালবী। মা, মা, অন্ধকারে এ যে আশার দীপ জ্বেলে দিলি !

জয়া। মা-ব্রহ্মাণীতে বিশ্বাস হারিয়ো না, মা। তিনি কল্যাণ-দায়িনী, জীব দুঃখ বিনাশিনী···

মালবী। অপরাধ করেচি।···সাবিত্রীর জন্য আর চিন্তা করবো না। মা-ব্রহ্মাণী···(করজোড়ে, মুদিত নেত্রে) ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, দেবী। তোমার সেবিকা সাবিত্রীর সকল শুভাশুভের দায় তোমার··· (প্রণাম ; সেই অবসরে জয়ার চকিতে প্রস্থান) মা,—এ কি কোথায় গেলি, মা ! · আমার সারা দেহে রোমাঞ্চ···(স্তম্ভিত ভাব)

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। দেবী···

মালবী। (চমকিয়া) কে ?·· নকুলিকা ! কি খবর, নকুলিকা ?

পরিচারিকা। কাল রাত্রে গণদাস ভাট একটি পাত্র এনেচেন—চোলরাজ ভিণ্ডিকেশ্বর।

মালবী। পাত্র! চোলরাজ!

পরিচারিকা। মহারাজ সংবাদ পাঠালেন, চোলরাজ রাজকন্যাকে দেখবার জন্য এসেচেন। রাজকন্যাকে সজ্জিত বেশে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে বললেন।

মালবী। তাই হবে। তুই বল্‌গে, সাবিত্রী মন্দিরে গেছে। তাকে যোগ্য বেশে অগ্নিগৃহে পাঠাবার আমি ব্যবস্থা করচি। তুই সৈরিন্ধ্রীকে খবর দে,—মাঙ্গল্যের আয়োজন করুক!

পরিচারিকা। তাই হবে, দেবী। [প্রস্থান

মালবী। সাবিত্রী মন্দিরে। যাই।…এ মা-ব্রহ্মাণীর কৃপা!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শাল্ব—বিষ্ণুমন্দিরের প্রাঙ্গণ

গাহিতে গাহিতে মালাকর ও মালিনীর প্রবেশ;

তাদের হাতে বিচিত্র পুষ্পভার।

মালাকর ও মালিনী। গান

হাসি-ভরা পাগল-করা এনেচি ফুল সাজি ভরে'—
শিশির ভেজা রাতের হাওয়ায় ফুটেছিল আলো করে'!

মালাকর। বঁধু কার মলিন মুখে আছে গো ঘরের কোণে?
মানে হায় বসেচে কি বেদনা দিয়ে মনে?
বকুলের নাও গো ডালি,—হাসি-মুখ দেখবে ঘরে।

মালিনী। ফুলধনু গোপনে গো, বুকে তীর হেনেছে কার ?
নিরাশে ভাসে নয়ন,—কত হায় লুকাবে আর ?
বুকে ধরো রাঙা কমল—বেদনা যাবে ঝরে'।

উভয়ে। বেলা নাও, নাও গো চাঁপা, করবী, জুঁইয়ের রাশি,—
মেশা তায় কত নিশির গোপন কথা-হাসি !
ধরণীর বুকের মণি—ফুলে প্রাণের ব্যথা হরে।

[উভয়ের প্রস্থান

শূলসেন, কুল্লুক ও প্রহরীর প্রবেশ

শূলসেন। কোথায় পুরোহিত ?

প্রহরী। স্নান সেরে মন্দিরের দিকে গেছেন।

শূলসেন। ডেকে আন্…

কুল্লুক। বলবি, মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত।

[প্রহরীর প্রস্থান

শূল। তুমি জানো, এ মন্দিরে ধন-রত্ন প্রচুর সঞ্চিত আছে ?

কুল্লুক। জানি বলেই তো আপনাকে নিয়ে এলেম, মহারাজ।…এ ব্রাহ্মণত্বের দর্প চূর্ণ করে দিন আপনি। কে মনু ছিল, কবে মরে ছাই হয়ে গেছে, আজো তার পচা পুঁথি খুলে মন্দিরে বসে এরা ধন-রত্ন লুণ্ঠন করবে, এ সহ্য হয় না !

শূল। রাজ্য আমার—এ রাজ্যের বিধি-নিয়মের মনু আমি। অন্য মনু মানবো না। তুমি ব্যবস্থা করো—মনুর যত বিধি-নিয়ম আছে, সব আমি উল্টে দেবো…

কুল্লুক। মনু-সংহিতা কেটে শূল-সংহিতার সৃষ্টি করুন, মহারাজ !…ঐ যে পুরোহিত।

শূল। ঐ পুরোহিত!

কুল্লুক। হাঁ মহারাজ।

প্রহরী ও পুরোহিতের প্রবেশ

পুরো। মহারাজ মন্দিরে এসেচেন···দেব-দর্শনে··?

শূল। দেব-দর্শনে নয়,···তোমার দর্শনে এসেচি!

কুল্লুক। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলে যে ঠাকুর···মহারাজকে নতি দাও

পুরো। নতি! ব্রাহ্মণ নতি দেয় শুধু দেবতার পায়ে··

কুল্লুক। তোমার রাজা তোমার দেবতা··

পুরো। এখন পূজার সময়···বাকবিতণ্ডায় রুচি নাই! মহারাজের কোনো বক্তব্য আছে? রাজ্যের কোনো হিত-কামনা···?

কুল্লুক। রাজ্যের হিতার্থে-ই আসা হয়েচে!

পুরো। বলুন, মহারাজ···

শূল। শোনো ব্রাহ্মণ, দেবতার নামে বহু ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন করে রেখেচো তুমি এই মন্দিরে · এখনো লুণ্ঠনের বিরাম নাই! সে সব ঐশ্বর্য্য, রত্নালঙ্কার আমি চাই। সে-সবে রাজার অধিকার!

পুরো। সে যে দেব-বিগ্রহের সম্পত্তি, মহারাজ···

কুল্লুক। দেব-বিগ্রহ! একটা পাথরের মূর্ত্তি বসিয়ে সকলের কাছ থেকে নিত্য মণি-রত্ন আর প্রণামী সংগ্রহ করচো! এ রীতিমত ব্যবসা! ···পাথরের বিগ্রহ এ-সব ভোগ করে, বলতে চাও?

পুরো। পাথর! পাথরের বিগ্রহ! এ ধ্যানের প্রতিমূর্ত্তি—কিন্তু তা নিয়ে তর্ক তুলতে চাই না। তবে এইটুকু বলি, এই সম্পত্তি থেকেই দীন-দরিদ্রের সেবা, নিরাশ্রয় রোগাতুরের পরিচর্য্যা···! মহারাজ

দ্যুমৎসেনের উপদেশে ঐ বিরাট অতিথশালা, ঐ সেবাশ্রম···এ-সবের ব্যয় এই সম্পত্তি থেকেই চলছে, মহারাজ। তার জন্য রাজদ্বারে কখনো হাত পাততে হয় না!

শূল। এ-সবের জন্য তোমার চিন্তার প্রয়োজন নাই! মন্দিরের পূজারী তুমি,—পূজা নিয়েই তৃপ্ত থাকবে। এতখানি সেবা, বদান্যতা···

কুল্লুক। শুধু পরের তঙ্কায় নিজের কীর্ত্তি-সংগ্রহ!···এর প্রশ্রয় দেবেন না, মহারাজ! এমনি করেই এ ব্রাহ্মণ এখানে শক্তি সঞ্চয় করচে।

পুরো। ব্রাহ্মণের সনাতন অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চান মহারাজ? কিন্তু এ অধিকার আপনার দেওয়া নয়!

শূল। সে-তর্ক করতে আসিনি তোমার সঙ্গে। কুল্লুক···

কুল্লুক। দেবতার সম্পত্তি বলে যা-কিছু ধন-রত্ন প্রতারণায় আয়ত্ত করেচো, তা বার করে দাও, ব্রাহ্মণ। পাথরের দেবতার ধন-রত্নের প্রয়োজন থাকতে পারে না!

পুরো। কুচক্রীর চক্রান্তে মহারাজ বিবেচনা-শূন্য হবেন না, ··এই আমার বক্তব্য! আর দেবতার ধন-রত্ন···

শূল। সে সব এই দণ্ডে রাজকোষ-জাত করতে চাই।

পুরো। আমার প্রাণ থাকতে তা হবে না, জানবেন···

শূল। প্রাণও তাহলে রক্ষা পাবে না···জেনো।

পুরো। এ কি অত্যাচার! মন্দিরের বাহিরে আপনার দৌরাত্ম্য বিরাট শাল্ব-রাজ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেচে···আজ দর্পান্ধ হয়ে দেবতার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েচেন! তঙ্কা নিয়ে পাণ্ডা বসিয়ে এখানে উপদ্রব সৃষ্টি করেও ক্ষান্ত হননি, দেবতার সম্পত্তি হরণ করতে এসেচেন অবশেষে···

কুল্লুক। সাবধান ব্রাহ্মণ···এখনি ও-রসনা ছিন্ন করে দেবো—মহারাজের যদি অমর্য্যাদা করো!

পুরো। ও-ভয় আমায় দেখিয়ো না···নীচ চাটুকার··

শূল। সাবধান ব্রাহ্মণ···

পুরো। আমায় রক্তচক্ষু দেখিয়ো না, শূলসেন। তোমার রক্তচক্ষুকে যদি ভয় করতেম···

কুল্লুক। এই ব্রাহ্মণের দম্ভ চূর্ণ করে মাটীতে মিশিয়ে দিন মহারাজ। আদেশ দিন, সমস্ত দেব-মন্দির রাজার অধীন হোক্।

শূল। তাই হবে। আপাততঃ এই ব্রাহ্মণকে বন্দী করো। আর সৈন্যদের বলো, তারা এখনি মন্দিরের কোষাগার অধিকার করুক।

কুল্লুক। তাই হবে, মহারাজ···(গমনোদ্যত)

পুরো। সাবধান··

শূল। তুমি বন্দী, ব্রাহ্মণ। দেবতার নাম নিয়ে রাজার প্রাপ্য ভোগ করচো—তোমার বিচার হবে। প্রহরী, বন্দী করো।

(প্রহরী বন্দী করিল)

কুল্লুক। একেবারে বাহিরে নিয়ে যাও···ব্রাহ্মণের অনুগত লোকজন আমাদের সৈন্য আসার পূর্ব্বে যেন এ সংবাদ জানতে না পারে।

পুরো। নারায়ণ সহ্য করবেন না—তাঁর মন্দিরে এত-বড় অত্যাচার···

কুল্লুক। সে চিন্তা নারায়ণ করবেন—তুমি নাই করলে! নিয়ে যাও, প্রহরী।

পুরো। শুধু একটা কথা, মহারাজ শূলসেন···

শূল। বলো···

পুরো। দীন-দরিদ্রের নিত্য সেবার সময় এখন। তারা এসেচে বহু আশায়…এ-সেবার কাজে যেন কোনো ব্যাঘাত…

কুল্লুক। যাও, যাও…কতকগুলো লোককে ভিক্ষা-প্রবৃত্ত করে আলস্যের প্রশ্রয়…মহারাজ শূলসেন তাতে সহায় হতে পারেন না।

শূল। নিয়ে যাও, প্রহরী।

[পুরোহিতকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

কুল্লুক। আসুন, মহারাজ…সৈন্যদের আমি ডেকে আনি। আপনার সেনাপতি চিত্ররথ এ সংবাদ পাবার পূর্ব্বেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করতে হবে।

শূল। আমার অমোঘ শক্তি দেব-মন্দিরেও জীবন্ত, অপ্রতিহত করতে চাই।

কুল্লুক। না হলে মিছে রাজ্য করা…আসুন এই পথে।

শূল। আর এক কথা। শুনচি, শাল্ব থেকে বহু প্রজা বনে সেই দ্যুমৎসেনের কাছে যাতায়াত করচে। আদেশ প্রচার করো, যে বনে যাবে, সে অপরাধী,—শাস্তি পাবে।

কুল্লুক। তাই হবে মহারাজ…

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

মদ্র রাজপুরী—বিরাম-কক্ষ

মদ্ররাজ-মন্ত্রী, সভাসদগণ, প্রতিহারীবর্গ ; চোলরাজ ভিণ্ডিকেশ্বর,
চোলরাজের জ্যোতিষী-পুরোহিত (পুঁথি·পঞ্জিকাদি
সম্মুখে রাশীকৃত), চোলরাজের ছত্রধর,
চামরধর, করঙ্কবাহিনী ও
অনুচরগণ প্রভৃতি

চোলরাজ। পাত্রী কৈ, মন্ত্রিবর? পাত্রী?···পণ্ডিত, লগ্ন ছাখো··· আমার জন্মরাশির সঙ্গে মিলিয়ে। ক্ষিপ্র ক্ষিপ্র হস্তচালনা করো। বিলম্বে কার্য্যহানিশ্চ···শাস্ত্রবাক্য ভোলো কেন?

জ্যোতিষী। ভুলিনি, মহারাজ। শাস্ত্রবাক্য ভুলবো? এই শাস্ত্রের অস্ত্রেই জগতের চিত্ত নিধন করে বেড়াচ্ছি। এ মৃগয়া, মহারাজ। আপনারা মৃগয়া করেন ধনুঃশর নিয়ে, আর আমরা মানুষের চিত্ত-গয়া করি এই শাস্ত্রের বিসর্গ-অনুস্বারে!···এই যে (পুঁথি খুলিয়া) প্রভাতে নাস্তি বারবেলা বারাঙ্গনা হি···আহাহা, না, না···বরাঙ্গনা হি দর্শনং। নেত্রয়োর্চপলোৎক্ষেপে বক্ষলগ্না চ বৈ তু হি ॥ অর্থাৎ···

চোলরাজ। আর অর্থাতে কাজ নেই! ও বাক্য আমি জানি। তুমি শুভ-লগ্ন ছাখো···শুভদৃষ্টির।···হ্যাঁ, মদ্ররাজ কৈ, মন্ত্রিবর? এখনো এলেন না যে?

মদ্র-রাজমন্ত্রী। তাঁর পূজার্চ্চনা শেষ হলেই তিনি আসবেন, চোলরাজ। আপনার অভ্যর্থনার ভার···

চোলরাজ। থাক্, থাক্,—অভ্যর্থনার প্রয়োজন নেই।…জামাতুরর্চ্চনং! তা আমার ন পিতা, ন মাতা—আমি জামাতা হবার প্রয়াসী! জামাতুরর্চ্চনের জন্য লালায়িত নই!…তবে, ভাটের মুখে শুনলেম, মদ্ররাজের মহাদায়, কন্যাদায়—সে-দায় উদ্ধার হচ্ছে না। কাজেই ক্ষত্রিয়-ধমনী নেচে উঠলো,—স্থির থাকতে পারলেম না।… তা…হ্যাঁ, সে গণদাস ভাট গেল কোথায়?

১ম অমাত্য। আজ্ঞে, এখনো এসে পৌঁছুতে পারেন নি, দেখচি। প্রত্যূষ…

চোলরাজ। প্রত্যূষই প্রশস্ত কাল কি না! দিবাভাগে কোলাহল…তা, পাত্রী কৈ?

২য় অমাত্য। পাত্র কি মহারাজ স্বয়ং? না…

চোলরাজ। নিশ্চয়।

৩য় অমাত্য। মহারাজের বয়স যেন কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হয়েচে ··

৪র্থ অমাত্য। এ-বয়সেও বিবাহে এমন উৎসাহ!

চোলরাজ। আমি বীর ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব পুরুষ-সিংহ। পুরুষের বিবাহের বয়স আমরণ-বিস্তৃত!

জ্যোতিষী। মহারাজ ··

চোলরাজ। চুপ করো।…বিবাহের কথা বলছিলেম না?…আমি এই বিবাহ-সূত্রে খণ্ড ভারতকে বদ্ধ বিজড়িত করে অখণ্ড বিরাট মহাভারতের প্রতিষ্ঠা করতে চাই।…বুঝলে হে মদ্ররাজ-অমাত্যবর, দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণে বেরিয়েচি, এবং যদ্ যদ্দেশে গিয়েচি, তৎ-তৎ-দেশের এক-একটি কন্যাকে বিবাহ করেচি।

১ম অমাত্য। বলেন কি, মহারাজ?

২ অমাত্য। মহারাজের সে-সব মহিষী··?

৩ অমাত্য। তাঁদের অভ্যর্থনা হলো না! তাঁরা···?

চোলরাজ। (হাসিয়া) মদ্র-সীমান্তে আমার অতিকায়-পট-মণ্ডপে তাঁরা বিরাজ করচেন।·সেই পটমণ্ডপে অবস্থান-কালে দৈবাৎ ভাট-গণদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ! গণদাস নিরাশ হয়ে ফিরছিল। পরিচয়ে বার্ত্তা অবগত হলেম; এবং অবগতি-মাত্রেই বললেম, এ-দায়ে আমিই শ্বশুরকুলের একমাত্র গতি। বিবাহ-ব্যাপারে আমার বাসনা উৎকট, উৎসাহ দুর্জ্জয়···কাজেই এখানে শুভাগমন হলো।

২ অমাত্য। এখন মহারাজ অশ্বপতির মনোনয়নে যদি বাধা না ঘটে···

চোলরাজ। বাধা! বাধা কিসের? আমি পরাক্রান্ত চোলরাজ··· ক্ষত্রিয়-বীর···

৩ অমাত্য। মহারাজের পরাক্রম, বীরত্বের পরিচয়···

চোলরাজ। আজো অবসর মেলেনি সে বীরত্ব দেখাবার। তবে আমি সেজন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত। ভবিষ্যপুরাণে কি লিখেচে, শুনিয়ে দাও তো পণ্ডিত···

জ্যোতিষী। ভবিষ্যপুরাণে লিখচে, অতীতে একদাচৈব শতবর্ষে তথাগতে। গভীরে হি অরণ্যে তু চোলরাজঃ সমাগতঃ॥

২ অমাত্য। থাক্ চোলরাজ—অতি-বিস্তারে প্রয়োজন নাই। বচনামৃতের বিন্দুতেই আমাদের চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়েচে।

চোলরাজ। দুরন্ত অসুরদল আমার নামে সন্ত্রস্ত জীবন্মৃত হয়ে আছে। কাজেই···

১ অমাত্য। বুঝেচি মহারাজ। তাই, মৃতের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করে অস্ত্রের অপমান করতে আপনি নারাজ!

চোলরাজ। (সহর্ষে) তাই।...কিন্তু কোথায় মন্ত্রিবর, আপনাদের মহারাজ অশ্বপতি ? ভাবী শ্বশুর-মশায়ের যে এখনো সাক্ষাৎ নেই ! পণ্ডিত, লগ্নের আর বিলম্ব কত ? বারবেলা · ?

জ্যোতিষী। বারবেলার আশঙ্কা করবেন না, মহারাজ। বারবেলা সলজ্জ হয়ে নেপথ্যান্তরালে বিরাজ করচে। বারবেলার আজ অদর্শন।

চোলরাজ। বটে! বটে! তবে তো উৎকৃষ্ট দিন নির্দ্ধারণ করেচি। আশাও হচ্ছে। পণ্ডিত...

জ্যোতিষী। আজ্ঞে, পঞ্জিকায় লিখচে, মেষের স্ত্রী-লাভ।...আপনার জন্ম মেষরাশিতে। সেই মেষ আজ প্রত্যূষেই উল্লম্ফন-যোগে রাহু-কেতুকে অতিক্রম করে একেবারে মঙ্গলের ঘাড়ে পা চাপিয়েছে...

চোলরাজ। তার ফল ?

জ্যোতিষী। বরবর্ণিনী বধূ-লাভ।

চোলরাজ। চমৎকার! তোমায় পুরস্কার দেবো, পণ্ডিত।... অমাত্যবর...

১ অমাত্য। আদেশ করুন, চোলরাজ...

চোলরাজ। মদ্রাধিপতির এই একটিমাত্র কন্যা ? তাঁর আর সন্তানাদি নেই ?

৩ অমাত্য। না, চোলরাজ।

চোলরাজ। তবে তো এ রাজ্য ভবিষ্যতে...(দীপ্ত স্বরে) পণ্ডিত...

জ্যোতিষী। মহারাজ...

চোলরাজ। মদ্র দেশের ভাগ্যগণনা করো। জামাতায় এ রাজ্য পরে অর্শাবে, না, মহারাজ অশ্বপতির বৃদ্ধবয়সে পুত্রলাভের সম্ভাবনা আছে ?

জ্যোতিষী। গণনার কি প্রয়োজন, মহারাজ? আপনার জন্মরাশিস্থ মেষ অচিরে বৃষরাশিস্থ কেতুকে আক্রমণ করবে। তার ফলে পত্নী চ রাজ্যলাভঞ্চ।

চোলরাজ। আবার ভঞ্চ! চমৎকার! একেই বলে, রাজযোটক! হাতী কে-হাতী, সে হাতীর খোরাকও সেই সঙ্গে! চমৎকার!

১ অমাত্য। ঐ মহারাজ আসচেন।

চোলরাজ। বটে! বটে! তোমরা পরিচর্য্যারত হও···। চামরী, ছত্রাল, করঙ্কবাহিনী···(সকলে পরিচর্য্যারত হইল)

অশ্বপতির প্রবেশ

আসুন পূজ্যপাদ শ্বশুর-মহাশয়! ··এই, ভাবী, ভাবী, ভাবী···

অশ্বপতি। (সবিস্ময়ে) এই সে পাত্র · চোলরাজ?

চোলরাজ। আমিই আপনার কন্যাদায়-উদ্ধারে এসেচি, মহারাজ···

অশ্বপতি। (আত্মগতভাবে) বর্ব্বর!

চোলরাজ। আজ্ঞে, বর্ব্বরই বটে। যেহেতু বহুবার বর-সজ্জায় সজ্জিত হয়েচি; এবং আরো বহুবার হয়তো · ভবিতব্যের হাত!

অশ্বপতি। (বিরক্ত চিত্তে) মন্ত্রী ··

মন্ত্রী। বিস্ময়ে-লজ্জায় আমি হতবাক্, মহারাজ।

চোলরাজ। আসন গ্রহণ করুন, মহারাজ। নচেৎ আমরাও বসতে পারচি না···

অশ্বপতি। আতিথ্য-ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ করবো না। (সিংহাসনাসীন হইলেন) সাবিত্রী সজ্জিতা হয়েচে। মন্ত্রী, তাকে এখানে আনাবার ব্যবস্থা করো।　　[মন্ত্রীর প্রস্থান

চোলরাজ। মহারাজ কন্যাদায়ে বিব্রত, শুনলেম,·· তাই (মৃদু হাস্য)

অশ্বপতি। আপনার অনুগ্রহ, চোলরাজ। কিন্তু একটা কথা আছে···

চোলরাজ। আদেশ করুন···

অশ্বপতি। আমার কন্যা ষোড়শী, বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী···

চোলরাজ। আমাকেও প্রাজ্ঞ বলে জানবেন, মহারাজ। পণ্ডিত ··

জ্যোতিষী। শুধু প্রাজ্ঞ! আকারসদৃশ প্রাজ্ঞ···

চোলরাজ। অতএব···

অশ্বপতি। কন্যা ষোড়শী—আমার কন্যা যদি আপনাকে যোগ্য-বিবেচনায় স্বামিত্বে বরণ করে, তাহলে আপনাকে জামাতৃত্বে গ্রহণ করতে আমি দ্বিধা করবো না। যেহেতু শাস্ত্রমতে বিদ্যাবতী তরুণী কন্যার স্বামি-বরণে পূর্ণ অধিকার। (চোলরাজ প্রসন্ন মুখ) আর, কন্যা যদি আপনাকে মনোনয়ন না করে···আমার অপরাধ নেবেন না।

চোলরাজ। সে আশঙ্কা করবেন না, মহারাজ। দৃষ্টি-শরে যুবতিজন-চিত্ত বিদ্ধ করতে আমি বিশেষ পারদর্শী।

অশ্বপতি। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) কি পাপ!

চোলরাজ। বিবাহের তিথি-লগ্ন নির্ণয়ের জন্য আপনার জ্যোতিষী-পুরোহিতকে আর কষ্ট দেবার প্রয়োজন নেই, মহারাজ। আমার জ্যোতিষী-পুরোহিত পুঁথি-পঞ্জিকাদি নিয়ে উপস্থিত। অর্থাৎ ক্ষত্রোচিতভাবেই আমি দেশ-ভ্রমণ করি। ক্ষত্রিয়ের কথা—বলা যায় না—কখন্ পথে কোন্ কামিনীর পাণি-গ্রহণ করতে হয়! এই বিবাহের সূত্রেই আমি খণ্ড ভারতকে আবদ্ধ করে বিরাট মহাভারত রচনা করবো, মহারাজ। আমার জীবনের তাই ব্রত।

জ্যোতিষী। ঐ নূপুর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, মহারাজ। কন্যা বুঝি আসচেন! এই নিন্ মন্ত্রপূত পুষ্প, করযোড়ে বলুন, ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ··

চোলরাজ। না, বলা আর হলো না। আমার হয়ে তুমিই মন্ত্র বলো, পুরোহিত। কন্যা ঐ এসে পড়লেন (মুগ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল)

[সর্বাগ্রে পুরোবিপ্র পরে মালা, তৎপশ্চাতে সঙ্গিনী পরিবৃতা সাভরণা সজ্জিতবেশা সাবিত্রী প্রবেশ করিলেন। নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি। সঙ্গিনীগণ লাজবর্ষণ করিতেছিলেন, কাহারো হাতে জলের ঝারি, কাহারো হাতে চন্দন, পুষ্পমাল্য প্রভৃতি, ধূপ ধুনা সুরভি]

বিপ্র। (স্তুতিপাঠ করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন) ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি!

অশ্বপতি। চেয়ে ত্যাখো মা সাবিত্রী। ইনি চোলরাজ ভিণ্ডিকেশ্বর— তোমার পাণিপ্রার্থী হয়ে আমাদের আতিথ্য নিয়ে অনুগৃহীত করেছেন।

[মুগ্ধ ভঙ্গীতে চোলরাজ দু'পা অগ্রসর হইয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইল। প্রণামান্তে সাবিত্রী তেজোদীপ্ত দৃষ্টিতে চোলরাজের পানে চাহিলেন, বিতৃষ্ণাতে তাঁর চিত্ত ভরিয়া গেল। তিনি পার্শ্বে দৃষ্টি ফিরাইলেন। সাবিত্রীর তেজ দৃষ্টিতে চোলরাজ কুণ্ঠিত হইয়া চক্ষু মুদিল]

সাবিত্রী। (ফিরিয়া সমবেত সকলকে প্রণাম করিলেন; প্রণামান্তে সঙ্গিনীগণসহ দৃপ্ত ভঙ্গীতে প্রস্থান করিলেন)

জ্যোতিষী। মহারাজ কন্যা যে চলে গেলেন!

চোলরাজ। (তার যেন চমক ভাঙিল) চলে গেলেন? কন্যা? কখন এলেন?

জ্যোতিষী। এইমাত্র।

চোলরাজ। কন্যা! এলেন! এইমাত্র!…আমি ভাবলেম…

জ্যোতিষী। কি ভাবলেন?

চোলরাজ। যেন বিদ্যুতের জ্বলন্ত শিখা! চোখ আমার ঝল্‌সে উঠলো!…চাইতে পারলেম না।

জ্যোতিষী। উপায়?

চোলরাজ। নিরুপায়। তোমার ঐ পুঁথিপত্রগুলো পুড়িয়ে ফ্যালো, পণ্ডিত।…তাহলে উঠি মহারাজ।

অশ্বপতি। সে কি! আমার আতিথ্যে…

চোলরাজ। আর-একসময় এসে কৃতার্থ করবো, মহারাজ। আমার কোষ্ঠীতে এখন মেষরাশির উল্লম্ফন-যোগ চলেছে! বৃষের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনাও প্রচুর। এ লগ্ন থাকতে থাকতে ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাই। পঞ্জিকায় বলচে, পত্নী চ রাজ্যলাভশ্চ! তার উপর অতিকায়-পট-মণ্ডপে আমার চতুশ্চত্বারিংশৎ মহিষী আমার অদর্শনে …অতএব, প্রণাম, মহারাজ…

[পাত্রমিত্রাদি সহ প্রস্থান

অশ্বপতি। এই মূর্খ বর্ব্বর-পাত্র হবার স্পর্দ্ধা রাখে, মন্ত্রী!

মন্ত্রী। পাত্রের সু আর কু দুই আছে, মহারাজ।

অশ্বপতি। কি করি? কি উপায়? বহুবিস্তৃত ভারতে দীর্ঘ দীর্ঘকাল ধরে সুপাত্রের সন্ধান করচি। বিশিষ্ট ভাটের দল সকলেই নিরাশ হয়ে ফিরে আসচেন। আমার আশার শেষ দীপশিখাটুকু

নিভে গেছে। যুবতী কন্যা…অনূঢ়া—সামনে অকূল পাথার…
এই বর্ব্বর চোলরাজের মত কুপাত্রের হাতেও কন্যাদান করতে পারি
না ! অথচ…

মালবীর প্রবেশ

মালবী। মহারাজ…

অশ্বপতি। তুমিই উপায় স্থির করো, মহিষী। তুমি বুদ্ধিমতী…

মালবী। ক্ষণে ক্ষণে সাবিত্রীর বিরস মলিন মুখ…আমার বুকে পাষাণের
ভার চাপায় ! আমার এমন গুণবতী রূপময়ী কন্যা…তার
পাণি-গ্রহণের পাত্র মেলে না !

অশ্বপতি। (চিন্তা করিয়া) আছে ! উপায় আছে, মহিষী—অন্ধকার
আকাশে যেন এক বিন্দু নক্ষত্র !

মালবী। কি উপায় মহারাজ ?

অশ্বপতি। সাবিত্রীকে ডাকো। সভায় প্রাজ্ঞজন আছেন ··

মালবী। (নেপথ্যে চাহিয়া) ঐ যে সাবিত্রী…এখানেই আসচে।

পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া সাবিত্রী প্রবেশ করিলেন

সাবিত্রী। আমার পূজার নির্ম্মাল্য, বাবা…(পিতা-মাতার মাথায় স্পর্শ
করাইয়া নিজ-শিরে স্পর্শ করাইল)

অশ্বপতি। (সস্নেহে) তোমার পূজা শেষ হলো, মা ?

সাবিত্রী। হয়েচে, বাবা।

অশ্বপতি। শোনো সাবিত্রী, আমায় কঠিন, অকরুণ মনে করো না।
আমি পিতা, তোমার উপর আমার স্নেহের যেমন সীমা নাই, তেমনি
কর্ত্তব্যও…

সাবিত্রী। (বিস্মিত দৃষ্টিতে পিতার পানে চাহিলেন)

অশ্বপতি। শোনো মা, তুমি বুদ্ধিমতী, বিদ্যালাভ করেচো। তোমার বালিকা-বয়স উত্তীর্ণ হয়েচে···

মালবী। (সাবিত্রীর রুক্ষ দীর্ঘ মুক্ত কেশরাশি অঙ্গুলি-সঞ্চালনে সুবিন্যস্ত করিয়া বেণী রচিতে লাগিলেন)

অশ্বপতি। তোমার যে-বয়স, সে বয়সে নারীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। সুপাত্রে তোমায় অর্পণ করবো ব'লে সুপাত্রের বহু সন্ধান করেচি—কিন্তু তোমার যোগ্য পাণিপ্রার্থী পাত্র পাইনি!

সাবিত্রী। আমায় কি করতে হবে, বাবা?

অশ্বপতি। নিজে ব্যর্থকাম হয়েচি বলে আমার ইচ্ছা, তুমি নিজে তোমার পতি-নির্ব্বাচনের চেষ্টা করো।···লজ্জা কি, মা? বিদুষী তরুণী কন্যা তার স্বামী-নির্ব্বাচনে যোগ্যা অধিকারিণী। এতে কুণ্ঠার কারণ নাই···

মালবী। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। যে ভাগ্যবান্ তোমার স্বামী হবেন, বিধাতা তাঁকে নির্ব্বাচন করে রেখেচেন, তবে অদৃষ্ট-দোষে আমরা তাঁর সন্ধান পাচ্ছি না।

অশ্বপতি। তুমি নিজে আত্মানুরূপ স্বামীর সন্ধান করো। যে পাত্র তোমার অভিলষিত হবে, তাঁর কথা আমায় জানিয়ো—তাঁর হাতেই তোমায় অর্পণ করবো।···এতে চিন্তার কারণ নাই। তুমি বিদ্যালাভ করেচো, বুদ্ধিমতী···গঙ্গা যেমন সাগর-ধারায় সম্মিলিত হয়, তুমিও তেমনি মিলনের জন্য যোগ্য পাত্র নির্ব্বাচনে সক্ষম হবে—এ বিশ্বাস আমার ধ্রুব।

সাবিত্রী। বাবা···

অশ্বপতি। তুমি মা, বরান্বেষণে যাত্রা করো। স্বামি-নির্ব্বাচন ভারতের চিরাচরিত প্রথা। সতীকুলশিরোমণি সতী সাধনার বলে ত্রিলোকনাথ মহাদেবকে স্বামিত্বে লাভ করেছেন।

মালবী। সাবিত্রী এখনি শুভযাত্রা করবে, মহারাজ ?

অশ্বপতি। শুভকার্য্যে বিলম্ব উচিত নয়, দেবি!·· সাবিত্রী, তোমার চিন্তিত হবার কারণ নাই। আমার রাজ্য সুশাসিত, সামন্ত নৃপতিরা সখ্যবদ্ধ। তোমার সঙ্গে প্রবীণ অমাত্য ইলাবর্ত্ত, তোমার আদরের সঙ্গিনী পদ্মা, চিত্রা, বিদুলা · এরা থাকবে। দেহরক্ষী প্রহরীরা অনুগমন করবে। যাবার জন্য যান-বাহনের যোগ্য ব্যবস্থা আমি করবো।··· শ্রাবস্ত···

অনুচর। মহারাজ ··

অশ্বপতি। সারথিকে বলো, অবিলম্বে আমার শকটী রথ যেন প্রস্তুত করে। সেও অবিলম্বে সজ্জিত হয়। রাজকন্যা ঐ রথে বরান্বেষণে যাত্রা করবেন। (অনুচরের প্রস্থান) ইলাবর্ত্ত, তুমি সাবিত্রীর সঙ্গে যাবে।

১ অমাত্য। আপনার আদেশে দাস কৃতার্থ, হলো, মহারাজ।

অশ্বপতি। মহিষী, মাঙ্গল্যের আয়োজন করো। এসো মা, সাবিত্রী, আশীর্ব্বাদ করি,—তোমার এ যাত্রা শুভ হোক্, সফল হোক্! যোগ্য-পতি নির্ব্বাচন করে হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে পুরী-প্রত্যাবৃত্ত হও। দেবী সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল করুন্!

[সঙ্গিনীগণ মাঙ্গল্য লইয়া প্রবেশ করিলেন। সাবিত্রীকে যথারীতি বরণ ; বরণ-শেষে সঙ্গিনীগণ গান গাহিলেন]

সঙ্গিনীগণ।　　　　গান

চলো সখি, চলো এই ফাগুন-বায়ে
পুষ্পিত ঘনবন-পল্লবছায়ে।
করো চারু উজ্জ্বল ভূষণ-সজ্জা,
দাও রূপ-জোস্‌নায় চন্দ্রে লজ্জা ;
মঞ্জীর-রাবে চলো রঞ্জিত পায়ে !
যৌবন-বিত্তে ভরি লও অন্তর,
প্রেম-কলগুঞ্জনে—সে যে জয়মন্তর !
আলো-আশা-অঞ্জন নেত্রে বুলায়ে।
পিক-গীতছন্দে জাগে শুভলগ্ন,
বিজনে বল্লভ কোথা ধ্যানমগ্ন—
তোষো তারে সখি, বরমাল্য নিছায়ে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গভীর অরণ্য-প্রান্ত। কাল—গোধূলি।

সাবিত্রী, ইলাবর্ত্ত ও সঙ্গিনীগণ

ইলাবর্ত্ত। সন্ধ্যা হয়ে এলো, রাজপুত্রি—এখনি অন্ধকার নামবে। বেড়াতে বেড়াতে শিবির ছেড়ে আমরা বহুদূরে এসে পড়েচি…

চিত্রা। সত্য সখী,—একে কৃষ্ণপক্ষ! অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলে যদি ফেরবার পথ না ঠিক করতে পারি!

বিদুলা। অজানা বন…অজানা পথ!

সাবিত্রী। তোদের ভয় হচ্ছে?

চিত্রা। ভয় হবে না? (সম্মুখে নির্দ্দেশান্তে) ঐ ছাখো দিকি, ঐ বড় গাছটার পরেই কি গভীর জঙ্গল…অন্ধকার প্রকাণ্ড গরুড়ের মত ডানা মেলে বসে আছে। ওর ও-দিকে কিছু আর ঠাহর হয় না।

সাবিত্রী। কিন্তু কি শোভা! সবুজ পাতার রাশি! বনানী যেন পত্র-পল্লবের আভরণ পরে' বিপুল আনন্দের পশরা বুকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে! দিনপতির অস্ত-কিরণ বনানীর মুখে-চোখে যেন আবীর ঢেলে দেছে!

পদ্মা। ঠিক বলেচো, সখী! বনানী যেন নব-নায়িকার বেশে দাঁড়িয়ে

আছে, তার প্রিয়-সমাগমের প্রত্যাশায়—তোমারি মত ! মুখে তার তোমারি মত লজ্জারাগশ্রী !

সাবিত্রী। পদ্মা···

পদ্মা। কৌতুক নয়, সখী। তোমার কথা শুনে আমার তাই মনে হলো !

চিত্রা। তুমি আবার চলতে সুরু করলে ? ঐ গভীর বন···

সাবিত্রী। কি মৌন শান্তি!···আজ বুঝচি, সখি, প্রাজ্ঞ-জন কেন পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে বনে আসার ব্যবস্থা করেচেন। নগরের কলরব-কোলাহল···তার মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করে মন গ্লানিযুক্ত হয় ; তাই শেষ বয়সে স্নিগ্ধ শান্তির কামনায় কাতর হয়ে মন তখন চায় এই স্তব্ধ মৌনতা, এই বন-শোভার নির্ম্মল রস মাধুরী ! · পূজ্য অমাত্য-বর···

ইলাবর্ত্ত। রাজপুত্রি···

সাবিত্রী। পথশ্রমে আপনারা ক্লান্ত···শিবিরে ফিরুন। অদূরে ঐ বন-কুঞ্জ দেখে আমি শীঘ্র ফিরবো। চিন্তার কারণ নাই। এ শোভায় আমার নয়ন-মন মুগ্ধ···এখনি ফেরবার বাসনা হচ্ছে না···

ইলাবর্ত্ত। কিন্তু চারিদিকে গভীর বন, রাজপুত্রি। সিংহ-ভল্লুকের আবাস-ভূমি। বিচরণের পক্ষে এ সন্ধ্যায় অজানা বন নিরাপদ নয়।

পদ্মা। দুরন্ত দৈত্য-রাক্ষসের ভয় আছে না কি ?

সাবিত্রী। আপনি বললেন, ঐ বনের পরই তপোবনভূমি · বশিষ্ঠাশ্রম ?

ইলাবর্ত্ত। কিন্তু ও-বন খুব গভীর। সেইজন্যই আজ রাত্রের মত এখানে শিবির স্থাপনা করেচি।

সাবিত্রী। ভয় নাই, আর্য্য।···আপনি আমার হাতে অস্ত্র দিয়ে শিবিরে যান্ ··

ইলাবর্ত্ত। আমিও সঙ্গে থাকি, রাজপুত্রি…

সাবিত্রী। ক্ষমা করুন, আর্য্য। পথশ্রমে আপনি ক্লান্ত, এ চিন্তায় বনশোভা দেখায় আমার আনন্দ থাকবে না।

ইলাবর্ত্ত। (মৃদু হাস্যে) তাই হোক্ করুণাময়ী! এই শাণিত বর্শা সঙ্গে রাখুন। আপনার কথায় শিবিরে ফিরলেও মন আমার এইখানে রইলো, জানবেন।

(সাবিত্রীর হাতে বর্শা দিয়া প্রস্থান)

চিত্রা। আমি বুঝতে পারচিনা, সখি…বনে তোমার এ অভিযানের কি মানে!

বিহুলা। বনের শোভা কাল সকালে আরো মধুর হতো!

পদ্মা। গ্রাম, নগর…এ-সবে সখীর রুচি নেই। বনে বনে ঘোরায় যত অনুরাগ!

চিত্রা। বনে কি বর থাকে সখী? বর থাকে সেই…

সাবিত্রী। চুপ কর্ তোরা!…পদ্মা…

পদ্মা। কি বলচো, সখী?

সাবিত্রী। ঐ তমাল গাছ দেখচো? বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখায় লতা-বল্লরীর মালা…ফোটা ফুলের বৈচিত্র্য! ভানু-কিরণে যেন রক্তপ্রবাল দুলচে! ঐ ফুল নেবো…(গমনোদ্যত)

পদ্মা। ও যে অনেক দূরে, সখি…

সাবিত্রী। আর তো ভয়ের কারণ নেই। হাতে অস্ত্র…তাছাড়া মুক্ত বন সিংহ-ভল্লুক, দৈত্য-দানব দেখতে পাচ্ছিস্ কি?

পদ্মা। পরিহাস নয়, সখি! অমাত্য যা বললেন, ঝোপে-ঝাপে থাকা বিচিত্র নয়…

চিত্রা। সন্ধ্যা হলেই তারা শীকারের সন্ধানে বেরোয়।

বিদুলা। নির্জ্জন বন···এত ঘোড়া, হাতী, মানুষের গন্ধ তারা পায়নি, ভাবো ?

সাবিত্রী। আমার মন তো জানিস্! যা করবো, তা থেকে কেউ আমায় ফেরাতে পেরেচিস্ কখনো ?

চিত্রা। তা জানি···দুর্জ্জয় গোঁ! কিন্তু যাবে যে···সাম্‌নে দেখচো··· কাঁটার জঙ্গল ?

সাবিত্রী। তোরা যাস্‌নে। তুচ্ছ কাঁটার ভয়ে অমন ফুল নেবো না ? ও-ফুলে এই সন্ধ্যায় অরণ্যানীর পূজা করবো আমি।

(বনপথে প্রস্থান)

চিত্রা। যখন ধরেচে, তখন ছাড়বে না। চলগো !

পদ্মা। আমরা এখানে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকি কেন ? চ'। যদি ভয়ই থাকে, সে-ভয়ের মুখে সখীকে একলা ছেড়ে দিতে পারি না তো!

বিদুলা। কখনোই না।

[সকলে সাবিত্রীর অনুসরণ করিল

[সূর্য্য অস্তমিত হইল]

টিট্রিভের প্রবেশ ; সতর্ক গতি

টিট্রিভ। আজ! আজ! নারীর সম্ভোগ-বাসনায় মন লোলুপ। অসহ্য লোলুপতা! নর-রক্তের পিপাসা ভুলেচি···নারী···নারীর কোমল যৌবন-লালসায়! বহুদিন থেকে ওই রূপ দেখচি··· তপোবনের গণ্ডী টানা, সুযোগ মেলেনি! আজ! হাঃ হাঃ হাঃ! রাত্রির অন্ধকার শকুনির পাখা মেলে ঐ নেমে আসচে! এই রাতের

কালো অন্ধকারে যুবতী নারীর রূপের বহ্নি—আমার বাসনার দীপে আজ মশালের আলো জ্বালিয়ে দেবে!···আসচে ঐ···দারিদ্র্যের কঙ্কাল ফুঁড়ে রূপের রক্ত শিখা!···ঝোপের আড়ালে লুকোই। ঝোপের গা ঘেঁষে বনের পথ। যেমন সে-পথে আসবে···চোখের পলক ফেলতে দেবো না। হাঃ হাঃ হাঃ।

[অন্তরালে অবস্থান

অদিতির প্রবেশ ; তাঁর হাতে বিবিধ ওষধি-লতা

অদিতি। কত সন্ধানে ওষধি পেয়েচি! কত কষ্টে!···নারায়ণ মুখ তুলে চেয়েছেন···আমারপ্রাণেরতীব্র সাধনা নিষ্ফল করোনি, ভগবান!···কিন্তু (আকাশের পানে চাহিয়া) সূর্য্য অস্ত গেছে· কৃষ্ণপক্ষ···রাত্রির অন্ধকার, গভীর বন···যদি পথ না ঠাহর হয়?.ভুল-পথে যদি?···মিছে ভাবচি। যাঁর দয়ায় ওষধি পেয়েচি, তিনিই পথ দেখাবেন! (দুই-চারি পা অগ্রসর হইয়া সম্মুখে বৃক্ষান্তরাল-ভাগে ত্রিধা-ভিন্ন পথ দেখিয়া) তিন পথ···। কোন্ পথে এসেছিলেম?···এই? না···(চিন্তা) এই পথ বোধ হচ্ছে।···দেখি···(অন্তরালবর্ত্তিনী হইবামাত্র টিট্টিভ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল) কে? (হঠিয়া আসিলেন)

টিট্টিভের প্রবেশ

টিট্টিভ। এসো সুন্দরী নারী···দাঁড়িয়ে আছি তোমারি প্রতীক্ষায়। (ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল)

অদিতি। (হঠিয়া সভয়ে) কে? কে তুই···?

টিট্টিভ। তোমার অঙ্গ-পরশের ভিখারী! ভিক্ষা দাও, সুন্দরি! (অগ্রসর হইয়া হাত ধরিল)

অদিতি। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে দুর্বৃত্ত···

টিট্টিভ। এই রূপ, কোমল যৌবন···দারিদ্র্যের দাহে ছাই হয়ে গেল যে সুন্দরি!

অদিতি। এত বড় স্পর্দ্ধা তোর, পাপিষ্ঠ! এ-পাপ কথা···

টিট্টিভ। এই সাগরমেখলা ধরণীর অধীশ্বরী করবো তোমায়!···রন্ধন, গৃহ-মার্জ্জনা,—এ-সব হীন কাজ মৃণাল-মালার মত এ হাতে সাজে না। মৃণাল হাতের ও মালা এই কণ্ঠে···(আকর্ষণ)

অদিতি। (আত্মরক্ষার প্রয়াস) নারীকে তুই কিসের লোভ দেখাস্! স্বামীর প্রেমে মণি-রত্নকে সে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

টিট্টিভ। তোমার এই বিমুখতা আমায় আরো প্রলুব্ধ করচে, সুন্দরি! তোমায় ছাড়বো না···আজিকার রাত্রি তোমার অঙ্গ-পরশে সার্থক করে তুলতে চাই। (সবলে তুলিয়া লইল)

অদিতি। (প্রাণপণ সংগ্রাম) কে আছো? দেব-মানব···কে আছো? বনস্পতি? রক্ষা···রক্ষা করো। নারীর ধর্ম্ম যায়···রক্ষা করো।

টিট্টিভ। কি আরাম তোমার অঙ্গের স্পর্শে···

নেপথ্যে সাবিত্রী। নারীর উপর অত্যাচার! কার এমন স্পর্দ্ধা?

টিট্টিভ। (অট্টহাস্য তুলিয়া) চমৎকার! নারী-অক্ষৌহিণী! নারীর অস্ত্রে ভয় করে না দৈত্যপতি কালকাক্ষের পুত্র টিট্টিভ।

অদিতি। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও···গৃহে আমার রুগ্ন শয্যাগত স্বামী···

[অদিতিকে বহিয়া গমনোদ্যত ; সম্মুখে উদ্যত বর্শা হাতে সখী-পরিবৃতা সাবিত্রী আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন]

সাবিত্রী। ভয় নাই—নারী হলেও বাহু আমার দুর্ব্বল নয়।

[সাবিত্রী বর্শা উদ্যত করিয়াছেন ; এমন সময়ে বেগে সত্যবানের প্রবেশ।
তাপসের বেশ ; অস্ত্রধারী]

টিট্টিভ। হাঃ হাঃ হাঃ !

[গমনোদ্যত ; সত্যবান টিট্টিভকে আক্রমণ করিল। টিট্টিভ অদিতিকে
ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি উন্মোচন করিল। সত্যবান
তরবারি কাড়িয়া লইল। সঙ্গিনীগণ সহ সাবিত্রী মূর্চ্ছিতা
অদিতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন।]

টিট্টিভ। গৈরিকধারী ক্ষুদ্র তাপস···তোর এত স্পর্দ্ধা !···

[সত্যবান ও টিট্টিভ সংগ্রাম-রত অন্তরালবর্ত্তী হইল]

সাবিত্রী। সংজ্ঞা নাই ! উপায় কি সখী ?···(চঞ্চল ভাব) ও দিকে ···সখি দ্যাখো, দ্যাখো···!

পদ্মা। দুর্বৃত্ত · দুর্বৃত্ত নিহত হয়েচে।

সাবিত্রী। জল·· জল কোথা পাই, চিত্রা ?

চিত্রা। তা তো জানি না, সখী···(চঞ্চলতা)

সত্যবানের প্রবেশ

সত্যবান। (অদিতির কাছে আসিয়া) ইনি মূর্চ্ছিতা হয়েচেন। (লক্ষ্য করিয়া) আচার্য্য হারীতের পুত্রবধূ অদিতি দেবী···

সাবিত্রী। একটু জল···কি করে এঁর সংজ্ঞা ফিরে পাই ?

সত্যবান। ভয় নাই। এঁর গৃহ আমি জানি। আমার ঘোড়া আছে···সেই ঘোড়ায় তুলে এঁকে এঁর গৃহে পৌঁছে দেবো !

[অদিতিকে বহিয়া সত্যবানের প্রস্থান

[নেপথ্যে অশ্বক্ষুরোত্থিত শব্দ ; সঙ্গিনীগণ সাবিত্রী-সহ নির্ব্বাক স্তম্ভিত
দাঁড়াইয়া রহিলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

তপোবন। কাল—প্রভাত; আকাশে দীপ্ত সূর্য্য।

অন্ধ-রাজা দ্যুমৎসেন ও শৈব্যা

দ্যুমৎসেন। (সাধন-রত) গান

জগত-জন-সৃজন-পালন বিতত-রশ্মিজাল,
হে দেব সূর্য্য, ভুবন-পূজ্য, জ্বল-জ্বল-টীকা-ভাল !
দিব্য-জ্যোতি তামস-হরণ, হিংসা-দ্বেষ-কলুষ-বারণ,
সপ্ত-হরিত-অশ্ব-রথী হে, আলোক-চক্রপাল !
দিবস-রাত্রি-যোগদাতা, কল্যাণ-নবজীবন-ধাতা,
নমো নমো নমো বিশ্ববন্দ্য, শুভ্র অংশুমাল !

(প্রণাম)

বিদুরের প্রবেশ ; তার মাথায় চন্দন-কাঠের বোঝা

কাঠুরিয়া। পেন্নাম হই ঠাবতা ! (প্রণাম) চিনতে পারচো নি ? আমি বিদুর কাঠুরে—সেই যার ছেলেকে ঐ চরণের ধূলো দিয়ে বেঁচিয়েছিলে। (বোঝা নামাইয়া) কাল কাঠ কাটতে গেছনু সেই ধূরের বনে।... চন্দন কাঠ পেনু। তা ভাবনু, ঠাবতার পুজোয় নাগতি পারে—নিয়ে এলেম।

শৈব্যা। তোদের জ্বালা বিষম হয়ে উঠলো, দেখচি। গরীব মানুষ—এ কাঠ যদি নগরে নিয়ে গিয়ে বেচতিস্, তাহলে কত উপার্জ্জন হতো !...

কাঠুরিয়া। (গাত্রবস্ত্র খুলিয়া বাতাস খাইতে খাইতে) নগরে বেচবো ! তারা তো জ্বালিয়ে এর বাসে ন্যাশা করবে!...এ ঠাবতার পুজোয়

নাগবে !···আর উপার্জ্জন ! তোমাদের ছিচরণের কিরপায় উপার্জ্জন অনেক কন্নু মা,···কি রইলো ! সব এই দামোদর প্যাট গেরাস্ করলেক্।

দ্যুমৎসেন। তোমার কল্যাণ হোক্। দেব-সেবায় তোমার প্রীতি হয় যদি, বেশ, এ কাঠ রাখচি !

শৈব্যা। বড় ভালো তোরা···শরীর-মন সুস্থ থাকুক্।

কাঠুরিয়া। ঐ আশীর্ব্বাদই করো দ্যাবতা। খাটতে কখনো কাপ্যিণ্যি করি না তো !···ঘরে সবার দ্যাহগুনো যদি ভাগে থাকে, খাটায় তাহলে হাতীর বল পাই। ব্যামো-পীড়েয় মন কেমন বিদিকিচ্ছি হয়ে যায়—কাজেও ভাঁটা পড়ে। তা, এখন আসি দ্যাবতা···পেন্নাম হই গো !

[প্রণামান্তে প্রস্থান

দ্যুমৎসেন। বড় ভালো এরা···বনেও কি মায়া রচে তুলেছে !···

[নেপথ্যে কোলাহল—পালা,পালা, হাতী, হাতী···হাতিয়ার···ঘোড়া···]

দ্যুমৎসেন। হঠাৎ এ আর্ত্তনাদ ! তপোবনের শান্তি ভঙ্গ করে কারা ?

শৈব্যা। ঐ লোক-জনের ছুটোছুটি···দিক্-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে সব ছুটেচে।

দ্যুমৎসেন। তবে কি চিত্ররথ এলো ?···কিন্তু এই গজ বাজী এনে বনে বিপ্লব বাধিয়ে তোলে কেন ? এ কি উপদ্রব !

শৈব্যা। রাজ-বয়স্য আসচেন।

দ্যুমৎসেন। গালব ! হঠাৎ আবার কি মনে করে ?···তাহলে আমার অনুমান সত্য ! এদেরই লোক-জন এই উৎপাতের সৃষ্টি করেচে !

শৈব্যা। আসুন, ব্রাহ্মণ…

গালবের প্রবেশ

গালব। জয়োঽস্তু মহারাজ!

দ্যুমৎসেন। গালব! বন্ধু! এসো!…কিন্তু আবার 'মহারাজ' সম্বোধন কেন? রাজ্য, সেই সঙ্গে রাজ্যের সকল গ্লানি-বিমুক্ত হয়ে এখানে নির্জ্জনে সাধনা করচি, তাতেও ব্যাঘাত!

গালব। মনে করি, মহারাজ, রাজ্য ছেড়ে এ-বনে আর আসবো না। কিন্তু কি বাঁধনেই বেঁধেচেন! রাজাদরে এই দেহ সুপুষ্ট, বর্দ্ধিত হয়েচে এমন যত্নে—যে, বনে আতপ-তাপ, শীতের বাতাস মোটে সহ্য করতে পারি না। তবু মহারাজ, আপনাদের অদর্শন এমন আকুল করে তোলে যে, আপনার নিষেধ ঠেলেও ঘুরে-ফিরে এই দুর্গম বনে এসে পড়ি।…ব্যাধি মহারাজ, বৃদ্ধ বয়সের এ ব্যাধি!

শৈব্যা। আপনার পরিচর্য্যা কি ভাবে নিষ্পন্ন হবে, যদি আদেশ পাই, ব্রাহ্মণ?

গালব। তাই তো দেবি, ভাবনার কথা! এই বনে কোথায় পাবেন সে সুমিষ্ট পিষ্টক, রসালো মোদক-খণ্ড? রাজগৃহে নিত্য যাতে রসনার তৃপ্তি সাধন করতেম!

শৈব্যা। বলেন তো, কদলীর পিষ্টক…

গালব। কদলীতে যাত্রা নাস্তি, দেবি! আমরা যে-সঙ্কল্প নিয়ে এসেচি…

দ্যুমৎসেন। কিসের সঙ্কল্প, গালব?

গালব। সেনাপতি-মশায়ের মুখে তার সবিস্তার বর্ণনা শুনবেন, মহারাজ! আমার সম্প্রতি ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেচে। দীর্ঘ পথ! দেবী বললেন,

কদলী ! সুপক্ক কদলীতে রসনার তৃপ্তি হয় ! তবে যাত্রা-দোষ…তা নেপথ্যে যদি উদরস্থ করি ?…তাইতো, শাস্ত্রবাক্য স্মরণ হচ্ছে না…

দ্যুমৎসেন। (সহাস্যে) ক্ষুধা প্রবল হলে শাস্ত্র বলেচে, আতুরে নিয়ম নাই !

গালব। সাধু বাক্য ! এই গুণেই মহারাজ, চিরদিন আমি শাস্ত্রচর্চ্চায় অনুরাগী। সম্প্রতি দুরন্ত কীটে দংষ্ট্রা-যোগে পুঁথি-পত্র বিনষ্ট করেচে…

শৈব্যা। আসুন ব্রাহ্মণ। সুপক্ক কদলী আছে, পনস আছে, গব্য-ঘৃত, শক্তু…

গালব। চমৎকার হবে দেবি। এই জন্যই শাস্ত্র বলেচে, সুগৃহিণী বনে গেলেও বনকে গৃহতুল্য করে তোলেন।

দ্যুমৎসেন। কিন্তু একটা কথা, গালব…

গালব। বলুন মহারাজ। এখনো রসালো খাদ্যাদি নয়নগোচর হয়নি—চেতনা আছে।

দ্যুমৎসেন। তোমরা আবার এই গজ-বাজী নিয়ে তপোবনে প্রবেশ করেচো ! আমি নিষেধ করেছিলেম - এতে এখানে অশান্তি-উপদ্রবের সৃষ্টি হয় !

গালব। (সাশ্চর্য্যে) আমরা আপনার সে-নিষেধ উপেক্ষা করিনি, মহারাজ। আমরা অসহায় বেচারীর মত একান্ত নিরস্ত্র আপনার দর্শনে এসেচি।…ব্রাহ্মণের কথায় যদি সন্দেহ ভঞ্জন না হয়, আপনার অস্ত্রধারী সেনাপতিকে প্রশ্ন করবেন।…(শৈব্যার দিকে চাহিয়া) চলুন দেবি, বিলম্ব করলে হয়তো শান্ত তপোবনে ব্রহ্মহত্যা ঘটে যাবে।

[শৈব্যা ও গালবের প্রস্থান

সত্যবান ও চিত্ররথের প্রবেশ, পশ্চাতে কয়েকজন
সম্ভ্রান্ত নাগরিক। সকলের
অভিবাদনাদি

সত্যবান। তাত চিত্ররথ এসেচেন, পিতা। তাঁর সঙ্গে আপনার দর্শন-পিপাসু বহু সম্ভ্রান্তজন···

দ্যুমৎসেন। তোমাদের কুশল, চিত্ররথ? রাজ্যের কুশল?

চিত্ররথ। কুশল কোথায়, মহারাজ? পীড়ন সীমাহীন হয়ে সহের মাত্রা অতিক্রম করেচে। বহু সম্ভ্রান্ত-জন তাই আপনার কাছে প্রাণের নিবেদন নিয়ে···

দ্যুমৎসেন। কিন্তু আমার আজ কি শক্তি আছে, চিত্ররথ?

১ম নাগ। অনাবৃষ্টি-অজন্মায় আমরা বিত্তহীন, অন্নহীন হয়েচি, রাজর্ষি···

২য় নাগ। গাভী দুগ্ধহীনা···

৩য় নাগ। করের পর নিত্য নূতন করের সৃষ্টি! এ-ভার অসহ্য হয়েচে, রাজর্ষি···

দ্যুমৎসেন। কিন্তু আমি কি করতে পারি?

১ম নাগ। শুধু অনুমতি দিন, রাজর্ষি···এ অত্যাচারের প্রতিরোধ···

দ্যুমৎসেন। আমি পরাভূত, বিতাড়িত, অন্ধ, শক্তিহীন···

২য় নাগ। অনুমতি···শুধু অনুমতি দিন, রাজর্ষি। বিরাট শাল্ব নিমেষে গর্জ্জন তুলবে।

দ্যুমৎসেন। না। সে বিদ্রোহ! তোমাদের রাজা শূলসেন। তাঁর কাছে নিবেদন জানাও···

২য় নাগ। নিবেদনের কাজ নয়, রাজর্ষি। ভিখারীর দীন নিবেদন···

৩য় নাগ। পাষাণে বারি-প্রার্থনার মত আমাদের সর্ব নিবেদন নিষ্ফল হয়েচে, রাজর্ষি···

সত্যবান। মানুষের উপর মানুষের এ অত্যাচার আমায় বিস্মিত করে তোলে! অকারণ কেন এ-অশান্তি?

চিত্ররথ। আমরা বল সংগ্রহ করেচি, মহারাজ। এই উৎপীড়িত প্রজার দল···তাছাড়া ব্রাহ্মণ গালব-ঠাকুর সামন্ত-রাজদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে জানিয়েচেন, অধর্ম্মের উচ্ছেদে এখনো এ ক্লৈব্য?

দ্যুমৎসেন। রাজশক্তিকে উপেক্ষা করা ধর্ম্ম নয়, চিত্ররথ।

চিত্ররথ। আপনার অন্ধতার সুযোগে পীড়ন-অত্যাচারে যার প্রতিষ্ঠা, তাকে রাজশক্তি বলেন, মহারাজ?

দ্যুমৎসেন। (বাধা দিয়া) কেন চিত্ররথ, তোমরা মিথ্যা অশান্তি জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করচো! লালসা-লিপ্সার মধ্যে আমায় আর টেনো না। এখানে এই সাধু-সজ্জনের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে, দেবতার নাম গেয়ে আমি পরম শান্তিতে বাস করচি। বনবাসীদের স্নেহের অন্ত নাই। রাজসিকতার দর্পে যে-সব প্রাণীকে পশুজ্ঞানে তুচ্ছ করেচি, বনে তাদের সঙ্গে বাস করে, তাদের প্রাণের অকপট সারল্যে মুগ্ধ হয়ে বনবাসকে আজ স্বর্গবাসের তুল্য প্রীতিকর মনে হচ্ছে। এরাও অমৃতস্য পুত্রাঃ—এদের সাহচর্য্য পরম-কাম্য।

চিত্ররথ। মহারাজ··

দ্যুমৎসেন। আমায় তোমরা মুক্তি দাও, চিত্ররথ। জ্ঞানের কিরণে এই বনবাসীদের চিত্ত জাগিয়ে তোলার প্রয়াসে আমি আজ যে-সুখে সুখী, রাজ্য-বিস্তারে, যুদ্ধ-বিগ্রহে অপরাধীর দণ্ড-বিধানে সে সুখ একান্ত দুর্লভ ছিল।

চিত্ররথ। অবিনয় ক্ষমা করবেন, মহারাজ। ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য···

দ্যুমৎসেন। বুঝেচি, কি বলতে চাও! কিন্তু এক্ষেত্রে রাজ্য যার অধিকারে, সে আমার আত্মীয়,—সে কথা ভুলে যেয়ো না, চিত্ররথ। এ অন্যায়ের উচ্ছেদ করতে গেলে বহু শাল্ব-অধিবাসীর রক্তপাত হবে। ভাইয়ের বুক লক্ষ্য করে ভাই অস্ত্র ত্যাগ করবে? না চিত্ররথ,··· রাজ্যই জগতে প্রধান কাম্য নয়। আগে চাই, মানবতা, শান্তি। অশান্তি-উপদ্রবে মানুষের চিত্ত স্ফূর্তি পায় না।

চিত্ররথ। শাল্বে অশান্তির সীমা নাই, মহারাজ। পীড়ন আর অবিচার রক্তের সন্ধানে ফিরচে! সে অত্যাচার আজ দেবতার মন্দিরকেও স্পর্শ করেচে। পুরোহিত বন্দী···মন্দিরের ধন-রত্ন অবধি লুন্ঠিত হয়েচে।

সত্যবান। মন্দির লুন্ঠিত!

চিত্ররথ। তাই, কুমার। আমার অনুপস্থিতিতে ক'জন সেনাকে উৎকোচে ভয়ে বশীভূত করে এতখানি পীড়ন···

সত্য। পিতা · (উত্তেজিত ভাব)

দ্যুমৎসেন। সত্যবান! (সত্যবান স্থির হইল) বলেচি চিত্ররথ, আমায় মুক্তি দাও। ক্ষত্রিয়ের সম্বন্ধেও পঞ্চাশোর্দ্ধ-বয়সে বানপ্রস্থের ব্যবস্থা শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ।

চিত্ররথ। বেশ। তাই যদি হয়, কুমারকে অনুমতি দিন···বিশাল শাল্ব তাঁর আধিপত্য নত মস্তকে···

১ম নাগরিক। কুমারকে অনুমতি দিন, রাজর্ষি···

দ্যুমৎসেন। জানি, সত্যবান সুপুত্র। সে যোদ্ধা, বীর। আমার অনুমতি পেলে স্বর্গ-বিজয়-যাত্রায় এখনি উদ্যত হয়। সে শক্তিও

তার আছে। আমারি সেবায় সে আজ আচারে-ব্যবহারে তাপস-ব্রতধারী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

চিত্ররথ। ক্ষত্রিয় রাজপুত্র—তাঁর তপস্যার কি এই বিধি, মহারাজ?

সত্য। ক্ষমা করবেন, তাত। পিতা-মাতার সেবাই আমার তপস্যা। আমার অন্ধ পিতা—তাঁর সেবা ছেড়ে স্বর্গও আমি কামনা করি না।

দ্যুমৎসেন। অনেক ভেবেচি, চিত্ররথ···ভেবে দেখেচি, মনুষ্য-জন্ম ধারণ করে মনুষ্যত্বের চর্চ্চাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। উত্তিষ্ঠিত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত! রাজায়-প্রজায় ভেদ···মানুষে-মানুষে বিরোধ জাগিয়ে তোলে। উচ্চ-নীচ-জ্ঞানে মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়।

শৈব্যার প্রবেশ

শৈব্যা। ব্রাহ্মণ ভোজনে বসেচেন। সত্যবান, এঁদের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করো। (নাগরিকগণের প্রতি) আপনারা বিশ্রাম করুন। (সত্যবান ও নাগরিকগণের প্রস্থান) চিত্ররথের কুশল? রাজ্যের কুশল?

চিত্ররথ। শারীরিক কুশল, দেবি—মন স্বাচ্ছন্দ্য-রহিত।

শৈব্যা। দেবর শূলসেনের কুশল?

চিত্ররথ। ক্ষমা করবেন, দেবি! সে রাজ্যাপহারী পাপিষ্ঠের নাম···

শৈব্যা। চিত্ররথ, সে আমার পরম-আত্মীয়। তুচ্ছ নশ্বর ঐশ্বর্য্যের মোহে সে যদি আত্মবিস্মৃত হয়, তবু সে স্নেহের পাত্র।

দ্যুমৎসেন। কারো প্রতি অসূয়া পোষণ করা উচিত নয়, চিত্ররথ।··· রাজসিক চিত্তের এ দুর্ব্বলতা তোমায় সাজে না।

চিত্ররথ। মহারাজ, এত-বড় পাপ বিধাতাও ক্ষমা করবেন না! এ বিশ্বাসঘাতকতা, পরম উপকারীর প্রতি এ বিদ্বেষ···

শৈব্যা। শান্ত হও চিত্ররথ। এ নিয়তির বিধান!

চিত্ররথ। নিয়তি!···ক্ষমা করবেন দেবি,—আমি নিয়তি মানি না। আমি মানি, আমার এই দুই বাহুর শক্তি!

দ্যুমৎ। তুমি নিয়তি মানো না, আমরা মানি। কিন্তু সে কথা থাক্। তুমি এখন বিশ্রাম করো। বিশ্রামান্তে তোমার কথা শুনবো।

শৈব্যা। হাঁ, চিত্ররথ, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।···সত্যবান কুটীরে গেছে···তুমিও যাও।

চিত্র। নিষ্ফল আক্ষেপ নিয়ে বারে বারে ফিরে যাবো, নিয়তির মুখ চেয়ে! এ নিয়তি দুর্ব্বল মানুষের সৃষ্টি···

[প্রস্থান

সানুচর সাবিত্রীর প্রবেশ

শৈব্যা। কে মা, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী, আশ্রমে আলোর বন্যার মত এলে!

ইলাবর্ত্ত। ইনি মদ্ররাজ-দুহিতা সাবিত্রী।

দ্যুমৎসেন। এসো মা, পুণ্যময়ী···

সাবিত্রী। রাজর্ষি, আমার প্রণাম নিন্। দেবি ··(উভয়কে প্রণাম) অরণ্যানী-দেবতাভ্যো নমঃ। (প্রণতি)

শৈব্যা। (সহাস্যে) তপোবন-দর্শনে এসেচো, মা?

সাবিত্রী। (মৃদু হাস্যে, মাথা নত করিয়া) হাঁ, দেবি।

দ্যুমৎসেন। আমরা পর্ণকুটীর-বাসী দীন-দরিদ্র···তবু মা, স্নেহ-ধনে ধনী। আমাদের আতিথ্য নিতে কুণ্ঠা করো না।

সাবিত্রী। রাজর্ষি, আপনার এ কথায় মনে বেদনা অনুভব করচি। আপনার কাহিনী দেশ-বিশ্রুত। আপনার অহিংসা, আপনার ক্ষমা,

আপনার সাধনার কথা শুনলে পুণ্যলাভ হয়। আপনাদের চরণ-দর্শন ভাগ্যের ফল। আপনাদের স্নেহ···আমার সে পরম গৌরব।

দ্যুমৎসেন। তুমি মা, নারী-রত্ন। তোমার কথায় বুঝচি, জ্ঞান-ভূষণে তোমার চিত্ত বিভূষিত। দেব দিনপতি তোমার মঙ্গল করুন্··· তোমার মনের বাসনা চরিতার্থ হোক্!

শৈব্যা। এসো মা, আশ্রমে বিশ্রাম করবে,···

সাবিত্রী। পূজনীয় অমাত্য, লোক-জনকে তপোবনের বাহিরে বিশ্রামের আদেশ দিন্। তাদের কলরব-কোলাহলে পূজ্যগণের সাধনার না বিঘ্ন ঘটে!

ইলাবর্ত্ত। তাই হবে, রাজপুত্রি। (প্রস্থান; অনুচরগণও নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

শৈব্যা। মা···(সহসা নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এই যে সত্যবান···

সত্যবানের প্রবেশ

সাবিত্রী। (আত্মগত-ভাবে) সেই বনের তাপস যোদ্ধা···রাজর্ষির পুত্র!

(বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মুখপানে চাহিয়া রহিলেন)

সত্যবান। মা···

শৈব্যা। রাজ-অতিথি কুটীরে। তাঁর সম্বর্দ্ধনার ভার তোমার।···এই ছাখো, মদ্ররাজ-দুহিতা সাবিত্রী···

সত্যবান। (দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন; যেন কতকালের পরিচিতা) সাবিত্রী! তুমি! (বিস্ময়ে বিহ্বল; আবেশ-ভরে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সাবিত্রীর দিকে অগ্রসর হইলেন) এসো, এসো···

সাবিত্রী। (মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে আত্মবিস্মৃতভাবে হস্ত-প্রসারণে সত্যবানের হস্ত-গ্রহণে সমুদ্যতা)

সত্যবান। (পলকে শিহরিয়া স্তম্ভিত দাঁড়াইলেন) দেবি, দীনের আতিথ্য-গ্রহণ করে তার পুণ্যার্জ্জনে সহায় হোন্!

সাবিত্রী। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আপনি পূজ্যজন, আপনার সাদর সম্ভাষণে সাবিত্রী ধন্য হলো!

শৈব্যা। নিয়ে যাও, সত্যবান···(সঙ্গিনীগণের প্রতি) যাও মা, বিশ্রাম করোগে · (সঙ্গিনীগণসহ সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রস্থান)

গালবের প্রবেশ

গালব। পরম পরিতৃপ্তি···(সহসা গমনোদ্যত সাবিত্রী ও সত্যবানকে দেখিয়া) বাঃ! (মুগ্ধদৃষ্টি) কুমারের বিবাহ দিয়েচেন, মহারাজ—তা তো আমাদের বলেন নি?

দ্যুমৎসেন। কুমারের বিবাহ!

গালব। নয়? ঐ রূপোজ্জ্বলা তরুণী বধূ··স্নেহে-মায়ায় ঢলঢল মুখ···পাশাপাশি দুজনকে কেমন মানিয়েচে।

শৈব্যা। উনি মদ্ররাজের কন্যা সাবিত্রী—তপোবন দেখতে এসেচেন।

গালব। তপোবন দেখতে এসেচেন! তাইতো! মন আমার ··

দ্যুমৎসেন। বাতুলের মত আকাশ-কুসুম রচনা করো না, ব্রাহ্মণ।

গালব। আকাশ-কুসুম রচনা কি, মহারাজ! ওঁকে মা বলে ডাকতে প্রাণ আমার আকুল হয়ে উঠচে যে! এ কি শুধু-শুধুই···?

দ্যুমৎসেন। বিভবশালী মহারাজ অশ্বপতি···তাঁর কন্যা···

গালব। ও আক্ষেপ করবেন না, মহারাজ, আমার সামনে। আমার রাজা দ্যুমৎসেন—তাঁর স্থান কারো নীচে নয়।

তৃতীয় দৃশ্য

বন-মধ্য। কাল—গোধূলি

বনবালাগণ

বনবালাগণ। গান

মোরা বনে-বনে ফিরি, বনে থাকি।
বনে নাচি খেলি, গাই বনের পাখী।
কোন্ ভোরে উঠে বঁধু চলে কাজে ;
মোরা রাঁধি-বাড়ি, বঁধু ফেরে সাঁঝে—
পথে চেয়ে কাঁদা !—মোরা জানিনা কি !
ভরা দুপুরে চলি লো দলে-দলে,
কত রঙে খেলি, ডুবি ভাসি জলে ;
বন-পথে ফিরি,—মনে ছবি আঁকি।
সাঁঝে চাঁদের আলো জ্বলে, ঝলে তারা,—
তার আদরে-সোহাগে আপন-হারা
বঁধুর মুখে চাহি, বুকে মাথা রাখি !

[প্রস্থান

বিদুর ও সুদাসীর প্রবেশ ; সুদাসীর মাথায় ভারী কাঠের বোঝা

সুদাসী। ওরে অ মিন্সে, তোর আক্কেল কি, বল্ দিকিনি! আমি মেয়ে-নোক—এই ভারী কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁটচি তো হাঁটচিই! পারবো কেন? তুই একটু মাথায় নে। নয়, রইলো এই কাঠ।

বাবাঃ—ঘাড় একেবারে চড়্‌চড়্‌ করচে—হাঁফ নেগে গেছে।···তোর মত যণ্ডা মরদ তো নই! এ বোঝা এবার তুই মাথায় করবি।

(কাঠের বোঝা ফেলিয়া দিল)

বিদুর। আরে, আমি যদি কাঠ মাথায় নি, তাহলে তোর খালি মাথা পেয়ে পাপের বোঝা তাতে চড়ে বসবে যে। তখন?

সুদাসী। কি রকম?

বিদুর। জানিস্ না? এ যে শাস্তর!

সুদাসী। কাঠের ভেতর আবার শাস্তর কিরে মিন্সে! ওঃ, একেবারে ভশ্চায্যি হয়ে উঠলি, দেখচি।

বিদুর। শাস্তর ভয়ঙ্কর জিনিষ রে! সে কাঠ-মাঠ কিছু ছেড়ে কথা কয় না। শাস্তরে বলেচে, ইস্তিরী সোয়ামীর দাসী—বুঝিস্ তো এ-কথা?

সুদাসী। সে আবার কি?

বিদুর। আমি তোর সোয়ামী—এ কথা মানিস্ তো?

সুদাসী। তা মানি বৈ কি! তোর সঙ্গে বিয়ে হয়েচে, তুই ভাত-কাপড় দিয়ে পুষচিস্—তোকে মানবো না?···ছেরম হয়েচে—এখানটায় বসি, আয়। বসে বসে তোর শাস্তর শুনি। কখনো তো শেখালিনি কিছু—সারা জীবন খাটিয়েই মারলি!···নে, সরে আয় · ঘামচিস্ বড্ড! আঁচলের বাতাস্ খা···(অঞ্চলদ্বারা ব্যজন)

বিদুর। সোয়ামী হলো মেয়ে নোকের ইষ্টিদ্যাবতা। একে খাইয়ে-দাইয়ে খুশী রাখাই হলো তোর মেয়ে-জম্মের ধম্মো। সোয়ামীকে ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে, তার সেবা করতে পারলেই অন্তক্-কালে স্বগ্‌গে

যাবি। বুঝলি ? নাহলে যমদূতে ডাঙস্ মেরে মাথার ঘী ছিরকুটে দেবে।

সুদাসী। সে তো মলে! জ্যান্তে নয়!

বিদুর। মলে! আরে, মলে মাথাশুদ্ধুই তো মরবি—না, মাথা রেখে যাবি! কাঠ বইতে মাথায় বাজে,—আর ওই মাথায় ডাঙস্! বুঝলি ? শাস্তর ভারী কড়া—বেরাস্তনের বাক্যি।

সুদাসী। বলিস্ কি ?

বিদুর। তাই। তাই জন্যেই তো ইস্তিরীতে রান্না-খান্না করে সোয়ামীর সেবার জন্যে। সোয়ামী খেয়ে-দেয়ে শুলে ইস্তিরী বাসাত্ করবে, তার গা-হাত-পা টিপে দেবে—একেবারে মুখে-মুখে থাকবে। সোয়ামীর কখন কি দরকার—তার জন্যে আহার-নিদ্রে ছেড়ে খাড়া মজুত্ থাকবে!

সুদাসী। আর, ইস্তিরী খাবে-দাবে না ? সে মানুষ-নোক নয় ?

বিদুর। (বাধা দিয়া) খাবে না ? খাবে বৈ কি! সোয়ামীর পাতে মহাপেসাদ খাবে। ইস্তিরির কোনো ভালো জিনিষে নোভ্ করতে নেই রে! সোয়ামী খুশী হয়ে দিলে, দিলে,—না দিলে, না দিলে! ব্যস্! এইটুকু বুঝে যদি চলতে পারিস্, তাহলে তো মেরে দিছিস্ রে—সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে একেবারে ড্যাঙ্ডেঙিয়ে স্বগ্গে চলে যাবি! আর আমি সোয়ামী, এখানে পড়ে দাঁতখামাটি মেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখবো!

সুদাসী। বলিস্ কি! এত কর্ণা করেও শেষটা মরে যাবো ? মরে ? ও বাবা…তবে তো ভারী পুণ্যি দেখচি সোয়ামীর সেবায়…

বিদুর। মুখ্যু মেয়েমানুষ কি না…পুণ্যির মম্মো কি বুঝবি! স্বগ্গে

আরাম কত, জানিস্? রান্না-বান্না করতে হবে না, কাঠ কাটতে হবে না, কাঠ বইতে হবে না—খালি ইন্দির ঘ্যাবতার নন্দনে হাওয়া খেয়ে-খেয়ে বেড়াবি। কোনো ভাবনা নেই! চিন্তে নেই।

সুদাসী। (সখেদে) আমরা ইস্তিরী-নোকেরা পুণ্যির জোরে মরে স্বগ্‌গে গেলে তোদের রেঁধে দেবে কে?

বিদুর। হুঁ! (একটা নিশ্বাস ফেলিয়া) আমাদের চেষ্টাবেষ্টা করে আবার নতুন ইস্তিরী বিয়ে করে আনতে হবে।

সুদাসী। (বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে) বটে রে মিন্সে! সেবা খাবে, আমাদের মরণ টাঁকবে, আবার গণ্ডা-গণ্ডা বিয়ের সন্ধানে ফিরবে! এই তোর শাস্তর? মারি তোর শাস্তরের মাথায় এই কুড়ুলের বাড়ি!...

বিদুর। আরে, করিস্ কি, করিস্ কি, বেরাম্ভনের গায়ে কুড়ুল ..

সুদাসী। বেরাম্ভন!

বিদুর। নয়? শাস্তর বেরাম্ভন, আবার বেরাম্ভনই শাস্তর!

সুদাসী। (স্থির হইয়া কি ভাবিল, পরে) আচ্ছা, তাই যেন হলো! ইস্তিরী মলে তোরা বিয়ে করে নতুন ইস্তিরী আনবি! আর, সোয়ামী মলে ইস্তিরীরা কি করবে?

বিদুর। কাঁদবে, কাটবে, একাদশী করবে, একবেলা খাবে,—সোয়ামীর মুখ ধেয়ান্ করবে! তাতে বড় কষ্ট রে। তাই শাস্তর বলেচে,—তোরা অবোলা কি না...তাই শাস্তরের নিয়ম,—তোরা সোয়ামীর সেবা করবি শুধু,—সেবা করে স্বগ্‌গের পথ বেনিয়ে নিবি। যাতে সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে সেই পথে শোঁ করে স্বগ্‌গে যেতে পারিস।

সুদাসী। বটে! বটে! তা ঠিক!...এই তুই যদি মরে যাস্, আমি

জ্যান্তে থাক্‌তে···(করুণভাবে কাঠুরিয়ার পানে চাহিল) ওঃ···না, সে আমি সইতে পারবো না ! (শিহরিয়া চক্ষু মুদিল) ওঃ—না, না, তাহলে আমি এক পল বাঁচবো না···

বিদুর। আহা ! আহা !

সুদাসী। আর তুই ? চার-চারটেকে স্বগ্গে পাঠিয়েচিস···এখনো কথার ভাবে বুঝচি, আমাকেও স্বগ্গে পাঠাতে নারাজ নোস্···! পাঠিয়ে আবার একটা ইস্তিরী আনবি তো ?

(চক্ষু ছল-ছল করিয়া আসিল)

বিদুর। নাহলে সেবা করে কে, বল্···

সুদাসী। আমি কি সেবা করবো না, বলেচি ? সোয়ামী হয়েচিস বলে শুধু খাটিয়ে মারবি ! নিজেরা গট্টু কুড়ে হয়ে·· তাই না বল্‌ছিনু—

বিদুর। তা নইলে তোদের যে পাপ হবে। আমি যদি কাঠ বই, তাহলে শাস্তর অমনি দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে, বলবে,—হুঁ, এত-বড় আস্পর্দ্ধা মাগী, ইষ্টি-ভ্যাব্‌তা সোয়ামীকে খাটাচ্ছিস্···তাকে দিয়ে কাঠ বয়াচ্ছিস্ ! ওরে, এ ব্যবস্থা সেই পির্‌থিমীর ছিষ্টির দিন থেকে চলে আসচে !···শুনিস্ নি, বিষ্ণু ঠাকুর গোলোকে পদ্মের পাতায় শুয়েই আছেন অষ্টপ্‌পেহর, আর পায়ের কাছে বসে লক্ষ্মী-ঠাকরুণ তাঁর পা টিপচেন তো টিপ্‌চেনই !···তারপর ঐ শিব-ঠাকুরটি ! মা-দুগ্‌গো সারা দিন ধরে মশলা পিষে, সেই মশলা মিশিয়ে বাবার জন্মে ভাঙ্‌ তৈরী করচে ! এ যদি শাস্তর না হতো, তাহলে মা-দুগ্‌গোর কি বয়ে গেছলো, নিদ্রে ছেড়ে সারা দুপুর বেলাটা ভাঙ তৈরী করবার ? বাবাঠাকুরকে নিজের হাতে ভাঙ তৈরী করতে

হতো ! বাদাম পিষতে পিষতে বাছাধনের হাতে কড়া পড়ে যেতো ! ও ডুমুরু বাজিয়ে আর নাচতে হতো না ! হুঁঃ !

সুদাসী। তাইতো, এ কথাগুনো মনে নাগচে তো !···তাহলে···না, তোকে আর কিছু করতে দেবো না ··

বিদুর। তোকে ভালোবাসি বলেই না নিজের হাতে কোনো কাজ করতে চাই না ! তোর পুণ্যি পাছে কমে যায়···! বেচারী, আহা ! বিয়ে করে ইস্তিরী বেনিয়েচি বলে তার পুণ্যির জোর কমাবো !··· তুই মুখ্যু বলেই না গাল পাড়িস, কুড়ে বলে তজ্জন তুলিস্ !

সুদাসী। না, না, আর বলবো না। তুই সোয়ামী, তায় গুরু, তায় ইষ্টিত্থাব্তা···! তবে, পুণ্যির জোর খুব বেশী·বেশী বাড়িয়ে দিস্ নে · তোকে রেখে স্বগ্গে যদি এত চট্পট্ আমায় যেতে হয়, তাহলে আমি সত্যি মরে যাবো ! একডণ্ড বাঁচবো না !

বিদুর। না, না, ভাবিস্ নে · তোর উপর আমার ভারী মায়া ! তোকে এখন খপ্ করে স্বগ্গে আমি পাঠাবো না।

সুদাসী। দেখিস্ ··

গান

বিদুর।		ওগো না, ওগো না, না, না,···
		স্বগ্গে তোকে খপ্ করে' বৌ, পাঠাতে তো পারবো না !

সুদাসী।		আমি ক'দিন পেয়েচ ! তোর সঙ্গে রয়েচি !
		তোর বুকে এই মাথা রেখে বিভোর হয়েচি !
		তোর মুখের হাসি, বুকের আদর—এ তো ছাড়বো না !

বিদুর।		মাথার মণি, মাথায় থাকো, হাসিতে বুক ভরে রাখো ;

পাশে তোমায় পেলে, মাণিক-রতন-লোভেও টলবো না।
তোর কাঠের বোঝা নিলেম মাথে··· (কাঠের বোঝা লইল)

সুদাসী। ··· ··· না, না, ব্যথা বাজবে তাতে !
(বিদুরের হাত হইতে লইবার প্রয়াস)

বিদুর। আমি মরদ··· (নিষেধ-ভঙ্গী)

সুদাসী। ··· ··· থাকতে দাসী, ছেরম্ তোমার সইবো না !
(নিষেধ না মানিয়া বোঝা গ্রহণ)

[সুদাসী ও বিদুরের প্রস্থান

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। এ-তপোবনের সব সুন্দর। সন্ধ্যার রাঙা মেঘ···ফুলের বিচিত্র গন্ধ···মৃগশিশুদের চপল খেলা···মুনিঋষিদের উদার স্নেহ···! ঐ নীল নির্ম্মল আকাশ···পুণ্য সাম-ঝঙ্কার—হোম-সুরভি !···(নিশ্বাসান্তে চারিদিকে চাহিয়া) কাল এ-বন ছেড়ে যেতে হবে ! এ-বনের কথা কখনো ভুলবো না। কিসের মোহ এ !

গান

কোথাকার উতল হাওয়া
ডাক দিল যে, ডাক দিল যে
আজি এই সন্ধ্যাবেলায়।
কে যেন গান গেয়ে যায়
মনের মাঝে, প্রাণের মাঝে
আজি এই সন্ধ্যাবেলায়।
কার নলিন নয়ন চায় যে কারে, বারে বারে
আজি এই সন্ধ্যাবেলায়।

কোন্ সুদূরে বীণার সুরে
ডাক দিল যে, ডাক দিল যে !
বাঁধন হারা আলোর ধারা
এক নিমেষে পড়লো ঝরে আকুল-পারা !
তার পরশ লেগে উঠলো জেগে জেগে,
আজি এই সন্ধ্যাবেলায়,
ঘুমে-ঝরা কার আঁখির তারা
স্বপন-ভরা নীরব লাজে—
আজি এই সন্ধ্যাবেলায়।

পদ্মার প্রবেশ

পদ্মা। এ কি সখি, তুমি এখানে! বনে-বনে আমরা কি খোঁজাই খুঁজচি।

সাবিত্রী। কাল প্রত্যুষেই ফিরবো—তাই বনানীর কাছে বিদায় নিচ্ছি।

পদ্মা। বনের উপর এত মায়া ?

সাবিত্রী। তাই। [ধীরে ধীরে প্রস্থান

পদ্মা। বনের উপর এত অনুরাগ কেন ? [প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মদ্র—রাজ-সভা

অশ্বপতি, মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ, অমাত্যগণ প্রভৃতি

বৈতালিক। গান

ইন্দ্রের সম যুগ-যুগ আসনে তব রাজো।
জন-গণ মন-রঞ্জন দেব, হে রাজ-অধিরাজ !

রহো অত্রির সম ধ্রুব সুদৃঢ়, প্রজার চিত্তে দীপ্ত সুধীর,—
হে নরোত্তম সুযশে ধন্য করো এ নর-সমাজ !
করো শস্যে বিত্তে ধরণী পূর্ণ, মিত্রে তৃপ্ত, অরিরে চূর্ণ ;
পুণ্য-পুলকে রচো হে দ্যুলোক, মর্ত্ত্য-ভূলোক-মাঝ !

অশ্বপতি। আজ বিচার-প্রার্থী ক'জন উপস্থিত আছে, মন্ত্রি ?

মন্ত্রী। আপনার স্নেহ-শাসনে রাজ্য নিরুপদ্রব, মহারাজ। প্রজাদের গৃহাদি ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ, চিত্ত বিকার-লেশহীন।

অশ্বপতি। এ তোমাদের কৃতিত্বের পরিচয়, মন্ত্রী ! তোমাদের সহযোগিতা ভিন্ন এ বিশাল সাম্রাজ্য-পরিচালনা আমার পক্ষে অসম্ভব হতো।

মন্ত্রী। আশ্রিত-জনের প্রতি মহারাজের স্নেহ-অনুগ্রহের অন্ত নাই।

দূতের প্রবেশ

দূত। দেবলোক হতে পূজ্য ঋষিবর এসেছেন। সংবাদ পাঠাতে বললেন।

অশ্বপতি। দেবলোক হতে ঋষিবর !

দূত। হাতে বীণা···

অশ্বপতি। হাতে বীণা ! দেবর্ষি নারদ ! যাও দূত, সসম্মানে দেবর্ষিকে রাজসভার পথ দেখিয়ে নিয়ে এসো। [দূতের প্রস্থান

গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ

নারদ। গান

পুরুষ সুন্দর নটবর-শেখর
অনিন্দ্য সুমোহন ঠাম !
মানস-বিমোহন, নয়ন-নিরঞ্জন
বরণ নবোজ্জ্বল শ্যাম !

কোমল কালো ঘন মনোহর দু'নয়ন
আকুলিত প্রাণ-মন,
উছলিত ত্রিভুবন হরষে !
আঁখি বরষে,—
চাহি দরশ তব অভিরাম !

অশ্বপতি। (অভ্যর্থনান্তে) আসুন দেবর্ষি···আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিন।···এই আসন···(নারদ আসনে বসিলেন)

নারদ। মহারাজের কুশল ? রাজ্যের কুশল ?

অশ্বপতি। এতক্ষণ অকুশল ছিল, এখন দেবর্ষির পুণ্য-চরণের আশীর্ব্বাদে কুশলই লাভ করলেম।

নারদ। পুরদ্বারে বিচিত্র রথ দেখলেম, মহারাজ। রথ-চক্র ধূলিম্লান, রথে রূপোজ্জ্বলা তরুণী কুমারী···

অশ্বপতি। আমার কন্যা সাবিত্রী !···সাবিত্রী তাহলে ফিরেচে ! (আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখভাব)

নারদ। কন্যা সঙ্গিনীদের সঙ্গে তীর্থ-দর্শনে গেছলেন ! আপনি সঙ্গে যান্‌নি ? মহিষী···?

অশ্বপতি। তীর্থ ! তীর্থই বটে ! সাবিত্রী স্বামি-তীর্থের সন্ধানে গেছলো।

নারদ। (সহাস্যে) স্বামি-তীর্থ ! কোথায় সে তীর্থ, মহারাজ ? কৈ, এ তীর্থের নাম তো কখনো শুনিনি। নূতন আবিষ্কার হয়েচে, বুঝি !

অশ্বপতি। আমার কন্যা সাবিত্রী ষোড়শী, কুমারী। বহু সন্ধানে যোগ্য পাত্র পাইনি, তাই তাঁকে বরান্বেষণে পাঠিয়ে ছিলেম···

নারদ। বটে ! কিন্তু কৈ, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ তরুণ রাজপুত্র বর তো

দেখলেম না—সঙ্গিনীদের সঙ্গে কুমারী রথ থেকে নামলেন…তপস্যা-পরিম্লান মূর্ত্তি! রূপশ্রী শ্রাবণ-মেঘের মত মলিন!

অশ্বপতি। জানি না দেবর্ষি, কন্যার মুখে কি বৃত্তান্ত শুনবো!

নারদ। সুসময়ে উপস্থিত হয়েচি। কুমারীর স্বামি-নির্ব্বাচন-কাহিনী… রহস্যময় হবে, সন্দেহ নাই। বিশেষ আপনার কন্যা সুশিক্ষিতা, সুশ্রী, সুশীলা…

(নেপথ্যে সঘন শঙ্খধ্বনি)

সাবিত্রী, সঙ্গিনীগণ ও ইলাবর্ত্তের প্রবেশ

অশ্বপতি। এসো মা সাবিত্রী…সম্মুখে দেবর্ষি—সর্ব্বাগ্রে তাঁর চরণ বন্দনা করো!

সাবিত্রী। প্রণাম নিন্ দেবর্ষি…(দেবর্ষিকে, পরে পিতাকে প্রণাম)

নারদ। চিরায়ুষ্মতী হও, ভাগ্যবতী হও, নারায়ণ-তুল্য স্বামী লাভ করো!

অশ্বপতি। দেবর্ষির বাক্য অমোঘ।…ইলাবর্ত্ত, তোমাদের কুশল?

ইলাবর্ত্ত। আপনার আশীর্ব্বাদে কুশল, মহারাজ।

অশ্বপতি। সাবিত্রী, পথশ্রমে তুমি ক্লান্ত,—অথচ সৌভাগ্যবশে দেবর্ষি এখানে সমুপস্থিত, আমাদের অধীরতারও সীমা নাই…তোমার যাত্রাফল শুভ বলে অনুমান হচ্ছে!…কুণ্ঠার কারণ নাই, মা…প্রকাশ করে বলো…

নারদ। কোন্ ভাগ্যধর তোমার প্রসাদ-লাভে কৃতার্থ হলো, জানবার জন্য আমারো ঔৎসুক্য প্রচুর।

সাবিত্রী। দেব, বহু জনপদ অতিক্রম করে সুন্দর তপোবনসমূহ-দর্শনের ভাগ্য লাভ করেছিলেম। সে সুমধুর স্মৃতি জীবনে ভুলবো না।

নারদ। কথার ভাবে বুঝচি, তপোবনসমূহ সাবিত্রীর চিত্ত মুগ্ধ করেচে।

অশ্বপতি। কোন্ তপোবন থেকে সম্প্রতি আসচো, মা?

সাবিত্রী। বাবা, পরমপূজ্য শাল্বরাজ দ্যুমৎসেন দৈববশে দৃষ্টিহারা হলে তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা শূলসেন রাজ্য হরণ করে তাঁকে সপরিবারে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। মহিষী আর বালক-পুত্র সঙ্গে রাজ্যচ্যুত শাল্বরাজ বনে আসেন। আঠারো বৎসর বনে বাস করচেন। সে-বন আজ স্নেহ-সম্পদে স্বর্গতুল্য…(মুগ্ধ ভঙ্গী)

নারদ। শাল্বরাজ দ্যুমৎসেন!.. ব্রহ্মপরায়ণ, নির্লোভ, সত্ত্বগুণাশ্রিত রাজর্ষি।

অশ্বপতি। তাঁর আশ্রম তুমি দেখেচো, মা?

সাবিত্রী। দেখেচি, বাবা। শুধু তাই নয়…তাঁর আর তাঁর মহিষীর অসীম স্নেহে আমি মুগ্ধ…আপনাদের অদর্শনের বেদনাও সে-স্নেহে ভুলে ছিলেম, বাবা!

নারদ। রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের এক পুত্র আছেন…সত্যবান!

সাবিত্রী। তিনি বীর, যোদ্ধা…অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী।

নারদ। হুঁ!…তাঁকেই তুমি পতিত্বে বরণ করেচো, সাবিত্রী?

সাবিত্রী। দেব, আকাশে লক্ষ গ্রহ-উপগ্রহ থাকলেও, তিমির-হরা আলোর জন্য দেব দিনপতির পানেই ধরণী চায়!…

নারদ। রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান!.. (চিন্তাবিষ্ট হইলেন)

মালবী। (দেবর্ষির পানে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন)

অশ্বপতি। কেন দেবর্ষি, সত্যবান যোগ্য পাত্র নয়?

নারদ। সত্যবান অশ্ব-চালনায় নিপুণ, সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী, বৃহস্পতির তুল্য তীক্ষ্ণধী, ধরিত্রীর তুল্য ক্ষমাবান্‌…

অশ্বপতি। তবে ?

নারদ। সত্যবান যযাতির তুল্য উদার, জিতেন্দ্রিয়, অসূয়াশূন্য, বন্ধুজনপ্রিয়, লজ্জাশীল, মর্য্যাদা-পালক··

অশ্বপতি। সত্যবানের এত গুণ, তবু আপনাকে চিন্তাবিষ্ট দেখচি, তপোধন ?

নারদ। (সনিশ্বাসে) চিন্তার কারণ আছে, মহারাজ · (চতুর্দ্দিকে চাহিলেন)

অশ্বপতি। কেন এ চিন্তা, দেবর্ষি ?

নারদ। সে কথা গোপনে বলতে চাই, মহারাজ…

অশ্বপতি। বেশ, সভাগৃহ থেকে সকলে বিদায় নিন্‌…

নারদ। তাই হোক্‌ !…

(অশ্বপতি সকলকে ইঙ্গিত করিলেন ; সকলে গমনোদ্যত হইলেন

নারদ। সাবিত্রী থাকুন…

অশ্বপতি। সাবিত্রী…(সাবিত্রী ফিরিলেন ; অপর সকলের প্রস্থান)

নারদ। (সাবিত্রীর পানে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন ; সাবিত্রী সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে দেবর্ষির পানে চাহিয়া মুখ নত করিলেন)…মহারাজ…অশেষ-গুণশালী সত্যবান স্বল্পায়ু ! আজ হতে ঠিক একবৎসর পূর্ণ হলে এই জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রে তৃতীয় প্রহরে সত্যবান কাল-গত হবে।

সাবিত্রী। দেবর্ষি…(পা কাঁপিল ; পড়িয়া যাইতেছিলেন ; অশ্বপতি বক্ষে ধরিলেন)

অশ্বপতি। সাবিত্রী, মা…(সাবিত্রীর পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিলেন)

সাবিত্রী। বাবা…(স্পন্দিত বক্ষ, বিচলিত স্বর, দৃষ্টি স্থির)

অশ্বপতি। (সাবিত্রীকে বক্ষে ধরিলেন) ভয় কি, মা ! তুমি আর-

কাকেও পতিত্বে বরণ করো। দেবর্ষির মুখে শুনলে, সত্যবান স্বল্পায়ু! ...আজ হতে এক বৎসর পূর্ণ হলে...

সাবিত্রী। (অশ্বপতির পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন)

অশ্বপতি। (স্নেহার্দ্র কণ্ঠে) জেনে-শুনে স্বল্পায়ু পাত্রের হাতে তোমায় কি করে দেবো, মা? স্থির বৈধব্য জেনেও...

সাবিত্রী। বাবা · (লজ্জায় কথা রুদ্ধ হইল ; মাথা নামাইলেন)

অশ্বপতি। কি বলচো, মা?

সাবিত্রী। আপনার মতের বিরোধে কখনো কোনো কাজ করিনি... প্রগল্‌ভতাও কখনো প্রকাশ করিনি ··

অশ্বপতি। বহু তপস্যায় তোমার মত সুশীলা কন্যা লাভ করেচি...

সাবিত্রী। আজ গভীর কর্ত্তব্য আমার কণ্ঠ মুক্ত করচে। আপনার আদেশ আজ আমি নতশিরে গ্রহণ করতে পারবো না...

অশ্বপতি। কি বলচো মা, তুমি?

সাবিত্রী। আপনার মুখেই শুনেচি বাবা, একনিষ্ঠা নারী জাহ্নবী ধারার মত পবিত্র! সংসারে নারীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ অবদান! আপনার এ আদেশ পালন করলে...

নারদ। পিতার আদেশ অমান্য করা নিয়ম নয়, মা।

সাবিত্রী। এ-আদেশও?...এ যদি নিয়ম হয় দেবর্ষি, সে নিয়ম আমি মানবো না।

অশ্বপতি। মা...

সাবিত্রী। দ্রব্যের অংশ একবার দেওয়া হয়, কন্যাকেও একবার দান করা হয়...'দদানি' বাক্য একবার মাত্র উচ্চারিত হয়। সত্যবান দীর্ঘায়ু হোন্, স্বল্পায়ু হোন্, সত্যবান সগুণ হোন্, নির্গুণ হোন্—সে-বিচার চলে না!

অশ্বপতি। দেবর্ষি···

নারদ। মহারাজ, আপনার কন্যার বুদ্ধি স্থির, ওঁকে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হতে কি করে বলি ?

অশ্বপতি। উপায় ?

নারদ। সত্যবানের হাতেই ওঁকে ··

অশ্বপতি। এ নিশ্চিত-বৈধব্য জেনেও ?

নারদ। এ নারীর নিষ্ঠা, মহারাজ···

অশ্বপতি। আপনার কথা অলঙ্ঘ্য। আপনি গুরু···

সাবিত্রী। (শূন্যপানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন)

নারদ। মা · কি দেখচো ?

সাবিত্রী। নিয়তির কত শক্তি, দেবর্ষি ? নারীর নিষ্ঠার চেয়েও সে শক্তি প্রবল ?···

নারদ। ইতিহাসে এ শক্তি-পরীক্ষার কথা লেখা নাই, মা···

সাবিত্রী। (বিষাদে মলিন) নাই ? নাই ? তবে···(স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে) যুগ-যুগের প্রাচীনা ধরিত্রী···তার গোপন-মনের কতটুকু কাহিনী লিপিবদ্ধ হয় !···

অশ্বপতি। মা···

সাবিত্রী। বাবা···

অশ্বপতি। (সাবিত্রীর পানে করুণ নয়নে চাহিলেন)

সাবিত্রী। নিয়তির শক্তি যত প্রবল হোক্···তাঁকে যখন আমি স্বামিত্বে বরণ করেচি, তখন আর-কাকেও আমি বরণ করবো না, করতে পারবো না···। এই স্বল্পায়ু সত্যবানই আমার স্বামী !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তপোবন-ভূমি

দ্যুমৎসেন, শৈব্যা, অশ্বপতি, মালবী, গালব ; তাপসীগণ এবং
সঙ্গিনীগণ-পরিবৃত বরবেশে সত্যবান ও বধূবেশে
সাবিত্রীর প্রবেশ

তাপসীগণ ও সঙ্গিনীগণ।

গান

বাজো, বাজোরে শঙ্খ, বাজো !
ফুল-চন্দন গন্ধ ভূষণে সাজো বর-বধূ সাজো !
জ্যোতির্ময় পুণ্য-করমে, অটল-চিত্ত মানব-ধরমে,
সঙ্কটে-সুখে রহো জাগ্রত, চির-আনন্দে রাজো !
জীবনের পথ শিব হোক, শিব হোক্, হোক্ শুভ, সুন্দর যাত্রি,
অরুণ কিরণে স্নিগ্ধ দিবস, জ্যোস্না-উজল রাত্রি !
দুঃসহ দুঃখে বলী দুর্জ্জয়, অশনি-দৃপ্ত বর্জ্জিত-ভয়,
তিমির হরণ, নিখিল-শরণ, অমৃত রূপে বিরাজো !

শৈব্যা। আশীর্ব্বাদ করো সকলে—(ধান্য-দূর্ব্বা লইয়া সকলে আশীর্ব্বাদ করিলেন ; শঙ্খধ্বনি)

দ্যুমৎ। ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ভব।

মালবী। (সাবিত্রীর মুখচুম্বন করিয়া) আমরা আসি, মা। এই গৃহে লক্ষ্মী হয়ে থাকো। শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা, স্বামীর সেবা—নারীর একমাত্র ধর্ম্ম। সে-ধর্ম্ম-পালনে তোমার নিষ্ঠা অবিচল হোক্। নারীর জীবন সার্থক হয় ত্যাগে। তোমায় আর বেশী কি বলবো, মা? তুমি বুদ্ধিমতী। আমাদের জন্য মনে কোনো দুশ্চিন্তা, কোনো উদ্বেগ পোষণ করো না। এই ঘরই তোমার আপন-ঘর, জেনো। (সাবিত্রী সকলকে প্রণাম করিলেন) তোমার সিঁথির সিঁদুর, হাতের লোহা অক্ষয় হোক্!

অশ্বপতি। (সাবিত্রীর শিরে হাত রাখিয়া) শ্বশুরকুলে সম্রাজ্ঞী হও। সুখে-দুঃখে চিরদিন ছায়ার মত স্বামীর অনুগামিনী থাকো। তোমার সীমন্তের ঐ সিন্দুর-রাগ—আহিতাগ্নিকের অগ্নির মত চিরোজ্জ্বল, চির-জাগ্রত থাকুক!…আমরা এখন আসি মা!…

মালবী। আর-একবার দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াও! দেখে চোখ জুড়োই, মন ভরে নি।

(সাবিত্রী-সত্যবান পাশাপাশি দাঁড়াইলেন)

গালব। হরগৌরী, হরগৌরী, মহারাজ! ভূতলে কৈলাস-দর্শন হলো! সাক্ষাৎ হরগৌরী!…যেদিন মাকে প্রথম দেখি, সেইদিনই আমার মন দুলে উঠে ছিল!…শাস্ত্রে এ যুগল-রূপের কি বর্ণনা আছে? আহাহা…

দ্যুমৎসেন। কেন ব্রাহ্মণ, তুমি শাস্ত্রানুরাগী, শাস্ত্রচর্চ্চা করো…তুমিই বলো।

গালব। শাস্ত্রচর্চ্চা করতেম, মহারাজ—সে যখন আপনি রাজ্যে ছিলেন, রাজাসনে ছিলেন—আঠারো বৎসর পূর্ব্বে। তারপর আপনার গ্রহবৈগুণ্যে শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা জন্মালো। শাস্ত্র গৃহকোণে নিক্ষেপ করলেম। এ আঠারো বৎসর আর শাস্ত্রের কোন সন্ধান রাখিনি।

অশ্বপতি। আপনার মনই শাস্ত্রগ্রন্থ, ব্রাহ্মণ···পুঁথির প্রয়োজন কি ?

গালব। সাধু, মহারাজ! আপনিই শাস্ত্রীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিমাপ বোঝেন!

অশ্বপতি। তাহলে আসি, রাজর্ষি! প্রণাম হই···(প্রণাম-আলিঙ্গন)

মালবী। আসি. দিদি··(প্রণাম-আশীর্ব্বাদাদি)

দ্যুমৎসেন। আপনার মঙ্গল হোক্ মহারাজ।

শৈব্যা। (মালবীর হাত ধরিয়া) বহু বহু কাল স্বামীর সহধর্ম্মিণী হয়ে রাজ্য পালন করে বার্দ্ধক্যে আমাদের কাছে এসো বোন্, স্বামীর সঙ্গে যোগ-সাধনের জন্য···

দ্যুমৎসেন। স্নেহ-চঞ্চল মনকে নিবৃত্ত করতে পারচিনে!···সত্যবান···

সত্যবান। পিতা···

দ্যুমৎসেন। আমায় নিয়ে চলো, নিয়ে চলো—পম্পা-তীর অবধি আমি ওঁদের সাথী হবার প্রয়াসী···

শৈব্যা। আবার কবে দেখা হবে!···এসো বোন্···

১ম সঙ্গিনী। (বাষ্পার্দ্র স্বরে) আসি রাজকন্যা···

সাবিত্রী। কেঁদো না, পদ্মা।···আমার চোখে তো জল নেই! তোমরা কেন··?

২য় সঙ্গিনী। আমাদের সব যে এখানে রেখে গেলেম, সখী · (অশ্রুমুখী)

সাবিত্রী। যখনি দেখবার সাধ হবে, এসো···

মালবী। আর দেরী কেন, পদ্মা ? চোখের জল মোছো···। সাবিত্রী স্বামীর ঘরে স্বামীর আদরে রইলো। এর চেয়ে বড় কামনা নারীর আর নেই। এতে চোখের জল ফেলে না !

[সাবিত্রী ও তাপসীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

১ম তাপসী। ব্রাহ্মণ সত্য কথা বলেচেন। সত্যবানের পাশে সাবিত্রীকে দেখে শিব-পার্ব্বতীর কথাই মনে পড়ে।

২য় তাপসী। কিন্তু শিব তো বুড়ো !

১ম তাপসী। ভুল ! মৃত্যুঞ্জয় চির-তরুণ, রত্নোজ্জ্বল-কান্তি, প্রশান্ত, হাস্যময় মুখ।

৩য় তাপসী। তপোবন ভালো লাগচে সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। (লজ্জানতমুখী)

১ম তাপসী। তপোবনে তো ওঁর এই নূতন আসা নয়।·· তুমি বসবে ?

সাবিত্রী। বড় ভালো লাগচে এ স্থান।

২য় তাপসী। তাহলে বসো। আমরা আসি।

[তাপসীগণের প্রস্থান

গাহিতে গাহিতে জয়ার প্রবেশ

জয়া। গান

স্নেহের পরশে মা তোর, দেখি সারা ভুবন ভরা—
ফুলের হাসি, পাখীর গান, এই আলো-বাতাস বেদন-হরা !
ছুঁয়ে বুকের কূলে-কূলে মায়ার নদী বইছে দুলে ;
আকাশ-ঝরা সুধায় সরস মধুর-মধু বসুন্ধরা !

এই যে, এই যে···নবোঢ়া বধূ! শিব-সীমন্তিনীর মতই পবিত্র মূর্ত্তি··· আনন্দের প্রতিমা!···

সাবিত্রী। (মুখের পানে চাহিয়া প্রণাম করিলেন)

জয়া। আমি তীর্থ থেকে আসচি। পুষ্কর-তীর্থ। সতী শিরোমণি সাবিত্রী-দেবীর কপালে ছোঁয়ানো এই সিঁদুর···এসো, তোমার সিঁথিতে পরাই। (সীমন্তে সিন্দুর-দান) দেবীর হাতে ছোঁয়ানো এই লোহা আর শাঁখা···হাতে পরো। (হাতে লৌহ ও শঙ্খ-বলয় পরাইলেন) ··এ সিঁদুর কখনো মলিন হবার নয়! এ লোহা, এ শাঁখা তোমার হাতে অক্ষয়, অটুট্ থাকুক! স্বামীর প্রেমে গৌরবিনী হও। স্বামীর প্রেম···নারীকে তপস্যায় তা লাভ করতে হয়। এ কামনার ইন্ধন নয়, প্রকৃতির উদ্দাম আবেগ নয়···এ কথা মনে রেখো।

সাবিত্রী। কি বলে' প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাবো, দেবি!

জয়া। তার প্রয়োজন নেই! তুমি রাজার মেয়ে। স্বেচ্ছায় দরিদ্র স্বামীর সেবায় দারিদ্র্য বরণ করেচো! তোমার পাতিব্রত্যে নারীর মহিমা উজ্জ্বল হবে! বিশ্ব-ভুবনে তোমার গরিমা কীর্ত্তিত হবে!···হ্যাঁ, ভালো কথা, যদি কিছু মনে না করো, একটা কথা ছিল···

সাবিত্রী। আদেশ বলুন···

জয়া। এই পট্ট বসন · পুষ্করে এক সীমন্তিনী এই বসনখানি আমায় দিয়ে সধবা-অর্চ্চনা করেছিল। আমি তপস্বিনী···এ বসন পরি না···। তাই, যদি অন্যায় না ভাবো···

সাবিত্রী। এ অনুগ্রহ! এ অনুগ্রহ আমি শিরোধার্য্য করবো।

জয়া। তুমি সতীলক্ষ্মী ··চিরসুখী হও! তোমার সেবায় তোমার পতি চিরানন্দ লাভ করুন। (বস্ত্র দান ; পরে নেপথ্যের দিকে চাহিয়া)

আমার সঙ্গিনীরা বুঝি ঐ চলে গেল···আমি আর দাঁড়াতে পারচি না।

সাবিত্রী। আর কি দেখা পাবো কখনো ?

জয়া। সে কি! নিশ্চয় দেখা হবে। আমি ভিখারিণী···সর্ব্বত্র ঘুরি। ঘুরতে-ঘুরতে আবার আসবো বৈ কি! আবার দেখা হবে।

সাবিত্রী। শুনে তৃপ্তি হলো!

জয়া। আসি। (সাবিত্রীকে বক্ষে ধরিয়া, শিরে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন)

[প্রস্থান

সাবিত্রী। এ বসন দেবীর দান! আমার মন চাইছিল···ইনি কি অন্তর্যামিনী! (বস্ত্র-হস্তে প্রস্থান)

গালব ও সত্যবানের প্রবেশ

গালব। মহারাজ অশ্বপতির কৃপায় ভূরি-ভোজন যে-ভাবে নিষ্পন্ন হয়েচে, তাতে বিশ্রামে সুবিধা হবে না, কুমার। দূর-পথ পরিক্রমণ ভিন্ন এ দেহ-ভার লাঘবের অন্য উপায় দেখচি না!

সত্যবান। বেশ, তাহলে বন-পরিক্রমণই করুন।

গালব। তোমার কল্যাণে জনপদের ন্যায়ই এ বন নিরাপদ···! কেমন, কুমার ?

সত্যবান। কোনো শঙ্কা নাই, তাত!

গালব। কোন্ দিকে যাবো, বলো তো···পথ বেশ দীর্ঘ হবে, অথচ সরল, এবং সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব···?

সত্যবান। এই পথে, তাত···কমলসেবিত পম্পার পথ এই···(নির্দ্দেশ)

গালব। শিব, শিব, শিব···[প্রস্থান

নিরাভরণা পট্টবাসা সাবিত্রীর প্রবেশ

সত্যবান। এ কি বেশ, সাবিত্রী! তোমার সে রত্ন-ভূষণ…?

সাবিত্রী। বনবাসীর পুত্রবধূ আমি…তাপসের পত্নী…

সত্যবান। (কৃতজ্ঞ কণ্ঠে) সাবিত্রী, সাবিত্রী…(সাবিত্রীর মুখের পানে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিলেন; সাবিত্রীর রূপ-বিভব অমনি লক্ষ্য হইল; লক্ষ্য করিয়া সাবিত্রীর হাত নিজের হাতে লইয়া) কি সুন্দর তুমি! এই আঁধার বন তোমার লাবণ্য-বিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে! বাতাসের ঐ মৃদু-মর্ম্মর, বিকশিত কুসুমের এই গন্ধভার, বিভল-করা ঐ পাখীর গান—রূপে-রসে-পরিমলে দিকে দিকে তোমারি আগমনীর জয়-বাণী! প্রাণ পেয়ে বনানী যেন জেগে উঠেচে! প্রাণের এ লীলা এ-বনে এর আগে আর কখনো দেখিনি! (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) সাবিত্রী…

সাবিত্রী। (একাগ্র দৃষ্টিতে সত্যবানকে লক্ষ্য করিতেছিলেন; আনন্দে দুই চোখ প্রদীপ্ত; পরক্ষণেই উদ্বেগে মলিন-কাতর হইল)

সত্যবান। না-চাওয়া কত আনন্দ আমার প্রাণের দ্বারে বয়ে এনেচো! তোমার চোখের ঐ স্বপ্ন-ঝরা দৃষ্টিতে আমার এ নীরস প্রাণ কি রঙ্গিন আশায় কি অমৃত ভাষায় ভরিয়ে দেছ! এ বুকে কি বাসনা—না-জানা কি পিপাসা জাগিয়ে তুলেচো!…ঐ…ঐ প্রবাল-রাঙা দুটী ঠোঁট…সুধার পাত্র…আমার এ তৃষিত ওষ্ঠে ধরো,…আমায় অমর করে তোলো! (একান্ত আগ্রহে সাবিত্রীকে বক্ষ-লগ্ন করিবার প্রয়াস)

সাবিত্রী। (সত্যবানের বাহু-বন্ধন ছাড়াইয়া ঈষৎ দূরে সরিলেন, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কাতর ভঙ্গী; কম্পিত নিশ্বাস)

সত্য। সরে যাচ্ছ! না, সরে যেয়ো না! · কেন, কেন তুমি ধরা দেবে না? আমি দীন তাপস? কিন্তু কেন…কেন তবে তোমার ঐ পেলব যৌবন,

ঐ রূপ···রূপের তরঙ্গ-দোলায় আমায় বিহ্বল উন্মাদ করে তুল্‌লে! ...আমার মনের গোপন বাসনা যুগ-যুগ ধরে তোমাকেই চাইছিল! করুণা করে যদি এসেচো, অকরুণ হয়ো না। তোমার ঐ রূপের পাথারে আমায় ভাসিয়ে দাও, ডুবিয়ে দাও।···কিসের লজ্জা? তরুণ প্রাণের এই অধীর পিপাসা। প্রিয়া, প্রিয়া—এ অসহ্য পুলকে তোমার প্রাণের সাড়া পাই না কেন?

সাবিত্রী। নাথ···(সলজ্জ নম্র ভঙ্গী ; কাতর নিশ্বাস)

সত্য। কেন, কেন তুমি মলিন-মুখী? কেন এ কাতর নিশ্বাস?···আত্ম-জনের অদর্শন?···আমায় পেয়ে সুখী হওনি? সাবিত্রী···আমি দীন, তবু (সাবিত্রীর হাত নিজের বুকে রাখিয়া), এই ত্থাখো এ বুক···এ বুকে আবেগের বন্যা ফেনিল উচ্ছল স্রোতে বয়ে চলেছে···

সাবিত্রী। না, না। কেন ও কথা বলচো! তুমি স্বামী, গুরু, আমার ইষ্টদেব···

সত্য। আমি তুচ্ছ মাটীর মানুষ! আমায় দেবতার আসনে বসিয়ো না, সাবিত্রী, আমি দেবতা হতে চাই না। আমায় মানুষ বলেই ত্থাখো, তোমার প্রণয়-পিপাসু মানুষ আমি···তোমার প্রাণের দ্বারে দীন ভিখারী···

সাবিত্রী। আমি তোমার সেবিকা, দাসী···

সত্য। না, না, দাসী নও। তুমি আমার অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, একাত্মকা সহচরী, বন্ধু, সখী···

সাবিত্রী। (প্রণামান্তে পদধূলি লইয়া) সেই আশীর্ব্বাদ করো, তপস্যা-গৌরবে তোমার একাত্মকা সহচরী যেন হতে পারি···কায়ে-মনে। তা ছাড়া আমার অন্য কামনা নেই।

সত্য। সাবিত্রী…প্রিয়তমে…(সাবিত্রীকে বক্ষলগ্ন করিতে আবেগে দুই বাহু উদ্যত করিলেন)

সাবিত্রী। নাথ…(সত্যবানের পানে দীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নামাইলেন ; মৌন, কাতর ভাব)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শাল্ব—রাজসভা

শূলসেন, কুল্লুক প্রহরীগণ, বন্দীদ্বয়

শূলসেন। সকলের আগে আমি চাই সেই চিত্ররথকে। সে রাজ্যে ফিরেচে দীর্ঘকাল পরে।

কুল্লুক। তার গৃহে সশস্ত্র প্রহরী পাঠানো হয়েচে, মহারাজ।

শূলসেন। এতদিন মার-মূর্ত্তি প্রকাশ করিনি। সব সয়ে এসেচি : আর নয়।

কুল্লুক। এ দাস কিন্তু বরাবর…

শূলসেন। চুপ্ করো। আমি চাই, শাল্বের প্রত্যেক প্রজা আমার প্রতি-আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। যে না করবে, তার বিষম শাস্তি। অপরাধ লঘু হলেও নিস্তার নাই।… এ কে? ব্রাহ্মণ, দেখচি। এর অপরাধ?

কুল্লুক। লঘু নয়, মহারাজ। বেদজ্ঞ বলে' নিজেকে প্রচার করে। নাম অঙ্গিরা। মহারাজের আদেশে নারীর বেদ ও শাস্ত্রাদিপাঠ নিষিদ্ধ হয়েচে। এ ব্রাহ্মণ সে আদেশ অমান্য করেচে। তার উপর তর্ক

তুলে সকলকে বোঝাচ্ছিল, পুরুষ আর নারী…জ্ঞান-চর্চ্চায় উভয়েরই তুল্য অধিকার। তাই ওকে বন্দী করে বিচারের জন্য আনা হয়েচে।

শূলসেন। এ কথা সত্য, ব্রাহ্মণ?

অঙ্গিরা। সত্য, মহারাজ।

শূলসেন। আমার আদেশ অমান্য করো কিসের স্পর্দ্ধায়?

কুল্লুক। ব্রাহ্মণত্বের দর্পে।

অঙ্গিরা। দর্প বা স্পর্দ্ধা নয়, মহারাজ।…এ কি আদেশ?

শূলসেন। তোমার রাজার আদেশ।

অঙ্গিরা। যে-আদেশ জ্ঞানালোক রুদ্ধ করতে চায়, সে-আদেশ আদেশ নয়, বাতুলের প্রলাপ।

শূলসেন। তোমার স্পর্দ্ধা দেখচি, সীমাহীন। আমার আদেশের বিচার তুমি করো কি অধিকারে?

অঙ্গিরা। আমি মানুষ, মহারাজ। শাস্ত্রচর্চ্চা করি। তার ফলে যেটুকু বুদ্ধি-বৃত্তির উন্মেষ হয়েচে, সেই বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বুঝেচি, এ অন্যায় আদেশ। এ আদেশ-পালনে মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়।

শূলসেন। মানুষ! মনুষ্যত্ব!

অঙ্গিরা। তাই, মহারাজ। পুরুষ আর নারী—বিধাতার সম-সৃষ্টি। পরস্পরের সঙ্গ-সাহচর্য্যে সংসারে শ্রী-দ্যুতির বিকাশ। সেই পুরুষ নারীর মধ্যে পুরুষকে জ্ঞানের আলোয় রেখে, নারীকে অন্ধকার কূপে ফেলে তার চিত্ত-বৃত্তিকে হত্যা করবেন?

শূলসেন। আমার ইচ্ছা তাই। আমি রাজা। আমার ইচ্ছায় তোমাদের চিত্ত নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এ তোমার রাজার আদেশ—দেবাদেশের মতই শিরোধার্য্য।

অঙ্গিরা। অবিবেচনায় রাজার যদি বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়…

কুল্লুক। রসনা সংযত করো, ব্রাহ্মণ।

শূলসেন। আমি চাই, আমার রাজ-শক্তির পূর্ণ বিকাশ, রাজ-মহিমার জ্বলন্ত-স্ফূর্ত্তি। মনুর বিধি আমূল ধ্বংস করে আমি চাই সকল বিধির সংস্কার। রাজনীতি, সমাজ-নীতি…সর্ব্ব বিষয়ে আমার অমোঘ প্রতাপ বিস্তার করতে চাই।…প্রহরী, কারাগারে নিয়ে যাও এই ব্রাহ্মণকে। যতদিন দ্বিতীয় আদেশ না পাও, ব্রাহ্মণ কারার অন্ধকার কক্ষে বসে জ্ঞানালোকে চিত্ত পুলকিত করবে। যাও…

[ব্রাহ্মণ অঙ্গিরাকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

শূলসেন। এ ব্যক্তি ?

কুল্লুক। রাজ্যের এক বিত্তশালী বণিক—নাম মণিভদ্র। বারো বৎসর পূর্ব্বে পত্নী-বিয়োগে সংসারে এর বৈরাগ্য ঘটে, বণিক গৃহত্যাগ করে। তখন এর সমস্ত সম্পত্তি রাজ-কোষ-জাত হয়। সম্প্রতি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করে ফিরে এসেচে—এসে রাজকোষ হতে সম্পত্তির প্রত্যর্পণ চায়!

শূলসেন। অসম্ভব। একবার যা রাজকোষ-জাত হয়, তার প্রত্যর্পণের বিধি নাই।

কুল্লুক। ওকে সে-কথা বলায় ও মহারাজের বহু নিন্দাবাদ করেচে—অভিসম্পাৎও দিয়েচে।

শূলসেন। রাজাকে অভিশাপ! এর শাস্তি…

কুল্লুক। চিরপ্রথামত ক্ষিপ্ত হস্তীপদতলে…

শূলসেন। সেই শাস্তি। নিয়ে যাও প্রহরী…

মণিভদ্র। ভেবেচো মূঢ়, এমনি তেজে-দর্পে যথা-ইচ্ছা পীড়ন করবে…এমনি

বাধাহীন আনন্দে ? মনে রেখো, কুমার সত্যবান আজ নির্বল নন্—তাঁর প্রধান সহায় তাঁর শ্বশুর মদ্ররাজ প্রবল-প্রতাপ অশ্বপতি। তাঁর তর্জ্জনী-হেলনে তোমার দম্ভ বুদ্বুদের মত ফেটে চৌচির হবে। এ পীড়নের কথা কুমার যদি শোনেন…

কুল্লুক। এ বাচালতা সহ্য হয় না, মহারাজ।

শূলসেন। কুল্লুক, তপ্ত লৌহ-শলাকায় এই প্রগল্‌ভ দুর্বৃত্তের রসনা বিদ্ধ করে দাও—ওর প্রগল্‌ভতার অন্ত হোক্।

মণিভদ্র। ভেবো না পামর শূলসেন, ভগবান সত্যই নিদ্রিত !

কুল্লুক। নিয়ে যাও প্রহরী, রাজাদেশ অচিরে পালন করো।

শূলসেন। আর ওর সেই নবোঢ়া কামিনী…হস্তীশালে তাকে দাসী করে পাঠাও…এই দণ্ডে !

[মণিভদ্রকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান

শূলসেন। কুল্লুক ··

কুল্লুক। মহারাজ…

শূলসেন। সত্যবানের বিবাহ হয়েচে…শুনেচো তো ? সে-সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করেচো ?

কুল্লুক। এর আর স্থির করা কি, মহারাজ ! মারণ-যজ্ঞ সমারোহেই চলেছে…রজত-কাঞ্চন দক্ষিণার পরিমাণ বাড়ানো হয়েচে—যজ্ঞ-ধূম্র গগন স্পর্শ করলো বলে !

শূলসেন। তার যদি আবার একটা পুত্র হয় তো এ সিংহাসন আরো শঙ্কাচ্ছন্ন হবে !

কুল্লুক। কোনো চিন্তা করবেন না, মহারাজ। দেবর্ষির মুখে শুনেচেন তো, সত্যবান একেই স্বল্পায়ু—তার উপর গ্রহাচার্য্য মারণানন্দের

হাতে মারণ-যজ্ঞের ভার···সত্যবানের বাঁচবার কোনো লক্ষণই তো দেখছি না।

শূলসেন। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) চিত্ররথ !···

(চিত্ররথের প্রবেশ, তাহাকে ঘিরিয়া দুজন প্রহরী)

এই যে, আসুন, সেনাপতি মশায় ··

চিত্র। আমি বুঝেছিলেম। তাই প্রস্তুত হয়ে এসেচি শূলসেন···

কুম্ভক। বলো—'মহারাজ'···

চিত্র। প্রচুর বলা হয়েচে। সে-বলায় যে পাপ সঞ্চয় হয়েচে, তীর্থ-পর্যটনে সম্প্রতি তার প্রায়শ্চিত্তও করে আসচি। প্রায়শ্চিত্তের পরে ও সম্বোধন আর নয় !

কুম্ভক। স্পর্দ্ধা দেখচেন, মহারাজ !

শূলসেন। চিত্ররথ, তুমি বনে গিয়েছিলে ? আমার ভৃত্য হয়ে আমার নিষেধ অমান্য করে, সেই অন্ধ, বিতাড়িত ··

চিত্র। সতর্ক হয়ে কথা বলো শূলসেন, মানীর অমর্য্যাদা করো না। বৃদ্ধ হলেও জেনো, আজও এ বাহু দুর্ব্বল, পঙ্গু নয়।

শূলসেন। রক্তচক্ষু দেখাও আমাকে ! আমার প্রশ্নের উত্তর দাও ··

চিত্র। গিয়েছিলেম। তাঁকে সসম্মানে রাজ্যে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখবো বলে গিয়েছিলেম। শাল্ববাসীর দুর্ভাগ্য, তিনি এলেন না ! তারপর তীর্থে গেছলেম, যেদিন শাল্ব ত্যাগ করি, সেদিন হতে এক কপর্দ্দক বৃত্তি গ্রহণ করিনি।

শূলসেন। আমার বৃত্তিভোগী ভৃত্য··

চিত্র। তোমার ভৃত্যত্ব কোনো দিন নিইনি, শূলসেন।···রাজর্ষির

আদেশে এই আঠারো বৎসর এ দুই বাহু শাম্বভূমির সেবা করেচে।
…রাজকোষ হতে বেতন ? সে-অর্থ শাম্ববাসীর দেওয়া সেবার দান!
… হৃদয় যাঁকে প্রভু বলে বরণ করেচে, আমি সেই রাজর্ষির ভৃত্য !

শূলসেন। আমার অন্নে পুষ্ট হয়ে, আজ আমারি সামনে…

চিত্র। অন্নের পুষ্টির কথা ও-মুখে সাজে না। যে-মুখে প্রভুর অন্ন গ্রহণ করেচো…বিশ্বাসঘাতক ··

শূলসেন। এত স্পর্দ্ধা! কুক্কুরের মত তোকে আমি পদাঘাত করি।

(পদাঘাত ; অতর্কিত আঘাতে চিত্ররথ ভূপতিত হইলেন)

চিত্ররথ! (ভীষণ উত্তেজিত হইয়া) পামর শূলসেন…(তীব্র আক্রোশে অগ্রসর হইলেন ; পরে আপনাকে সম্বরণ করিয়া দুই পা হঠিলেন ; হঠিয়া) না, কিছু বলবো না। রাজর্ষির আদেশ !…তবে, এই শেষ… আর এখানে নয়। (গমনোদ্যত)

শূলসেন। (ঈষৎ সরিয়া গিয়াছিল)…বন্দী করো, প্রহরী…(প্রহরী অগ্রসর হইল—সঙ্কোচে ভয়ে)

চিত্র। সাবধান! (প্রহরীগণ স্থাণুবৎ দাঁড়াইল ; পরে শূলসেনের পানে চাহিয়া) শাম্বে এ-শক্তি আজো কারো হয়নি, শূলসেন যে…আমায় বন্দী করে! · (গমনোদ্যত ; ফিরিয়া) শুধু একটা কথা বলে যাই শূলসেন, এ দম্ভ নারায়ণ সহ্য করলেও মানুষ আর সহ্য করবে না!

[প্রস্থান

শূলসেন। কুল্লুক…

কুল্লুক। তাইতো ··মহারাজ…

শূলসেন। কাষ্ঠপুত্তলির মত সব দাঁড়িয়ে রইলে! আর এমন স্পর্দ্ধায় ও চলে গেল!

কুল্লুক। যেতে দিন, মহারাজ! ও একা…মন্দিরের বহু ধন-রত্ন হাতে আছে…সৈন্যদের তাই দিয়ে…বুঝচেন না?

শূলসেন। কিন্তু…(ঈষৎ চিন্তাবিষ্ট)

কুল্লুক। হাঁ, তবে নিশ্চিন্ত হতে দিলে না…! তা…অর্থাৎ চিরকাল বলচি…বীজ নির্ম্মূল করা চাই, মহারাজ, সর্ব্বাগ্রে। বুঝচেন না? মারণ-যজ্ঞ চলুক। তার উপর…এখনি সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে যাত্রা করতে হবে…বুঝচেন না? সেই বনে, যেখানে সেই অন্ধ, তপস্যার ভাণে বিদ্রোহের চক্র রচনা করচে! না হলে, মঙ্গল নাই।

শূলসেন। আমার আদেশ জানাও—এখনি—এখনি দশ হাজার নিপুণ অশ্বারোহী সেনা…দ্যুমৎসেনকে সবংশে ধ্বংস করতে চাই। আর সতর্ক প্রহরী…তারা এখানে পুরী রক্ষা করবে! [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

পম্পা-তীর

সত্যবান ও সাবিত্রীর প্রবেশ

সত্যবান। দীর্ঘ পথ সঙ্গে এসেচো, সাবিত্রী। এই সেই পম্পা-তীর।…এবার আশ্রমে ফেরো।

সাবিত্রী। তাই ফিরবো। (ফিরিলেন)

সত্যবান। (মুগ্ধ ভঙ্গিমায় সাবিত্রীকে লক্ষ্য করিতেছিল; সাবিত্রী একটু দূরে গেলে) ফিরচো! ফেরার আগে এই নির্জ্জন বনতলে একবার দাঁড়াও। (সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁর মুখে প্রসন্নতা ও বিষাদ মেঘ-রৌদ্রের মত ছায়া মেলিতেছিল)…সাবিত্রী…

সাবিত্রী। বলো···

সত্যবান। (সহাস্য ভাবে) আমাদের বিবাহের এক বৎসর পূর্ণ হতে আর কত দেরী ?

সাবিত্রী। দু'মাস।···(এটুকু বলিয়াই চমকিয়া সত্যবানের পানে সপ্রশ্ন অধীর দৃষ্টিতে চাহিলেন) কিন্তু এ কথা কেন ?

সত্যবান। (হাসিয়া সস্নেহে সাবিত্রীর হাত ধরিয়া) এ দীর্ঘকাল ছায়ার মত তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছো···কাজে, বিশ্রামে—সকল সময় ! এ ছায়া কখনো মিলায় না !

সাবিত্রী। আমি তো তোমারি ছায়া।

সত্যবান। (দীর্ঘশ্বাস) ছায়া ! শুধু ছায়া !···স্পর্শ করবার নও, ধরবার নও তুমি ! শুধু ছায়া ! (সনিশ্বাসে) কত···কত দূরে নিজেকে লুকিয়ে রেখেচো, কি-মৌনতার প্রাচীর-অন্তরালে ! প্রাণের উপর নিবিড় করে তোমায় কখনো পেলেম না, সাবিত্রী ! মিলনের উচ্ছ্বসিত আনন্দে, প্রাণের উদগ্র কামনায়, মনের আকুল আগ্রহে ··পাবার নও তুমি ! মানস-লোকে মহিমায় আসনে বসে আছো চিরদিন···পাষাণের প্রতিমা !

সাবিত্রী। না, না,—কেন এ-কথা বলচো তুমি ! আমি···আমি... (অশ্রুর বাষ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল ; সাবিত্রী মুখ নত করিলেন)

সত্যবান। কাঁদচো ! না, কেঁদো না। (সাদরে) তুমি আমায় ভালবাসো সাবিত্রী···আমি তা জানি। রাত্রে কখনো যদি ঘুম ভেঙ্গে গেছে, দেখেচি, আমার মুখের'পরে তোমার চোখের আকুল দৃষ্টি ! সে যেন অমৃতের স্নিগ্ধ পরশ ! বিনিদ্র তুমি বসে পাখার বাতাস করচো, নয় গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছ ! পুলকে আমার প্রাণ ভরে

উঠেচে…ভয়ে আমি চোখ খুলিনি !…(হাত ধরিয়া) কিন্তু…তোমার এই সেবা-পরিচর্য্যারই কি কাঙাল আমি ?

সাবিত্রী। কি তোমার বাসনা, বলো। অভিমান করো না…

সত্যবান। কি বলবো, সাবিত্রী ? আমার বাসনার কি সীমা আছে ?… থেকে থেকে মনে হয়, ঐ পাষাণ-প্রাচীর ভেঙ্গে তোমায় লুঠ করে নিয়ে আসি আমার এই বুকের উপর…তোমার তরুণ মনের কঠিন আবরণ চূর্ণ করে দি !…কিন্তু ঐ তোমার মলিন মুখ…চোখের পিছনে ঐ অশ্রুর পাথার !…(সাবিত্রীর পানে চাহিলেন ; বেদনা বোধ করিলেন) আমার কি তা চোখে পড়ে না ? বুক আমার বেদনায় জ্বলে ওঠে।…কেন ?…কেন তোমার মুখ অমন মলিন দেখি ? কেন ও-দুই চোখের পিছনে অশ্রুর আভাস ?…আমায় বলো, বলো সাবিত্রী…

সাবিত্রী। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; তাঁর চক্ষু আবার সজল হইল ; কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন) আমায় তা জিজ্ঞাসা করো না…এ যে কি ব্যথা…না, না, আমি বলতে পারবো না।

সত্যবান। কিন্তু আমার বুক যে এতে চূর্ণ হয়ে যায় !…কি মনে হয়, জানো ? (ক্ষণেক স্তব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর) মনে হয়, আমার জীবন বুঝি শেষ হয়ে গেল ! প্রাণের সব বাসনা ব্যর্থ হলো !…অতৃপ্তির বোঝা বুকে বয়ে আমি যেন কোন্ অতল অন্ধকারে ডুবে যাই !

সাবিত্রী। ও কথা বলো না। তোমার ব্যথায় আমি বুক পেতে দেবো। …আমায় বলো, বলো, কি তোমার ব্যথা ?

সত্যবান। তোমার ঐ মৌনতা…আমি দীন তাপস, বনবাসী, আমায় বিবাহ করে তুমি সুখী হওনি…না ? এই অভাব, দৈন্য…

সাবিত্রী। (চমকিয়া, অধীর উচ্ছ্বাসে) না, না। কিসের অভাব! কিসের দৈন্য! তোমার পায়ে স্থান পেয়েচি, সে আমার কত বড় সম্পদ!…(নিশ্বাস ফেলিয়া) তোমার ভালোবাসা—কত গভীর, আমি তা জানি। সে ভালোবাসা মায়া নয়, ছায়া নয়, পিপাসা নয়,—সে আমার অমৃত…

সত্যবান। (আনন্দ-প্রদীপ্ত স্বরে) সাবিত্রী…

সাবিত্রী। (মুগ্ধ গাঢ় কণ্ঠে) সে ভালোবাসা আমার শক্তি, পুণ্য… সে আমার ধর্ম্ম, তপস্যা!… এই প্রেম-ধর্ম্ম আমার সকল ধর্ম্মের সার।

সত্যবান। তোমায় পেয়ে আমার জীবন সফল হয়েচে, ধন্য হয়েচে, সাবিত্রী।…(ক্ষণেক সাবিত্রীর পানে চাহিয়া) সাবিত্রী…

সাবিত্রী। (সত্যবানের মুখের পানে চাহিয়া নিরুত্তর রহিলেন)

সত্যবান। তুমি আমায় যেমন ভালোবাসো, এমন ভালো আর-কোনো নারী তার স্বামীকে বেসেচে?

সাবিত্রী। নারীমাত্রেই স্বামীকে এমনি ভালোবাসে। তা না বাসলে ধরণীর আজ অস্তিত্বও থাকতো না! মানুষের গৃহ, সংসার…সব বাতাসে মিলিয়ে যেতো।

সত্যবান। (সাদরে সাবিত্রীর দুই হাত বক্ষে ধরিলেন; পরে হাত ছাড়িয়া দিয়া সস্নেহে) তুমি আশ্রমে ফেরো। আমি সমিধ-সংগ্রহে যাই।

সাবিত্রী। বলো—আসি।

সত্যবান। আসি, সাবিত্রী…

সাবিত্রী। এসো…

সত্যবান। (গমনোদ্যত হইয়া ফিরিলেন) এই দুটী চোখের দৃষ্টি—না, বিলম্ব হচ্ছে। অপরাহ্ণে এই পম্পা-তীরে আমার প্রতীক্ষায় এসে বসো—একসঙ্গে আশ্রমে ফিরবো।

সাবিত্রী। তাই হবে। (সত্যবান চলিয়া গেলেন, সাবিত্রী কিয়ৎক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন ; পরে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) কি দেখচো ? আকাশ, বাতাস, বনানী, পম্পার অতল কালো-জল, কেন অমন নিথর হয়ে আমার পানে চেয়ে আছো ? (দীর্ঘনিশ্বাস) —আর দু'মাস··· বসন্তের বীণার সুর ঐ থেমে আসে ! তারপর··· বৈশাখ—জ্—জ্—জ্যৈষ্ঠ মাস কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর সেই কাল-রাত্রি ! (শিহরিয়া উঠিলেন) না, তা হতে পারে না ! দেবর্ষির আশীর্ব্বাদ, সতীর আশীর্ব্বাদ, পূজ্য গুরুজনের আশীর্ব্বাদ !···কিন্তু এ কথা কেন মনে আসে ? এই আদর ভালোবাসা—এর মাঝখানেও ··কেন ভুলতে পারচি না ?···কি ব্যথা···কি বেদনা · বাণে-বেঁধা পাখীর মত বুকে সারাক্ষণ ছটফট্ করচে ! ··নিয়তি ? ··নিয়তি মানিনা, মানিনা আমি। আমার এ প্রেমের চেয়েও নিয়তির শক্তি প্রবল হবে ? ওঃ ! নারায়ণ। (অবসন্নভাবে পম্পা-তীরে বসিয়া পড়িলেন ; বসিয়া দুই হাতে চক্ষু ঢাকিলেন ; ক্ষণ-পরে সনিশ্বাসে) কেন মন উদাস ? চোখের পিছনে কেন এ গোপন অশ্রুর পাথার ? তুমি দেখেচো, নাথ ! ·· কেন ? তা তোমায় বলতে পারলেম না ! কেমন করে বল্‌বো ? এ বড়-ব্যথা—বলবার নয়। আমার ব্যথায় তোমার বুকে ব্যথা বাজে ! আমি আমার ব্যথা সইতে পারি—কিন্তু তোমার ব্যথা··· না, সে আমি সইতে পারবো না ! (অশ্রু মুছিয়া শান্তভাবে চারিদিকে একবার চাহিলেন) বনানীর এই শোভা, বিশ্ব-প্রকৃতির

এই মাধুরী···আমার প্রাণে কোনো সাড়া তোলে না! সৃষ্টির এই রস-ধারা···সব পাষাণ···পাষাণ হয়ে গেছে···আমার চোখে, আজ···

গান

আমার মিছে সব!
আকাশ-ভরা আলো,
ফুল-হাসি-কলরব!
নদী কুলুকুলু বয়ে যায়,—হায়রে
কি ব্যথা সুরে কয়ে যায়—
প্রাণ মুরছি
পড়ে যে লুটায়ে—কি দুখে নব-নব!
পাখীর গানে আকুলতা,
ভোরের আলোয় কি বারতা!
সজল আঁখি কি বেদনায়! হায়রে
নিখিলের এই হাসি-মেলায়
হতভাগিনী!
এ বেদনা কারে কব, কারে কব!

(গীতান্তে উদাস নেত্রে শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন ; চোখে অশ্রুভার)

জয়ার প্রবেশ

জয়া। আমি এসেচি।···বলেছিলেম, আবার দেখা হবে।

সাবিত্রী। (বিস্মিতভাবে) আমি আপনাকেই যেন খুঁজছিলেম!

জয়া। আমায়!···কেন রাজকন্যা?

সাবিত্রী। দয়া করে আমায় সাবিত্রী বলবেন।

জয়া। আমায় কেন খুঁজছিলে, সাবিত্রী?

সাবিত্রী। আপনি বহু তীর্থ ঘুরেচেন। বহু দেব দেবী, নর-নারী দেখেচেন …কত দেশ, কত নদ, নদী, বন…

জয়া। কিছু-কিছু দেখেচি বৈ কি!

সাবিত্রী। আপনি জানেন, নিয়তিকে কেউ কথনো রোধ করতে পেরেচে?

জয়া। হঠাৎ এ কথা! তুমি আমায় অবাক করলে, সাবিত্রী!…এই বনের শোভা, নববধূর এই কোমল প্রেমের উন্মেষ…

সাবিত্রী। দয়া করে বলুন…

জয়া। তার উপর আরো বিস্ময়, তুমি এখানে একা !

সাবিত্রী। স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেম। তিনি সমিধ-সংগ্রহে গেছেন— আমি আশ্রমে ফিরবো, ভাবছিলেম

জয়া। বটে!

সাবিত্রী। আমায় বলুন

জয়া। নিয়তিকে রোধ?…কেউ করেচে বলে না, জানিনা। কথনো শুনিনি…

সাবিত্রী। তা হলে রোধ করা যায় না? (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন) তাহলে এই ব্রত, পূজা, প্রাণের আন্তরিক আশীর্ব্বচন, মনের এই অধীর আবেগ, আগ্রহ… এ-সবের কোনো মূল্য নাই? নিষ্ফল কতকগুলো…

জয়া। (বাধা দিয়া) তা কি করে বলি, সাবিত্রী?

সাবিত্রী। …তবে?

জয়া। মানুষ আজ পর্য্যন্ত নিয়তিকে রোধ করতে পারেনি, সাবিত্রী…

সাবিত্রী। কিন্তু কেউ পারবে না, এমন কথাও তো নেই!

জয়া। নিয়তিকে কেউ রোধ করতে চায়নি। সে চেষ্টাও কেউ করেনি।

সাবিত্রী। চায়নি!···তাই, তাই!···তাহলে পারে? যদি কেউ সে চেষ্টা করে? বলুন, দয়া করে বলুন আমায়···

জয়া। মানুষের শক্তি সামান্য নয়, সাবিত্রী। মানুষের অসাধ্যও কিছু নেই। ভগবানকেও তাঁর বৈকুণ্ঠ থেকে মানুষ বারে বারে এই ধরণীর বুকে টেনে এনেচে।

সাবিত্রী। আঃ···!

জয়া। কিন্তু···হঠাৎ এ-কথা কেন, সাবিত্রী?

সাবিত্রী। (চারিদিকে চাহিয়া) স্বামীর কল্যাণের জন্য! স্বামীর জীবন···যার জন্য নারী সারাক্ষণ শঙ্কাকুল থাকে···

জয়া। তুমি সতী। সতী চিরদিনই স্বামীর কল্যাণ-কারিণী। সতীর অসাধ্য কিছু নেই, সাবিত্রী। শক্তিময়ী বিশ্ব-মাতা—সংসারের কল্যাণে এই নারী-মূর্ত্তিতেই তাঁর বিকাশ! জায়া, ভগ্নী, কন্যা··· এ তাঁরই লীলা! তিনি বিচিত্ররূপিণী!

সাবিত্রী। (মন উৎসাহে প্রদীপ্ত হইল; স্বপ্নাবিষ্টের মত) নারী শক্তিময়ী —শক্তিময়ী নারী! (চিন্তা)···দেবি···

জয়া। ভয় নেই, সাবিত্রী। বিভবশালী কোনো তরুণ রাজাকে বিবাহ করে' নিশ্চিন্ত আরামে তুমি থাকতে পারতে! কিন্তু কঠিন ভবিষ্যৎ, এই দারিদ্র্য-দুঃখ—সব জেনেও সত্যবান-গত-চিত্তা তুমি সত্যবানের সঙ্গে তার ভাগ্য বরণ করেচো! তোমার প্রাণের এত-বড় নিষ্ঠা, এর কোনো শক্তি নেই, ভাবো?···নারীর নিষ্ঠার শক্তি প্রবল।···সাধনা করো। মানুষের সাধনা কখনো নিষ্ফল হয় না।···আশ্রমে যাবে?

সাবিত্রী। যাবো। আপনি···?

জয়া। এক ব্রাহ্মণ আছেন—রাজর্ষির আশ্রমের কাছেই। তাঁর পুত্র ব্যাধিমুক্ত হয়েচে। বধূ অদিতিকে আমি ওষধির কথা বলেছিলেম··· আরো বলেছিলেম, তার স্বামী ব্যাধিমুক্ত হলে আসবো। তাই··· তাছাড়া তোমাকে দেখবারও বাসনা ছিল, সাবিত্রী!

সাবিত্রী। শুনে কৃতার্থ হলেম। আসুন দেবি···

জয়া। গান

জীবন-ধারা!
হিল্লোলে উল্লাসে বহে জীবন-ধারা!
রঙ্গে তুলি কলধ্বনি, আশায় ভরা জাগরণী,
তরঙ্গে বয় দিকে-দিকে আকুল-পারা, আকুল-পারা!
সুর-অমরার উৎস হতে বইচে ধারা, বইচে স্রোতে
চূর্ণ করি মরণ-গিরির শঙ্কা-তিমির, পাষাণ-কারা!

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তপোবন-সন্নিহিত কুঞ্জতল—কাল সন্ধ্যা

[সাবিত্রী আসিয়া মৃগচর্ম্মের আসন বিছাইয়া দীপাধারে দীপ জ্বালিয়া প্রস্থান করিলেন ; পরে দ্যুমৎসেনের হাত ধরিয়া আবার আসিলেন]

সাবিত্রী। আপনার আসনে বসুন, বাবা···সন্ধ্যার এই হাওয়ায়······

(দ্যুমৎসেন বসিলেন)

দ্যুমৎ। তুমি আমার পাশে বসো, মা!···বড় দুর্ব্বল হয়েচো, তোমার গলার স্বরে বুঝচি। তিন দিন, তিন রাত উপবাস···একটু জল অবধি মুখে দাওনি! তার উপর এই ব্রত-পূজার শ্রম।···ব্রত তো শেষ হয়েচে, মা—এবার মুখে কিছু দাও।

সাবিত্রী। (সলজ্জভাবে) এ ব্রতের নিয়ম, বাবা—তিন রাত্রি কাটলে স্বামীকে প্রণাম করে তারপর পারণ···

দ্যুমৎ। কেমন করে এ কষ্ট সহ্য হবে, মা ?

সাবিত্রী। আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না, বাবা। আপনার পুঁথি আনি···

দ্যুমৎ। না মা, তুমি আমার কাছে বসো। উঠো না। তোমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী পুঁথি আনচেন।

শৈব্যার প্রবেশ ; তাঁর হাতে পুঁথি

শৈব্যা। আজো গৃহের কাজে তোমার শৈথিল্য নেই, মা! এই নির্জলা উপোস্...তোমার শরীর যা হয়েচে, মুখের পানে চাওয়া যায় না! ঐ রুক্ষ চুল···এসো মা, বেণী বেঁধে দি।

সাবিত্রী। নিয়ম নেই মা। তিন রাত্রি শেষ হলে···

দ্যুমৎ। কাজেরও তোমার বিরাম নাই, মা!

শৈব্যা। অনেক পুণ্যে মাকে পেয়েচি। কিন্তু ঐ মলিন মুখ,···আমার কেবলি ভয় হয়, এ সুখ সহ্য হবে কি!

দ্যুমৎ। গ্রন্থ শোনো মা! তোমার শ্বশ্রূঠাকুরাণী আজ পাঠ করুন।

সাবিত্রী। আমিই পড়ি, বাবা···

শৈব্যা। মা'র নিত্য-কাজ—সে কি আজো ছাড়বেন! কিন্তু তোমার এই শরীর! আজ না হয়···

সাবিত্রী। পুণ্যকথা—এ পড়লে ক্লান্তি হবে না, শরীরে-মনে এতে শক্তি পাই, মা। (পাঠ)

ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং, কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

(পাঠান্তে ক্ষণকাল স্তব্ধ স্তম্ভিত রহিলেন ; পরে)

বাবা···

দ্যুমৎ। কেন, মা ?

সাবিত্রী। আত্মার বিনাশ নাই ? আত্মা জন্ম-মৃত্যু-রহিত ?

(তাঁর স্বর পুলক-দীপ্ত)

দ্যুমৎ। তাই, মা···

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আত্মা জন্ম-মৃত্যু-রহিত, নিত্য, নির্ব্বিকার, পুরাণ···

সাবিত্রী। আঃ!···

সত্যবানের প্রবেশ, হাতে কুঠার

শৈব্যা। এসো সত্যবান। কুঠার রেখে পুঁথি শুনবে, এসো···

সত্যবান। আমায় এখনি বনে যেতে হবে, মা। গৃহে কাঠ নেই। যা ছিল, সাবিত্রীর যজ্ঞে তা ব্যয় হয়েচে। আহিতাগ্নির জন্যও যজ্ঞ-কাঠ বেশী দেখছি না—সারারাত্রি যজ্ঞাগ্নি জ্বলবে কি করে··· তা ছাড়া ফল-মূলও চাই।

শৈব্যা। এই কৃষ্ণপক্ষের রাত...অমানিশার অন্ধকার ··

সত্য। ভয় কি মা ? এমন তো কত রাত্রে বনে গেছি !

শৈব্যা। কিন্তু আজ ?···আমার প্রাণ চাইছে, ক'জনে এক সঙ্গে থাকি ! আজ দূরে পাঠাতে মন কেমন...

সত্য। (সহাস্যে) উপায় নেই মা, বনে যেতেই হবে।

সাবিত্রী। (গ্রন্থ রাখিয়া) তুমি বনে যাবে ?

সত্য। না গেলে নয়...

সাবিত্রী। আজ ?···না···

সত্য। কি বল্‌চো ?

সাবিত্রী। না, আজ রাত্রে যেয়ো না।···মা যে মানা করচেন···

সত্য। অবুঝ হয়ো না।

সাবিত্রী। তবে···

সত্য। কি বল্‌চো ?

সাবিত্রী। যে ব্রত করেচি, তার নিয়ম, ব্রতের শেষে সারা রাত স্বামীর পাশে থাকতে হয়।···বনে যদি তোমায় যেতেই হয়, আমিও সঙ্গে যাবো।

সত্য। সে কি, সাবিত্রী! তা কি হয়? তিন দিনের উপবাসে তোমার শরীর দুর্ব্বল। এই চতুর্দ্দশীর অন্ধকার রাত্রি···তাছাড়া হয়তো গভীর বনেও যেতে হবে। পথ দীর্ঘ...

সাবিত্রী। তা হোক, তবু আমায় সঙ্গে যেতে হবে। না হলে আমার ব্রতের পুণ্য নিষ্ফল হবে।

শৈব্যা। কিন্তু তোমার এই শরীর, মা—অত পথ-চলার শ্রম···বিশেষ অন্ধকার রাত···

সাবিত্রী। দয়া করে অনুমতি দিন, মা...(চরণস্পর্শ করিল) আমার পূজার পুণ্য না হলে...বাবা···(চরণস্পর্শ)

দ্যুমৎ। দেবি···

শৈব্যা। আর্য্যপুত্র···

দ্যুমৎ। প্রায় এক বৎসর মা আমাদের কাছে আছেন। এ দীর্ঘকালে আমাদের কাছে কখনো কিছু চেয়েছেন ?

শৈব্যা। না। চাইবার অবসর ওঁর কোথায়? যন্ত্রের মত গৃহ কাজ

করচেন, বাক্‌হীন জলধারার মত সেবায় আমাদের অহরহ সরস স্নিগ্ধ রেখেচেন…

দ্যুমৎ। আজ মা এই প্রথম একটি প্রার্থনা জানিয়েচেন…

শৈব্যা। ব্রতের পুণ্য যদি সত্যই নিষ্ফল হয় ?

দ্যুমৎ। প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি দিলেম, মা। তুমি স্বামীর অনুগামিনী হও। স্বামী-সাহচর্য্যে কোন বিপদ ঘটে না।…এই যোগিনী সন্ধ্যা তোমাদের পথ নির্ব্বিঘ্ন করুন! আকাশ-ধরণীর রক্ষিণী শক্তি তোমাদের রক্ষা করুন!

সাবিত্রী। দাসী কৃতার্থ হলো! (সত্যবানের প্রতি) কুঠার আমার হাতে দাও…

সত্য। কিন্তু তোমার দুর্ব্বল শরীর…এই শ্রান্তি…

সাবিত্রী। কোনো শ্রান্তি নেই। আর্য্যগণের অনুমতি আমার সব শ্রান্তি দূর করেচে। (কুঠার হাতে লইলেন)

সত্য। এসো সাবিত্রী…　　[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনমধ্য

ক্ষণে ক্ষণে অশনি-হুঙ্কার, বিদ্যুৎ-বিকাশ ও প্রমত্ত ঝটিকা

গাহিতে গাহিতে নারদের প্রবেশ

নারদ।　　গান

কমলাপতি জয় দেব-দেব, বাণীশ গোলোকবিহারী!
সবিতৃমণ্ডল-আসীন নারায়ণ শঙ্খচক্রধারী!

কনক-কেয়ূর-কুণ্ডলী, জয়,—
সহস্র-শির পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় !
ত্রিলোক নাথ, কমল-আসন, জয় সত্যমঙ্গলচারী !

ঐ আসচেন্ সতী সাবিত্রী ! একদিকে নারীর প্রেম, অপরদিকে নির্ম্মম মৃত্যু···ধরণীর বুকে আজ অপূর্ব্ব সংগ্রাম ! প্রকৃতির চাঞ্চল্যের সীমা নাই। রুদ্র গর্জ্জনে কখনো তার প্রাণের প্রতিবাদ জেগে উঠ্‌চে—পরক্ষণে বেদনার অশ্রুধারায় প্রাণ গলে' পড়চে। দেখি, কে জেতে ? নিয়তি ? না, নারীর প্রেম ?

[প্রস্থান

সত্যবান ও সাবিত্রীর প্রবেশ

সত্য। এমন বিচিত্র দুর্য্যোগ কখনো দেখিনি। এ-বনেও ধারা-বর্ষণ হয়ে গেছে। একখানি শুক্‌নো কাঠ কোথাও দেখচি না।

সাবিত্রী। (ভীত-নেত্রে চারিদিকে চাহিলেন)

সত্য। কি ভাব্‌চো, সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। কাছে এসো, আরো কাছে·· আমার বুকের কাছে।

সত্য। চল্‌তে কষ্ট হচ্ছে ?

সাবিত্রী। না,···কষ্ট নয়।

সত্য। তবে ?

সাবিত্রী। (মুখের পানে চাহিল) কষ্ট নয়। প্রাণ কেমন হাঁফিয়ে-হাঁফিয়ে উঠচে।

সত্য। (সাদরে) তোমার আশ্রমে থাক্‌লেই ভালো হতো ! আমি তো এখনি ফিরতেম ! পলকের অদর্শন···

সাবিত্রী। সেই পলকই আমার দীর্ঘ-যুগ মনে হতো। (কতক আত্মগত ভাবে) বিশেষ···আজকের রাত···

সত্য। কেন, সাবিত্রী? আজকের রাত···

সাবিত্রী। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী···। ছাখো, ছাখো—অন্ধকার কি ঘন হয়ে নামচে! অন্ধকার···অন্ধকারের পর অন্ধকার···কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই! চতুর্দ্দশীর রাত্রে কি এমনি অন্ধকারই হয়?

সত্য। তাই হয়, সাবিত্রী। উপবাসের ক্লেশ, তাই তোমার এমন মনে হচ্ছে!

সাবিত্রী। (উদাসভাবে) হবে! (দীর্ঘশ্বাস)

সত্য। তোমায় আশ্রমে রেখে আসবো?

সাবিত্রী। না, না···(হাত চাপিয়া ধরিলেন) আজ তোমার সঙ্গ-ছাড়া হলে আমি বাঁচবো না, বাঁচবো না···

সত্য। তবে আমার হাত ধরে এসো—আমার দেহের উপর ভর রেখে, ধীর পায়ে। কে জানে, আরো কত বন পার হলে ধারা-বর্ষণ-হীন শুষ্ক বন পাবো। [ধীরে ধীরে উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

কয়েকজন ব্যাধের প্রবেশ ; ভীত ত্রস্ত ভাব

১ম ব্যাধ। পালা—পালা—এ বন ছেড়ে।

২য় ব্যাধ। বাপ্, কি দুর্য্যোগ! এই দেখি, এখানে বৃষ্টি, ওখানে নেই। যেই ওখানে ছুটি, অমনি সেখানেও···

(মাথা-মুখের জল ঝাড়িল)

৩য় ব্যাধ। ভিজে একশা' হয়ে গেছি।

১ম ব্যাধ। আজকের আঁধার দেখেছিস্? যেন পায়ে চলে বেড়াচ্ছে!

২য় ব্যাধ। হুঁ! আকাশ থেকে নামচে তো নামচেই···যেন কালো কালো দত্যিগুনো। গাছের ডালপালা ধরে ঝুলচে সব।

৩য় ব্যাধ। আবার তেড়ে তেড়ে আসে···(বজ্রনির্ঘোষ)

১ম ব্যাধ। ঐ—ঐ! পালা···পালা। বাপ, যেন ভূত-পেরেতে গজ্জন ছাড়চে!

২য় ব্যাধ। রাত-বিরেত মানি না—বনে বনে চিরজন্ম ঘুরচি। গায়ের এমন ছম্‌ছমানি কখনো জানিনি···

৩য় ব্যাধ। আঠাকাটিটায় জোর ছিল আজ! (বিদ্যুৎ-বিকাশ)

২য় ব্যাধ। চোখ গেল রে, চোখ গেল। প্রাণ নিয়ে বন ছেড়ে পালাতে পারলে হয়। (বৃক্ষ-পতন শব্দ)

৩য় ব্যাধ। ওই মড়্ মড়্ আওয়াজ!···শুনচো!···এলো—এলো—(পলায়নোদ্যত) ও বাবা রে—এ কে? ডাকিনী···!

জয়ার প্রবেশ

১ম ব্যাধ। এবার গেছি। দোহাই মা, এ-বনের পাখী আর মারবো না। দোহাই মা, এ যাত্রা ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি···

জয়া। তোমরা দেখেচো?

১ম ব্যাধ। না, মানুষ রে!

জয়া। দেখেচো তোমরা? বলো···

২য় ব্যাধ। দেখেচি বই কি মা! এই এত-বড় হাঁ, লক্‌লকে জিভ্···ঐ গাছের ডাল ধরে ঝুলছিল···

জয়া। না, না—তা নয়।

৩য় ব্যাধ। তবে?

জয়া। এক তরুণ তাপস, তার সঙ্গে এক তরুণ তাপসী ?

১ম ব্যাধ। জন্মে দেখিনি, মা। এই বনে, এই আঁধারে কোথায় তাপুস্-তাপুসী !···

২য় ব্যাধ। তাদের ঘাড়ে তো ভূত চাপেনি···

জয়া। ছাখোনি তাহলে ?

১ম ব্যাধ। না, মা।···নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছি কোনো রকমে—ভয়ে চোখে হাপুস্-ধারে জল ঝরচে। বলে ··

২য় ব্যাধ। তাপুস্ ছাথার সময় পেনু কৈ, মা ?

[ব্যাধগণের প্রস্থান

জয়া। এই পথেই গেছে। ধারা-ঝরা বন—যে-পথে ধারার বিরাম, সেই পথেই তারা যাবে। (অশনি-হুঙ্কার ; বিদ্যুৎ-বিকাশ)

গান

ঘোর তিমির-ঘন রাত্রি !
রুদ্র প্রভঞ্জন অশনি-গর্জ্জন—
চঞ্চল-চল-ভূমি জীবকুল-ধাত্রী !
প্রমত্ত তাণ্ডবে নাচে মহাকাল,
ঘূর্ণিত ত্রিনয়ন লটপট জটাজাল—
কম্পিত ভয়-ভীত সচকিত যাত্রী !

তৃতীয় দৃশ্য

মহাবন

অন্ধকার গভীর, ক্রমে গভীরতর হইতেছে ; প্রকৃতি স্পন্দন-রহিত, স্থির, নিষ্কম্প

সত্যবান ও সাবিত্রীর প্রবেশ

[সাবিত্রীর মুখ মলিন, ক্ষণে ক্ষণে শ্বাসবন্ধ ; চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইতেছেন। তাঁর দুই চরণ কম্পিত, দেহ টলিতেছে। সত্যবানকে প্রাণপণ-বলে ধরিয়া তিনি পথ চলিতেছিলেন। সত্যবান থাকিয়া থাকিয়া উদ্বেগাকুল নেত্রে সাবিত্রীকে লক্ষ্য করিতেছেন]

সত্য। সাবিত্রী···

সাবিত্রী। (কোনো কথা কহিলেন না ; সত্যবানের অঙ্গে দুই হাত বুলাইয়া তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করিলেন)

সত্য। কি দেখচো, সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। (স্বর ক্ষীণ, কষ্টে উচ্চারিত) দেখ্‌চি···তোমায়। তুমি আছো, পাশেই আছো !

সত্য। তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত ! এখানে বসো, বিশ্রাম করো।

সাবিত্রী। না, ক্লান্ত নই। এই বিশ্বভুবন···এর প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত তোমার হাত ধরে এমনি চল্‌তে পারি, অক্লেশে, বিনা-ক্লান্তিতে···! সে বল আমার আছে। আমি ক্লান্ত নই।

সত্য। তোমার পা কাঁপচে—সর্ব্বাঙ্গ টল্‌চে, সাবিত্রী। তুমি যে দাঁড়াতে পারচো না!

সাবিত্রী। (সত্যবানের হাত চাপিয়া ধরিল ; পরে মুখের পানে চাহিয়া কাঁধে ভর দিল)

সত্য। ভয় হচ্ছে, সাবিত্রী ?…এই অন্ধকার ?

সাবিত্রী। না। তুমি পাশে আছো—কিসের ভয় ?

সত্য। ক্ষণে ক্ষণে আমার এই হাত চেপে ধরচো…

সাবিত্রী। মন তোমায় নিবিড় করে পেতে চাইছে · একেবার প্রাণের উপর ··

সত্য। সাবিত্রী, সাবিত্রী·· এই প্রলয় রাত্রির অন্ধকারে…এ কি কথা শোনালে!…আমায় পেতে চাও…নিবিড় করে তোমার প্রাণের উপর!…(সোল্লাসে) তা কি পাও নি ?

সাবিত্রী। (ঘাড় নাড়িয়া) পেয়েচি…(দীর্ঘশ্বাস) তবু নারীর কি ভয়! এ ভয় পলে-পলে মনকে কত উতলা করে!…নারীর মন…শয়নে-স্বপনে তার কত শঙ্কা—যদি হারায়, যদি হারায়!…নারীর জীবনই এই আগলে থাকায়!·· (স্বর ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল ; বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না ; স্থির লক্ষ্যে বনানীর পানে উদাস-নেত্রে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন)

সত্য। সাবিত্রী…সাবিত্রী…অমন স্থির চোখে কি দেখচো ?

সাবিত্রী। চুপ—চুপ!…এই বন · ঐ আকাশ…নিথর দাঁড়িয়ে আছে… দেখচো না ? কি মূক, মৌন, চেতনহীন!…ত্যাখো, ত্যাখো…ঐ পত্র-পল্লব, ঐ কালো আকাশ…সব অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে!…বাতাস… এ অন্ধকারে ভয় পেয়ে সরে গেছে!…কেন ? কেন এরা নীরব ? এমন নিস্পন্দ ?…জানো ? জানো ?

সত্য। (আকাশের পানে চাহিয়া) বোধ হয়, ঝড় উঠবে। চারিদিকে গুমট্—নক্ষত্রহীন আকাশ!

সাবিত্রী। না—না—তুমি জানো না···ওরা গোপনে পরামর্শ করচে! চক্রান্ত!···কিসের চক্রান্ত? বলো, বলো···

সত্য। সাবিত্রী, সাবিত্রী···

সাবিত্রী। আকাশে নক্ষত্র···?···নেই! ভয়ে শিউরে সরে গেছে! (আকাশের পানে কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ চাহিয়া) শুনচো? · শুনতে পাচ্ছো?

সত্য। কি শুনবো সাবিত্রী? গভীর বনে নিশীথের নিবিড় স্তব্ধতা···

সাবিত্রী। স্তব্ধতাই! ও স্তব্ধতা ফাঁশিয়ে চূর্ করে···ঐ···ঐ···শুনচো? শুনতে পাচ্ছো না?···কার নিশ্বাস···! ওঃ, কি বেদনার নিশ্বাস!··· আমার বুক ভেঙ্গে গেল! বুক···(কণ্ঠ বেদনায় রুদ্ধ হইল)

সত্য। (কাতর চক্ষে চাহিয়া রহিলেন; সাবিত্রীর হাত ধরিলেন)

সাবিত্রী। (হাত বাড়াইয়া সভয়ে) ও কে আসে?···ছায়ার মত ঐ অন্ধকারে মিশে···? (উৎকর্ণ) ওই ··ওই কার পায়ের ধ্বনি··· মৃদু···ভারী মৃদু · সতর্ক পায়ে আসচে···খুব সতর্ক!···কেন আসে? কেন? কেন?···কি হবে? (সত্যবানের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন)

সত্য। সাবিত্রী · সাবিত্রী···

সাবিত্রী। (অশ্রু-সজল কণ্ঠে) তোমার কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে দূরে ফেলে দেবে। দূর···অনেক দূরে···! তাই আসচে! (সবলে সত্যবানের হাত চাপিয়া ধরিলেন) আমায় ধরো, ধরো, ধরে রাখো··· খুব জোরে—যেন ছিনিয়ে নিতে না পারে!···তোমায় পেলেও আমার

অনেক সাধ এখনো বাকী !·· মনে অনেক আশা, অনেক বাসনা !

(অবসন্নভাবে সত্যবানের দেহের উপর ভর রাখিলেন)

সত্য। এ সব কি বলচো, তুমি সাবিত্রী !·· উপবাসে পথশ্রমে সাবিত্রীর শেষে চিত্ত-বিকার হলো ! নারায়ণ ! (শোয়াইয়া নিজের ক্রোড়ে শির-রক্ষা করিলেন)···সাবিত্রী···

সাবিত্রী। ডাকচো ? ডাকো···ডাকো···আমি যেন ঐ অন্ধকারে মিশে যাচ্ছি, তোমায় যেন পাচ্ছি না !···এসো, কাছে এসো, আমার হাত ধরো ··

সত্য। আমি তোমার কাছেই আছি, সাবিত্রী···। আমার কোলে মাথা রেখে তুমি শুয়ে আছো···আমার দুই বাহু দিয়ে তোমায় ঘিরে আছি···

সাবিত্রী। এমনি ঘিরে থাকো···অহর্নিশি···যুগ-যুগ···জন্ম-জন্ম···তোমার এই দুই বাহুর আশ্রয়ে···এ আশ্রয় থেকে দূরে কখনো···(বলিতে বলিতে নিদ্রাঘোরে স্বর আচ্ছন্ন, ক্রমে রুদ্ধ হইল)

সত্য। সাবিত্রী, সাবিত্রী···ক্লান্তিতে নিদ্রা এসেচে।···আহা ! স্বামীর কল্যাণে উপবাস-ব্রত নিয়েচেন। মলিন মুখ, তবু কি জ্যোতি ! নিশীথের ঘন কালো অন্ধকার—এ জ্যোতির স্পর্শে ঝরে সরে যাচ্ছে।···ভালোই হলো, এই অবসরে আমি কাঠ দেখি। তারপর সাবিত্রীকে বহন করে আশ্রমে ফিরবো। রাত্রিও···(উর্দ্ধে চাহিয়া) প্রায় শেষ হয়ে এলো।···সাবিত্রী···না, গাঢ় নিদ্রা···(উত্তরীয় পাকাইয়া তাহার উপর সন্তর্পণে সাবিত্রীর শির রক্ষা করিয়া সাবিত্রীর পানে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ; পরে) কাছেই কাঠ পাবো।···ভয় কি ! [প্রস্থান

[অন্ধকার আরো গাঢ় হইল। স্তব্ধ বন যেন নিশীথের করুণ সুরে প্লাবিত হইয়া উঠিল]

সাবিত্রী। (হঠাৎ জাগিয়া) না, না, নিয়ো না, নিয়ো না, আমার পূজা নিষ্ফল হবে···ধর্ম্ম মিথ্যা হবে। (হাত বাড়াইয়া সত্যবানকে না পাইয়া) তুমি ? · তুমি ?···কোথায় তুমি ?···নিয়ে গেছে ? নারায়ণ ! (আর্ত্ত ক্রন্দনে লুটাইয়া পড়িলেন)

সত্যবানের প্রবেশ

সত্য। (কষ্টে) সাবিত্রী···

সাবিত্রী। (সচকিত হইয়া) এ কি ! কি হলো ! তোমার পা কেন কাঁপে ? কি বেদনা ?

সত্য। মাথায়···মাথায়···যেন হাজার তীর বিঁধচে ! বড়···বড় বেদনা, সাবিত্রী, আমি দাঁড়াতে পারচি না···

সাবিত্রী। নাথ, নাথ···

সত্য। (দুই হাত প্রসারিত করিয়া দিল ; যেন কি চাহিতেছে) সা—বি—ত্রী—প্রি—য়—ত—মে ! ওঃ···

[মৃত্যু-ঘোরে আচ্ছন্ন হইলেন ; কণ্ঠ নীরব হইল]

সাবিত্রী। কথা কও···কথা কও !···গভীর বন···এই অন্ধকার···আমি একা ! নীরব থেকো না—ওগো, কথা কও। এই যে কাতর হয়ে আমার পানে চাইছিলে···তবে···তবে · ? (বক্ষে মাথা রাখিয়া) নিশ্বাস··· নিশ্বাস ? (নাসায় নিশ্বাস অনুভব করিয়া) নাই ?···নিশ্বাসের এতটুকু বায়ু···তাও তোমার সইলো না ?···সেটুকুও কেড়ে নিলে···ভগবান !

ওঃ···(বক্ষে মাথা রাখিলেন) · ঘুমিয়েচো, তুমি ঘুমিয়েচো ! আমি মিছে ভাবচি। কিন্তু বনে কেন? · চলো, ফিরি—আমার কোন ক্লান্তি নেই। আমি তোমায় পিঠে বয়ে নিয়ে যাবো।···এখানে ঘুমোয় না। বাবা-মা পথ চেয়ে বসে আছেন। তুমি তাঁদের নয়নের মণি ! ওঠো ! ওঠো !··· (স্থির লক্ষ্যে সত্যবানের পানে চাহিয়া রহিলেন)

রক্ত-জ্যোতি রক্তবর্ণ মুকুট যমের প্রবেশ

যম। সাবিত্রী···

সাবিত্রী। কে ? (শিহরিয়া উঠিলেন)

যম। তোমার স্বামীকে নিতে এসেচি। আমি নিয়তি · আমি নিয়ম।

সাবিত্রী। আমার নিয়তি, আমার নিয়ম···আমাব স্বামী ! আমি অন্য নিয়ম মানি না।

যম। স্বামী !···কে কার স্বামী ? কে কার স্ত্রী, সাবিত্রী ?···মরণে সব লোপ পায়। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ক্ষণেকের। মিথ্যা···মায়া···সে মরীচিকা !

সাবিত্রী। মায়া ! মরীচিকা ! মিথ্যা ! এই বিশ্ব-ভরা প্রাণের স্পন্দন, সেই প্রাণ-ভরা এই বিপুল ভক্তি, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম···যার স্পর্শে বেদনার পাষাণ গলে যায়, আনন্দের দীপ্তি ফোটে, শক্তি জাগে···যে-শক্তিতে মানুষ অসাধ্য সাধন করে···সেই ভক্তি-স্নেহ প্রীতি-প্রেম···মরীচিকা ? মায়া ? মিথ্যা ? বঞ্চনা ?···এ বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করে এত বড় মিথ্যা বঞ্চনায় বিধাতা তাকে পালন করচেন !···এ আমি মানি না।

যম। সে তর্কের এ স্থান নয়, সাবিত্রী—সে তর্কের সময়ও আমার নাই।

যে জন্য এসেচি···তুমি ওঠো, সত্যবানের দেহ পরিত্যাগ করে দাঁড়াও···আমি তার আত্মা গ্রহণ করি।

সাবিত্রী। আত্মা! আমার স্বামীর আত্মা!

যম। তাই, সাবিত্রী। দেহ মিথ্যা, ক্ষণেকের নশ্বর আবরণ মাত্র। আত্মাই মানবের প্রকৃত স্বরূপ। এই আত্মাই অবিনশ্বর···শাশ্বত মানব।

সাবিত্রী। মৃত্যু—তুমিই ধর্ম্মরাজ?

যম। আমি চিরদিন ধর্ম্ম-পথচারী, ধর্ম্মের সেবায়-পালনে চির-অবিচল।

সাবিত্রী। তাই যদি তো আমায় অধর্ম্মাচরণে উৎসাহ দিয়ো না।

যম। অধর্ম্মাচরণে উৎসাহ!

সাবিত্রী। তাই।· যেহেতু তুমি ধর্ম্ম · তুমিই বলেচো, স্বামী ও স্ত্রী··· এদের দুই বিভিন্ন আত্মা বিবাহের পুণ্য-মন্ত্রে সম্মিলিত হয়, এক হয়। ধর্ম্ম, তুমিই বলেছো, স্বামী-স্ত্রী একাত্ম! ধর্ম্ম কখনো মিথ্যা হতে পারে না। ধর্ম্মমতে আমার স্বামীর আত্মা আমার আত্মায় মিশে এক হয়ে আছে। আমার স্বামীর আত্মা তুমি চাও?···নাও,··· আমার আত্মা চূর্ণ করে আমার স্বামীর আত্মা যদি বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারো···

যম। তুমি কি বলচো, সাবিত্রী?

সাবিত্রী! যা উচিত, যা ধর্ম্ম—আমি তাই বলচি।

যম। তুমি আমায় বিস্মিত করলে, সাবিত্রী!···সরো···আমি সত্যবানের আত্মা গ্রহণ করি। (অগ্রগর হইলেন)

সাবিত্রী। স্থির হয়ে দাঁড়াও, ধর্ম্মরাজ! তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হতে চাও···কিন্তু আমি তা হতে দেবো না।···আমিও চিরদিন ধর্ম্মপথচারিণী·· পরম

নিষ্ঠায় স্বামি-প্রেম-ধর্ম্ম পালন করচি। সে-ধর্ম্মের বলে আমি তোমায় সতর্ক করচি, আর অগ্রসর হয়ো না।

যম। সাবিত্রী···(সাবিত্রীর পানে চাহিয়া স্তম্ভিত দাঁড়াইলেন)

সাবিত্রী। যদি অগ্রসর হও, তাহলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হবে···(ভঙ্গীতে তর্জ্জনী তুলিলেন)

[যম পাশমুক্ত করিয়া সত্যবানের শরীরের উপর ধরিলেন ; সূক্ষ্ম ছায়ারূপী আত্মার আবির্ভাব ; যম পাশ বদ্ধ করিয়া প্রস্থানোদ্যত ; তাঁর পিছনে সত্যবানের আত্মা। সেই আত্মার প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সাবিত্রী আত্মার অনুসরণ করিলেন ; মন্ত্রচালিতার মত সাবিত্রীর ভাব]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আশ্রম-সন্নিহিত বনভূমি। কাল—শেষ-রাত্রি

[দুর্যোগ থামিয়াছে ; ঝটিকাঘাতের চিহ্নস্বরূপ ভগ্ন শাখা, ছিন্ন পত্র প্রভৃতি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; থাকিয়া থাকিয়া মেঘ-গর্জ্জন হইতেছে]

দ্যুমৎসেন ও শৈব্যা

(দ্যুমৎসেনের ব্যাকুল-প্রতীক্ষা-রত ভাব—উভয়ে উদ্বেগে উৎকর্ণ)

দ্যুমৎসেন। ···ঐ...ঐ আসে...ঐ না পায়ের শব্দ ! (সস্মিত ভাব) সত্যবান, সত্যবান···

শৈব্যা। (গাঢ় স্বরে) ও বাতাস।

দ্যুমৎসেন। বাতাস !...ভালো করে দ্যাখো·· বাতাস ? না—না—আমি যে তার পায়ের শব্দ পেলেম !

শৈব্যা। (সনিশ্বাসে)···ঐ বিদ্যুতের আলো চম্‌কালো—কোথাও কারো চিহ্ন দেখচি না···

দ্যুমৎসেন। কি হবে ? কখন্ গেছে···এখনো কেন আসচে না ? দুর্যোগে পথ হারালো ? এ-বন সত্যবানের অজানা নয়।...মা সঙ্গে আছেন···

শৈব্যা। দেখতে-দেখতে কি দুর্যোগই নামলো ! আমার মন এমন অশান্ত কখনো হয়নি। আজ বনে যায়, আমার সে-ইচ্ছাও ছিল না !

দ্যুমৎসেন। চলো, আমরা সন্ধানে যাই। তুমি আমার হাত ধরো। মার উপবাস...তিন দিন, তিন রাত্রি·· এ-দুর্যোগে পথশ্রমে যদি কোনো বিপদ হয়ে থাকে···আমার বড় ভাবনা হচ্ছে। বৃষ্টি নাই—ঝড়ের বেগও কমেচে! আমি স্থির থাকতে পারচি না। চলো, চলো, আমায় নিয়ে চলো। আমি চীৎকার করে তার নাম ধরে ডাকবো। সে শুনবে, —উত্তর দেবে। সত্যবান, সত্যবান···

অশ্বপতি ও মালবীর প্রবেশ ; সঙ্গে মশাল-হস্তে জনৈক অনুচর

শৈব্যা। ···এ কি, বৈবাহিক! ভগ্নী মালবী! এই দুর্যোগের রাত্রে আপনারা হঠাৎ···?

দ্যুমৎসেন। মহারাজ অশ্বপতি···!

মালবী। আপনারা আশ্রম ছেড়ে এই দুর্যোগের রাত্রে বনে কেন?

অশ্বপতি। (ব্যাকুল-উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) সত্যবান? সত্যবান কোথায়, রাজর্ষি? তার কুশল? বলুন, বলুন···

দ্যুমৎসেন। মহারাজ, অসময়ে আপনার এই অতর্কিত আবির্ভাব, তার উপর এই প্রশ্ন ··আমায় যে আরও আকুল, অস্থির করে তুললো!

অশ্বপতি। ···বলুন, বলুন, রাজর্ষি, সত্যবানের কুশল?···আপনারা এখানে এ-সময় · ?

মালবী। ·· যেন কার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল?

দ্যুমৎসেন। তাই। পথ চেয়ে রাত্রি কাটতে চলেছে, দেবি! সত্যবান সন্ধ্যায় বনে গেছে, মা-ও সঙ্গে আছেন—এখনো কেউ ফেরেননি।

শৈব্যা। তিন দিন তিন রাত্রি মা উপবাসিনী·· স্বামীর কল্যাণ-ব্রতে...

অশ্বপতি। এখনো ফেরেনি! এই প্রলয়ের দুর্যোগ...

মালবী। সারা পৃথিবী বুঝি ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যায়!…কি হবে? কোথায় তারা? কেমনই বা আছে…?

দ্যুমৎসেন। দুশ্চিন্তার সীমা নাই! কেন তারা ফিরচে না…?

অশ্বপতি। (সখেদে) তবে তাই হলো? নিয়তির শক্তিই কিন্তু দেবর্ষির আশীর্ব্বাদ তো নিষ্ফল হবার নয়!

দ্যুমৎসেন। নিয়তির শক্তি! দেবর্ষির আশীর্ব্বাদ!— এ-সব কথার অর্থ কি, মহারাজ?

অশ্বপতি। রাজর্ষি…

দ্যুমৎসেন। বলুন, বলুন…

অশ্বপতি। এই কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত—তৃতীয় প্রহরও অতীত…

শৈব্যা। প্রকাশ করে বলুন…

অশ্বপতি। কি বলবো, দেবি! সে যে কত-বড় মর্ম্মান্তিক কথা…এক-বৎসর যে-কথা কাঁটার মত বুকে বিঁধে আছে…

দ্যুমৎসেন। আর উতলা করবেন না, মহারাজ! সে-কথা যত বড় মর্ম্মান্তিক হোক…বলুন…আমি শুনবো…আমি শুনবো!…আপনার কথায় আমার সর্ব্বাঙ্গে…এই রোমাঞ্চ! সব হারিয়ে এই বিরাগ-বিরস চিত্ত যাদের পেয়ে আজ সরস স্নিগ্ধ হয়ে উঠেচে, তাদের কোনো অকুশলও যদি…

অশ্বপতি। (গাঢ়কণ্ঠে) বিবাহের পূর্ব্বে দেবর্ষির মুখে শুনেছিলেম, এই কাল-রাত্রিযোগে সত্যবানের আয়ু নিঃশেষ হবে!

শৈব্যা। মহারাজ…

দ্যুমৎসেন। শৈব্যা…(বসিয়া পড়িল)

অশ্বপতি। স্থির হোন রাজর্ষি! এখন উতলা হবার সময় নয়!

দ্যুমৎসেন। স্থির হবো? আমি পাষাণ! শৈব্যা…এই বুকে হাত দিয়ে দ্যাখো, আমি পাষাণ, পাষাণের মত স্থির হয়ে আছি।

মালবী। কিন্তু দেবর্ষি আশীর্ব্বাদ করেছিলেন! তাঁর সে আশীর্ব্বাদ ··

দ্যুমৎসেন। মহারাজ···

অশ্বপতি। রাজর্ষি ..

দ্যুমৎসেন। ···এই সর্ব্বনাশ হবে···জেনেও আপনি সত্যবানের হাতে মাকে সমর্পণ করেছিলেন!

অশ্বপতি। সত্যবান-গত-চিত্তা সাবিত্রী এ জেনেও পরম নিষ্ঠায় সত্যবানের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছিল!

দ্যুমৎসেন। আমরা এ কথা জানতেম না, মহারাজ।···জান্‌লে মার এ সর্ব্বনাশ কখনো ঘটতে দিতেম না।

অশ্বপতি। মানুষ ভাগ্যের অধীন, রাজর্ষি!

শৈব্যা। কিন্তু আপনারা কেন শোক করচেন? আমার প্রাণ বলচে, এত-বড় সর্ব্বনাশ হতে পারে না—পারে না। মার ঐ নিষ্ঠা, সেবা, ···তপস্যা···

দ্যুমৎসেন। আমি বড় দুর্ভাগা···কিন্তু ঠিক কথা...মার পুণ্য, সাধনা—সে শক্তি পরাভূত করবে নিয়তি?···চলো, চলো সকলে···তারা কোথায়, সন্ধান সন্ধান নিতে চাই আমি। যদি সত্যই তা ঘটে থাকে—নিয়তির গতি যদি দুর্লঙ্ঘ্যই হয়···সত্যই যদি সত্যবান···? মা একা...আর এখানে নয়! চলো···চলো···

জয়ার প্রবেশ

জয়া। যাবেন? যাবেন?···আমিও বনে বনে তাদের সন্ধান করচি। আসুন সকলে আমার সঙ্গে ··　　　　[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

যম-দ্বার

অন্ধকার তরল হইয়া আসিয়াছে ; আকাশে মেঘ নাই।

যম ও পিছনে সাবিত্রী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। যম সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন ; সাবিত্রীকে এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই, দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

যম। এ তুমি কি করচো, নারী ! জীব-লোকের প্রান্ত সীমা···নর-নারীর অগম্য স্থান এ। এ-পথে কোথায় আসচো ?

সাবিত্রী। ধর্ম্মের পথই আমার পথ। এ পথ আমি ত্যাগ করবো না।

যম। উপবাসে, শোকে, দীর্ঘ পথশ্রমে তুমি ক্লান্ত···

সাবিত্রী। ধর্ম্মের পথে আছি, আমার কিসের ক্লান্তি, দেব ?

যম। তোমায় বল্লেম, সাবিত্রী, এ সংসারে সকলই অনিত্য। কারো স্বামী চিরদিন দেহ ধারণ করে বর্ত্তমান থাকে না। কোটী কোটী যুগ ধরে সৃষ্টির ধারা বয়ে চলেছে, সে-ধারায় কত স্বামী, কত স্ত্রী ভেসে ধরণীর কূলে এলো, কালের ধারায় কোথায় আবার ভেসে গেল! ধরণীর বুকে আজ তাদের চিহ্নও নাই !···গাছে ফুল নিত্য ফোটে, নিত্য ঝরে ; সুখ-দুঃখ হাসি-অশ্রু সকলই নিমেষে জাগে, নিমেষে মিলায়—

সাবিত্রী। বুঝি···প্রভু, ফুল ফোটে, ঝরে যায় ; দীপ জ্বলে, নিভে যায় ; সাগর বয়, আবার শুকায়। সব অনিত্য !···তবু মলিন পঙ্কে যেমন পদ্মের জন্ম, তেমনি এই অনিত্যতার বুকে জাগে মানুষের হৃদয়। সে

হৃদয়ে ভক্তি-প্রীতি স্নেহ-প্রেমের স্নিগ্ধ ধারা নিত্য আমি অনুভব করচি, প্রাণের প্রতি স্পন্দনে!…সে অনুভূতি আমার প্রাণে…না দেব, আমায় ক্ষমা করুন, আমি ফিরবো না। আমি পতি-পথ-চারিণী, পতি-হারা পথে ফির্‌তে পারবো না।

যম। ঐহিকতায় তোমার প্রাণ পরিপূর্ণ; চিত্ত তোমার বাসনা-বর্জ্জিত নয়, দেখচি।…বেশ, কি চাও, বলো…মণি-রত্ন? প্রভাব? আভরণ? দাস-দাসী? যশ?

সাবিত্রী। (মলিন মৃদু হাস্য করিলেন) কিছু চাই না, দেব…। মণি-রত্ন, আভরণ, দাস-দাসী, যশ, মান—এ-সবের আমার অভাব ছিল না। পিতার গৃহে সে-সব রেখে বনে কেন এসেচি? প্রাণের অপূর্ব্ব পুলকে দীনের এ চীর-বাস কেন গ্রহণ করেচি?…মণি-রত্নে আমার বাসনা নেই। স্বামী…স্বামীর প্রেম…স্বামীই আমার একমাত্র কামনা!

যম। তোমায় বর দিয়েচি, মহারাজ অশ্বপতি পুত্রলাভ করবেন; দ্যুমৎসেন স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন, অন্ধ নয়নে দৃষ্টি ফিরে পাবেন;… তোমার কথায় প্রীতিলাভ করেচি বলেই এ বর! তবু…

সাবিত্রী। (বাধা দিয়া) এ বর—না, নির্ম্মম কৌতুক?

যম। কৌতুক!

সাবিত্রী। নয়? নয়নের মণি হরণ করে রাজর্ষির দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া …এ তো রহস্য…নির্ম্মম কৌতুক! দৃষ্টি ফিরে পেয়ে তাঁর দৃষ্টির যা প্রধান সুখ, আমার স্বামী,—সর্ব্বাগ্রে তাঁকে দেখবার জন্যই রাজর্ষির ব্যাকুলতার সীমা থাকবে না! তখন…(স্বর রুদ্ধ হইল)

যম। (স্তম্ভিত দৃষ্টি)

সাবিত্রী। আমি কোন্ মুখে ফিরে যাবো, দেব? প্রাণের ব্যাকুল আগ্রহে, দৃষ্টিলাভের অধীর আনন্দে আমায় যখন তিনি প্রশ্ন করবেন, কোথায়, কোথায় তাঁর নয়নমণি পুত্র? তখন তাঁকে আমি কি উত্তর দেবো? এ দৃষ্টি-লাভে তাঁর যাতনার আজ সীমা থাকবে না।···প্রসন্ন হোন্ দেব, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন (চরণে পড়িলেন)

যম। সে সাধ্য আমার নাই, সাবিত্রী···

সাবিত্রী। আমার এ জীবন-মুকুল···স্বামীর আদরে, প্রেমের হিল্লোলে সবে-মাত্র জেগে উঠচে,···ফুলের মত সহস্র দল মেলে···

যম। ফুলের ফোটা সার্থক হয় ফলের বিকাশে, সাবিত্রী।···বেশ, তোমায় বর দিচ্ছি, তুমি পুত্রের জননী হও। পুত্র স্বামীর প্রতিবিম্ব, স্বামীর শরীর-মনের ছায়া! পুত্র-মুখ দেখে তুমি স্বামীর বিয়োগ-বেদনা ভুলতে পারবে।

সাবিত্রী। (শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন) এ কি, এ কি পাপ!···আপনি ধর্ম্ম, কিন্তু কেন? কেন এ অভিশাপ? আমি চিরদিন স্বামী-প্রেমধর্ম্ম পালন করেচি। সে আমার একমাত্র ধর্ম্ম! জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সে ধর্ম্ম হতে একতিল স্খলিত হইনি! তবে? তবে?···আমার পুত্র···? বিলাস-বিমুখ তাপসের সহধর্ম্মিণী আমি···আজ স্বামিহীনা!···ধর্ম্ম হয়ে এ কি অধর্ম্ম-কথা উচ্চারণ করলেন, দেব!···পতিহীনার পুত্র!··· এ যে নরক···নরক··

যম। সাবিত্রী···

সাবিত্রী। অভাগিনী স্বামি-হীনার পুত্র?···তা হয় না।···আমি সতী। তোমার এ বাক্য আমি নিষ্ফল করবো। এ প্রাণ আমি বিসর্জ্জন দেবো···

যম। প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে!···নারী, প্রাণ বিসর্জ্জন এত সহজ নয়!

সাবিত্রী। স্বামীর সেবায় বঞ্চিত এ-দেহ নারী অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। (যম গমনোদ্যত) কোথা যাও? অধর্ম্ম-বাক্যে ধর্ম্ম, তোমার গতি রুদ্ধ হয়েচে!

যম। সাবিত্রী···

সাবিত্রী। সতীকে 'স্বৈরিণী হও' বর দিয়েচো—সে কত বড় অধর্ম্ম, জানো? কিন্তু না,···কোন কথা নয়—আমি যোগাসনে বসচি! এ প্রাণ আমি আহুতি দেবো,···তোমারি সম্মুখে। তোমার বাক্য আমি নিষ্ফল করবো। দাঁড়াও তুমি ধর্ম্ম, ধর্ম্মচারিণীর বাক্য লঙ্ঘন করো না।

[ধ্যানস্থা হইলেন]

যম। সাবিত্রী, সাবিত্রী, ওঠো···আমি আকাশে চাঞ্চল্য দেখচি, পিনাক-পাণির বিষাণ ঐ...আমার কাণে বাজে! রুদ্র ভৈরবের পিঙ্গল জটা-জালের ছায়া··ঐ! সতীর বেদনায় কাতর শঙ্কর একদিন এমনি মূর্ত্তিতে বিশ্ব-সংহারে উদ্যত হয়েছিলেন, আজ আবার সেই প্রলয়-রোল! ···সাবিত্রী, সতী, ওঠো, নিয়তি আজ নতশিরে তোমার কাছে পরাভব স্বীকার করচে!···এই তোমার স্বামীর প্রাণ-পুষ্প··গ্রহণ করো। স্বামী সাহচর্য্যে শত পুত্রের জননী হও! তোমার মাতৃত্বে বিশ্ব অমৃত লাভ করুক! (প্রাণ-পুষ্প প্রত্যর্পণ) আশীর্ব্বাদ করি, নারীর চিত্তে অমোঘ-শক্তিরূপে যুগ-যুগ বিরাজ করো! তোমার মত এমনি নিষ্ঠায় নারীর প্রেম মৃত্যু-বিজয়ী হবে!··এখন ফেরো। রাত্রিও শেষ হয়ে এলো!

সাবিত্রী। আমার প্রণাম নিন্, ধর্ম্মরাজ। (প্রণাম)···কিন্তু লোকালয়

ছেড়ে এ কোথায় কত দূরে এসেচি! পথ জানি না। কি করে আমার স্বামীর কাছে ফিরবো?

যম। তোমার স্বামী তোমার সঙ্গেই আছেন, সাবিত্রী···নিমেষের জন্যও তো তুমি তাঁর সঙ্গ-ছাড়া নও!

সাবিত্রী। পরিহাস করবেন না, দেব!

যম। পরিহাস নয়, সাবিত্রী! ঐ ছাখো···তোমার স্বামী! তাঁর পাশে তোমার আসন যে ধ্রুব, শাশ্বত, অবিচল!

সাবিত্রী। (চাহিলেন)

[যমের প্রস্থান এবং সত্যবান ছায়ান্ধকারের মধ্য হইতে জীবন্ত জাগিয়া উঠিলেন—অন্ধকার কাটিয়া উষালোক প্রকাশ]

সত্য। (তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে) সাবিত্রী···

সাবিত্রী। তুমি! (সত্যবানের হাত ধরিলেন)

সত্য। (তন্দ্রার ঘোর কাটিল) হাঁ···স্বপ্নের ঘোরে এ কোথায় চলেছি, সাবিত্রী···

সাবিত্রী। স্বপ্ন নয়, নাথ! প্রলয়-রাত্রি-শেষে আকাশে ঐ উষার আলো! তুমি জেগে...

সত্য। জেগে? ··উষার আলো? স্বপ্ন নয়?···আঃ! মনে হচ্ছে, যুগ-যুগান্ত পরে যেন নব নির্ম্মল প্রভাতের উদয়!

সাবিত্রী। তাই, নাথ! বেদনার শেষে আনন্দের দিব্য দ্যুতি!···কি স্বপ্ন দেখ্ছিলে?

সত্য। স্বপ্ন? হাঁ, স্বপ্নই! রাশি রাশি অন্ধকার ভেদ করে নক্ষত্রের বেগে যেন কোথায় চলেছি! সীমাহীন আঁধারের অতল পাথার··· গাঢ় ঘন বিরামহীন অন্ধকার! প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলো, চেতনা ক্রমে

বিলুপ্ত হয়ে এলো…সহসা কি স্পর্শ! চোখ চেয়ে দেখি, তুমি পাশে ··
আমি আলোর বন্যায় ভাস্‌চি!

সাবিত্রী। (বিস্ময়ে বিহ্বল) নাথ ··

সত্য। তোমার এই দু'টী নয়ন…কি স্নিগ্ধ প্রশান্ত দীপ্তি! এই যুগল নয়ন …যেন দুটী ধ্রুব-তারা! তার পরশে নব জীবনে জেগে উঠলেম! চারিদিকে রাশি রাশি নক্ষত্র আমায় ঘিরে জয়ধ্বনি তুল্‌লো!

সাবিত্রী। এ তাঁরি করুণা, নাথ! এই বিশ্ব-নিখিলের প্রাণ-ধারা যাঁর করুণার উৎস হতে নিত্য ঝরে বয়ে চলেছে! তাঁকে প্রণাম করি, এসো।

[উভয়ে সভক্তি প্রণাম করিলেন]

জয়ার প্রবেশ, সঙ্গে দ্যুমৎসেন, শৈব্যা, অশ্বপতি ও মালবী

জয়া। এই দেখুন রাজর্ষি, সত্যবান ও সাবিত্রী…

দ্যুমৎসেন। (বিস্মিত দৃষ্টিতে) সত্যবান!

সত্য। পিতা…! এ কি, চোখে দিব্য দৃষ্টি! (প্রণাম)

দ্যুমৎসেন। সত্যবান! আমার সত্যবান! সেই এতটুকু বালক…আজ এই দিব্য-কান্তি তরুণ!·· সত্যবান…(আবেগে বক্ষে ধরিলেন; সর্ব্বাঙ্গে করস্পর্শ)

[সাবিত্রী প্রণাম করিলেন]

মা! আমার মা! এ কি অমৃতময়ী মূর্ত্তি! এ যে আমার কল্পনার অতীত! মা, মা…(হস্ত লইয়া বক্ষে ধরিলেন) আঃ…আঃ!

নারদের প্রবেশ

অশ্বপতি। দেবর্ষি…(প্রণাম)

নারদ। আনন্দ, মহারাজ, দিকে-দিকে আনন্দ আজ!

অশ্বপতি। এ আপনারি আশীর্ব্বাদ, দেবর্ষি!

শৈব্যা। এ আশীর্ব্বাদ অটুট্ থাকুক!

নারদ। এ সতীর প্রেম, মহারাজ। সতীর প্রেমে স্বামীর সব অকল্যাণ দূর হয়।

শৈব্যা। বনে-বনে ঘুরে কি দুশ্চিন্তায় যে রাত্রি কেটেচে!

নারদ। শাল্ব থেকেও আহ্বান এসেচে, রাজর্ষি। শাল্বের সিংহাসন শূন্য।

দ্যুমৎ। শূলসেন?

নারদ। আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছিলেন। রাত্রির প্রলয়-বজ্রে শূলসেন আর কুল্লুকের মৃত্যু ঘটেচে। ছত্রভঙ্গ সৈন্যেরা চিত্ররথের নেতৃত্বে আপনার আশ্রয়ে ছুটে আসচে।

অশ্বপতি। অলৌকিক ব্যাপার!

জয়া। সতীর তপস্যায় বিশ্ব-ভুবন আজ কল্যাণশ্রীতে ভূষিত হয়েচে!

গান

তরুণ প্রভাত জাগ্‌লো শান্তি,
জাগ্‌লো কি আনন্দে!
অভয়-ভরা তোমার বাণীর
তিমির-হরা ছন্দে!
মরণ নীল সাগর হতে
জীবন এলো সুধা-স্রোতে;
আকাশ-বাতাস ভরা তোমার
প্রেমের কমল-গন্ধে!

যবনিকা

প্রথম অভিনয় রজনীর বিবরণ

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুর-শিল্পী	শ্রীযুক্ত তুলসীদাস লাহিড়ী এম-এ বি-এল শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক
নৃত্য-শিল্পী	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গোস্বামী
মঞ্চ-শিল্পী	শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বসু
„ সহকারী	শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে
হার্ম্মোনিয়ম-বাদক	শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস শ্রীযুক্ত ননীলাল দাস
বংশী বাদক	শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ
সঙ্গতী	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসাক
স্মারক	শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
যম	শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নারদ	শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
অশ্বপতি	শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ
দ্যুমৎসেন	শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
সত্যবান	শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইলাবর্ত্ত	শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সুর
গালব	শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
চিত্ররথ ও মালাকর	শ্রীযুক্ত জহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শূলসেন	শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ
কুল্লুক	শ্রীযুক্ত নৃপেশনাথ রায়

ভিণ্ডিকেশ্বর — শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মল্লিক

টিট্টিভ — শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সিংহ

বিদুর — শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাস

পুরোহিত — শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী

মন্ত্রী ও মণিভদ্র — শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস

অঙ্গিরা — শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

জ্যোতিষী — শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চৌধুরী

অমাত্যগণ, নাগরিকগণ, ব্যাধগণ,—শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দত্ত, যতীন্দ্রনাথ দাস কানাই লাল দাস প্রভৃতি

জয়া — শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী

শৈব্যা — শ্রীমতী কুসুমকুমারী

মালবী — শ্রীমতী শান্তবালা

সাবিত্রী — শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

অদিতি — শ্রীমতী সুশীলাবালা

সুদাসী — শ্রীমতী সরস্বতী

পদ্মা — শ্রীমতী পদ্মাবতী

চিত্রা ও মালিনী — শ্রীমতী সুরমা

বিদুলা — শ্রীমতী মলিনা

পরিচারিকা — শ্রীমতী সরোজিনী

তাপসীগণ, বনবালাগণ, সঙ্গিনীগণ প্রভৃতি—শ্রীমতী তারক দাসী, লক্ষ্মীপ্রিয়া, সুবাসিনী (ছোট), সত্যবালা, রাধারাণী, উষারাণী, চারুবালা, বীণাপাণি, রাণীবালা

এই লেখকের লেখা অন্য বই

নাট্যগ্রন্থ

লাখ টাকা ... ১৲
হারানো রতন ... ।৵০
যৎকিঞ্চিৎ ... ॥০
দশচক্র ... ।৵০
গ্রহের ফের ... ।০
দরিয়া ... ॥০
রুমেলা ... ॥০
হাতের পাঁচ ... ।৵০
শেষ বেশ ... ।/০
পঞ্চশর ... ।/০

উপন্যাস

পিয়ারী ... ২৲
কুজ্‌ঝটিকা ... ২৲
লজ্জাবতী ... ২৲
মুক্ত পাখী ... ২৲
গরীবের ছেলে ... ২৲
বহ্নিশিখা ... ২৲
আঁধি ... ২॥০
কাজরী ... ১॥০
নিরুদ্দেশের যাত্রী ... ১॥০
মমতা ... ১৲
রূপছায়া ... ২৲
দরদী ... ১৲
সোনার কাঠি ... ১৲
প্রেয়সী ... ১৲
কালোর আলো ... ১॥০
মধুযামিনী ... ১॥০
বাবলা ... ১॥০
বিনোদ হালদার ... ২৲
নিশির ডাক ... ২৲
মাতৃঋণ ... ১॥০
নবাব ... ২॥০
বন্দী ... ১৲
পথের পথিক ... ।৵০
নেপথ্যে ... ॥০
ছোট পাতা ... ১॥০
শান্তি ... ১৲
স্ত্রীবুদ্ধি ... ১৸০

ছোট গল্প

শেফালি	...	ℓ৹
পুষ্পক	...	১৲
তরুণী	...	২৲
যৌবরাজ্য	...	১॥৹
পিয়াসী	...	১।৹
মৃণাল	...	১।৹
চাঁদমালা	...	১৲
নির্ঝর	...	১৲
পরদেশী	...	১৲
বৈকালি	...	॥৹
মণিদীপ	...	১৲

ছেলেমেয়েদের বই

লাল কুঠি	...	১॥৹
সাঁঝের বাতি	...	॥৹
ফুলের পাখা	...	॥৹
তারার মালা	...	॥৹
পাঠান-মুলুকে	(যন্ত্রস্থ)	
মা কালীর খাঁড়া	ঐ	

সকল গ্রন্থই গুরুদাস লাইব্রেরী, কলিকাতা ; অন্যান্য প্রধান পুস্তকালয়ে ; ও গ্রন্থকারের নিকট ৮২।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।